উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 17 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 208 MLD

মমতাই জোটের মুখ, সওয়াল অভিষেকের

▸▸ সাতের পাতায়

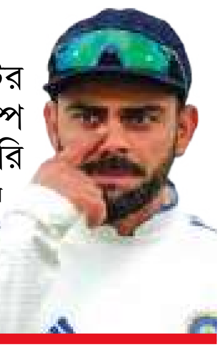

বিরাটের অফ স্টাম্প হারাকিরি

▸▸ এগারোর পাতায়

ফিরহাদে অসন্তুষ্ট তৃণমূল

সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু মন্তব্যে দলের মধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়ছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর মন্তব্যকে তৃণমূল সমর্থন করে না বলে শাসকদলের তরফে জানানো হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অসন্তুষ্ট।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

গাজোলে তুলাইপাঞ্জি

গাজোলের ২৫ বিঘা জমিতে চাষ হচ্ছে তুলাইপাঞ্জি ধানের। কৃষকদের দাবি, বীজতলা তৈরি থেকে শুরু করে ধান কাটার মরশুমে তুলাইপাঞ্জির গন্ধে ম-ম করছে গোটা এলাকা।

▸▸ বিস্তারিত তিনের পাতায়

অনিশ্চিত পরীক্ষা

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলতে থাকায় পঠনপাঠন শিকেয়। সিলেবাসও শেষ হয়নি।

▸▸ বিস্তারিত নয়ের পাতায়

ধর্নায় রেঞ্জ অফিসার

রায়গঞ্জে কুলিক রেঞ্জের জমি উদ্ধারে ধর্নায় বসে পড়লেন রায়গঞ্জ কুলিকের রেঞ্জ অফিসার মধুমিতা পাত্র। বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, বন দপ্তরের জমি রক্ষা আমাদের কর্তব্য।

▸▸ বিস্তারিত দশের পাতায়

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় ভারত ও বাংলাদেশ সেনা কর্তাদের সৌজন্য বিনিময়। সোমবার।

নাই বা হল শুভদৃষ্টি, মিলল চার হাত

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান এভাবেও সম্ভব! অন্তরের আলোয় চার হাত এক হল নবদম্পতির।

দুজনেই জন্মান্ধ। রবিবার রাতে দুই প্রাণ এক হওয়ার শপথ নিলেন রায়গঞ্জে বিবাহের ছাঁদনাতলায়। রীতি মেনে টোপর পরে মালাবদল হল। সাতপাক ঘুরে মন্ত্রোচ্চারণ করে শপথ নিলেন নবদম্পতি। তবে শুধু হল না শুভদৃষ্টি, কারণ দুজনেই জন্মান্ধ।

সোমবার ভোরে কুয়াশার চাদর সরিয়ে দৃষ্টিহারা কৃষ্ণ দাস আর পুতুল মাহাতো পরস্পর হাতে হাত ধরে কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে হুগলির পাণ্ডুয়ায় শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নতুন সংসারের পথে রওনা দিলেন।

বছর একুশের কৃষ্ণ দাস। জন্ম থেকেই চোখের দৃষ্টি হারালেও হতাশার মধ্যে জীবন কাটেনি। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরেই হকারিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কৃষ্ণ। প্রতিদিন পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনেই হকারি করেন। এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিয়ের আয়োজন করেছেন দাদা। রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশান কলোনির বাসিন্দা পুতুল মাহাতোর সঙ্গে হল মালাবদল।

ছাদনাতলায় কৃষ্ণ আর পুতুল। কুলিক নদীর পাশে বিয়ের আসরে।

পুতুলের বয়স ২১। সেও জন্মান্ধ। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও পারিবারিক আর্থিক অভাবে মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে বাড়িতেই থাকতেন পুতুল। মাসখানেক আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে হুগলির পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। পুতুলের বাবা দীপক মাহাতো এবং মা সুমিত্রা মাহাতো প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনার পর পাত্রের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরেই সকলের সহযোগিতায় বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়।

এগিয়ে আসেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর তপন দাসরা। রবিবার সন্ধ্যায় কুলিক নদীর পাশে শ্মশান কলোনিতে বসে বিয়ের আসর। কৃষ্ণ ও পুতুলের বিবাহবন্ধনের সাক্ষী থাকলেন প্রতিবেশীরা। আয়োজনে কোনও কার্পণ্য দেখাননি তাঁরা। এদিন সকালে রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রওনা দেন নবদম্পতি।

রায়গঞ্জ রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবাবু জানালেন, মাসখানেক আগে তিনিই প্রথম মনের কথা মুখ ফুটে বলেছিলেন। সায় দিয়েছিল পুতুল এবং ওর পরিবার। সকলের সহযোগিতায় তাঁদের নতুন জীবন শুরু হল।

অন্যদিকে, পুতুল জানান, 'প্রিয় মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। তাই এর চেয়ে আনন্দের কিছু হয় না।' তাঁর কথায়, তিনি কোনওদিন ভাবতে পারেননি তাঁর বিয়ে হবে।

এদিন স্টেশনে নববিবাহ দম্পতিকে ট্রেনে তুলতে এসেছিলেন বাবা দীপক মাহাতো। দীপকবাবু কেটারিংয়ে লেবারের কাজ করেন। তিনি জানান, তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। পুতুল বড়। সকলের সহযোগিতায় পুতুলকে বিয়ে দিতে পেরে ভালো লাগছে। পুতুলের বিয়ে হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই কুণ্ড। তিনি জানান, 'গত রবিবার সন্ধ্যায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ পুতুলের বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। চার হাত মিলিয়ে দিতে পেরে ভীষণ খুশি আমরা।'

থামল জাদু তবলার বোল, প্রয়াত জাকির

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : থামল জাদু তবলার বোল। সুদূর সান ফ্রান্সিসকোর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস পড়ল সর্বকালের অন্যতম সেরা তবলচি জাকির হুসেনের। ভারতীয় সময় সোমবার ভোররাতে জীবনাবসান হয় কিংবদন্তি তবলাশিল্পীর। স্ত্রী আন্তোনিয়া মিনেকোলা এবং দুই কন্যা আনিসা ও ইসাবেলাকে রেখে গিয়েছেন জাকির। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, তিনি ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস-এর জটিলতায় ভুগছিলেন।

না ফেরার দেশে কিংবদন্তি তবলাশিল্পী।

গত দু'সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল গুরুতর অসুস্থ জাকিরের। রবিবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হলেও শিল্পীর পরিবার বা হাসপাতাল থেকে সেই খবরের সমর্থন মেলেনি। ফলে বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং রবিবার গোটা দিনটাই তা নিয়ে কেটে যায়। এরপর আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়।

শিল্পীর মৃত্যুতে শোকাহত পরিবার জানিয়েছে, 'জাকিরের শিল্পীসত্তা ও কীর্তি বিশ্বজুড়ে সংগীতপ্রেমীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংগীতজগতে ধ্বনিত হবে।'

তবলাবাদকের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'তিনি এক বিরল প্রতিভা, যিনি ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতে বিপ্লব এনেছেন। ভারতীয় সংগীতকে বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন।' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জাকিরের মৃত্যুকে 'সংগীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি' বলে উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লেখেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তবলাবাদক ওস্তাদ জাকির হুসেনের মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত। দেশের এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর জন্য চরম ক্ষতি। জাকির হুসেনের পরিবার এবং তাঁর অনুরাগীদের আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'

বিশিষ্ট সরোদবাদক আমজাদ আলি খান লিখেছেন, 'আমি বাকরুদ্ধ। জাকির ভাইয়ের সম্পর্কে এমন খবর শুনে আমি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছি। জাকির ছিলেন এক বিস্ময়।' ব্রিটিশ গিটারবাদক জন ম্যাকলাফলিন বলেছেন, তবলা জগতে জাকিরই বাদশা। কারণ, তিনিই জাদুযন্ত্রে পরিণত করেছিলেন তবলাকে।' তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের আদর্শ শিক্ষক হিসাবে জাকিরকে তুলে ধরে সংগীতলেখক শৈলজা খান্না বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই সেলেব শিল্পীদের সঙ্গে না বাজিয়ে জাকিরকে দেখা গিয়েছে তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নিতে। এটা খুব শিক্ষণীয় ও বিরল ব্যাপার। তরুণ শিল্পীদের বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে জাকিরের অবদান অবিশ্বাস্য। তাঁর এই দৃষ্টান্তের জন্যই ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতে নতুন করে আগ্রহী হয়েছেন তরুণ প্রজন্মের শিল্পীরা।' জাকিরকে 'ভারতের সর্বকালের সেরা সংগীতজ্ঞদের একজন' হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গায়ক-সুরকার রিকি কেজ।

১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম জাকিরের। তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লা রাখাও ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক। ভারত সরকারের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়স থেকে তবলার সফর শুরু তাঁর। সাত বছর বয়স থেকে মঞ্চে একক অনুষ্ঠান করেছেন তিনি। ২০২৪ সালে জাকিরের হাত ধরেই ভারতে আসে গ্র্যামি পুরস্কার। 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' হিসাবে পুরস্কৃত হয় ভারতীয় ব্যান্ড 'শক্তি'র গানের অ্যালবাম 'দিস মোমেন্ট'। জাকির নানা সময়ে তবলায় সংগত করেছেন পণ্ডিত রবিশংকর, পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, মিকি হার্ট, জর্জ হ্যারিসনের মতো দিকপালদের।

এরপর দশের পাতায়

ছিলেন হৃদয়ের কাছাকাছি

আমজাদ আলি খান

এই সময় আমি কোনওরকম শব্দ উচ্চারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জাকির ভাইয়ের প্রয়াণের কথা শুনে আমি ভীষণ ব্যথিত, বিধ্বস্ত। ওস্তাদ জাকির হুসেন ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আপামর বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় সংগীতশিল্পীদের একজন।

১৯৭৪ সালের পর জাকির ভাইয়ের সঙ্গে আমার বেশকিছু যুগলবন্দি আসর দেশ-বিদেশের নানা শহরে বসেছিল। তখনও তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লারাখা জীবিত ছিলেন। জাকির ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাধর তবলাবাদকদের একজন। তিনি শুধু তবলাই

এরপর দশের পাতায়

মালদা মেডিকেলে আর্তনাদ

'স্ট্রেচার কোথায়'

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : মেডিকেল কলেজের ট্রমা কেয়ার বিভাগের সামনে যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা। মেয়ে এদিক-ওদিক ছুটে সকলের কাছে আবেদন করছেন, 'স্ট্রেচার নিয়ে আসুন'। কিন্তু হেলদোল নেই কারও। টোটো পায়ে চাপা পড়ার পর শুধু উদ্ধার করা হয়, স্ট্রেচার জোগাড় করে ওই মহিলাকে মেডিকেলে ভর্তি পর্যন্ত করেন জেলা পুলিশের মহিলাকর্মীরা। গতকালই ফুটপাথে সন্তান প্রসবের ঘটনায় পুলিশের মানবিকতা দেখেছিলেন শহরবাসী। আজও ফের পুলিশকর্মীদের মানবিকতার সাক্ষী থাকল শতাধিক মানুষ। যদিও এই ঘটনায় মেডিকেলের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ির বাসিন্দা আলপনা দাস। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ মঙ্গলবাড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টোটো উলটে যায়। সেই টোটোতে চাপা পড়ে পায়ে গুরুতর চোট পান আলপনাদেবী। ঘটনাচক্রে সেইসময় ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন জেলা পুলিশের উইনার্সের সদস্যরা। তড়িঘড়ি আলপনাদেবীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাঁরা। খবর দেন আলপনাদেবীর মেয়েকেও। খবর পেয়ে আলপনাদেবীর মেয়েও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান। উলটে যাওয়া টোটো সোজা করে তাঁকে মেডিকেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন উইনার্স দলের সদস্যরা। দুই মহিলাকে যাতে কোনও সমস্যায় না পড়তে হয়, তাই সঙ্গে আসেন তাঁরাও। মেডিকেলে পৌঁছানোর পর নতুন সমস্যা। ট্রমা কেয়ার ইউনিটের সামনে ১০ মিনিট ধরে স্ট্রেচারের জন্য আবেদন জানানো হলেও একটিও স্ট্রেচার মিলছে না। অবশেষে ফের হস্তক্ষেপ করতে হয় উইনার্স টিমের সদস্যদের। মেডিকেলের পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। ওই অফিসারের মদতে স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করে মহিলাকে মেডিকেলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন মহিলা পুলিশকর্মীরা।

আলপনাদেবীর মেয়ে মধুমিতা দাসের কথায়, 'মায়ের পায়ের ওপর টোটো উলটে গিয়েছিল। পুলিশকর্মীরা মাকে উদ্ধার করে মেডিকেলে আনার ব্যবস্থা করেছেন। ১০ মিনিট ধরে স্ট্রেচারের

এরপর দশের পাতায়

মানবিক পুলিশ

- সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ মঙ্গলবাড়ি এলাকায় উলটে যাওয়া টোটোতে চাপা পড়ে পায়ে গুরুতর চোট পান আলপনা দাস
- টোটো সোজা করে তাঁকে মেডিকেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মহিলা পুলিশকর্মীরা
- হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ট্রমা কেয়ার ইউনিটের সামনে ১০ মিনিট ধরে আবেদন করা সত্ত্বেও স্ট্রেচার পাওয়া যাচ্ছিল না
- শেষে মালদা মেডিকেলের পুলিশ অফিসারের সাহায্যে তাঁকে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়

কথায় কথায়

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব নয়, ভোট চাই

আশিস ঘোষ

রাহুলের পর প্রিয়াংকা। ভাইবোন এবার পাশাপাশি লোকসভায়। দুজনেই ভালো বক্তৃতা করছেন, বিজেপি শিবিরের প্রতিক্রিয়াতেও ধরা পড়ছে তা। কাগজপত্রে তা নিয়ে লেখা বেরোচ্ছে। সেই সুবাদে দেশের নজর টানছেন তাঁরা। প্রিয়াংকার মধ্যে ইতিমধ্যেই ঠাকুমা ইন্দিরার ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন অনুগামীরা। তবে রাজনীতিটা তো ডিবেটিং সোসাইটি নয়, বিতর্কে হাততালি কুড়োলেও আসল পরীক্ষা ভোটের ময়দানে।

কোনও সন্দেহ নেই, সময়টা বেশ খারাপই যাচ্ছে দেশের সবথেকে পুরোনো দলটার। ভোটের বাজারে তাদের দর হুহু করে কমছে। আর তার জেরে তাদের সংসার ভাঙার মুখে। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীসাথিরা দু'কথা শুনিয়ে যাচ্ছে যখন-তখন। তাদের পরোয়া না করেই যে যার মতো ক্যান্ডিডেট দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যত্রতত্র। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে ভোটে বাজিমাত করা যে যাবে না, তা খোলাখুলি বলছে তারা। এই অবস্থায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে শতাব্দীপ্রাচীন এই দল। একটা নয়, একজোড়া। প্রথমত, ইন্ডিয়া জোটে রাহুলের নেতৃত্ব, দ্বিতীয়ত, সেই জায়গায় মমতাকে বসানোর ক্রমেই বাড়তে থাকা দাবি। এরই পাশাপাশি সংসদে তাদের একঘরে হওয়ার জোগাড়। কেবলমাত্র আদানিকে নিয়ে দিনের পর দিন সংসদ অচল করার লাইনে নেই বেশিরভাগ শরিক। তারা চায় তাদের রাজ্যের সমস্যার কথা তুলতে। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের ডাকা মিটিংয়ে গরহাজির থেকেছে তৃণমূল। পরে তাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে অন্যরা। কংগ্রেস এখন সংসদের বাইরে একাই আদানি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

অথচ কয়েক মাস আগেও এ অবস্থা ছিল না তাদের। লোকসভার ভোটে গদি নাগালে না এলেও আগের বারের তুলনায় তাদের সিট বেড়েছিল দ্বিগুণ। লোকসভার বিরোধী নেতাও হয়েছিলেন সোনিয়া-তনয়। সবার সম্মতিতে। বিজেপিকেও নামিয়ে আনা গিয়েছিল একক গরিষ্ঠতার নীচে। তবে তার আগে থেকেই সুরে বাজছিল না ইন্ডিয়া শরিকরা। আগেই সঙ্গত্যাগ করে গেরুয়া খাতায় নাম তুলেছিলেন নীতীশ কুমার। এই রাজ্যে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা হয়নি। আসনরফাও হয়নি। তীব্র মমতা বিরোধী অধীর হাত মিলিয়েছিলেন বামেদের সঙ্গে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে আসনরফা হলেও ভোট মিটতেই যার যার তার তার।

লোকসভা ভোটের পর থেকে একের পর এক ধাক্কায় টলে গিয়েছে কংগ্রেসের লিডারের চেয়ারটা। যে লিডারের ভোট জেতার মুরোদ নেই তাকে কে

এরপর দশের পাতায়

চিনের নজর মালদার আম বাগানে

আম গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্লাইউড। - সংবাদচিত্র

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যেই এবার চিনের নজরে মালদার আমবাগান। মালদার আমকাঠের তৈরি প্লাইউড ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে চিনে। বাড়ছে চাহিদাও। আর তাই কিছুটা ঘুরপথে অর্থাৎ দিল্লি, মুম্বাই হয়ে মালদার তৈরি প্লাইউড পাড়ি দিচ্ছে চিনে। আর এই সূত্রেই বিপুল পরিমাণ ব্যবসার সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে জেলার মালদা জেলার আম বাগানকে কেন্দ্র করে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত আর্থিক বছরে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক পার্টনার হিসাবে উঠে এসেছে চিন। যা আগে ছিল আমেরিকার দখলে। জিটিআরআই-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে চিন ও ভারতের মধ্যে ১১৮.৮ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। তুলনায় সামান্য পিছিয়ে আমেরিকা। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য হয়েছে ১১৮.৩ বিলিয়ন ডলার। আর এরই মধ্যে কিছুটা হলেও জায়গা করে নিচ্ছে মালদা। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের জেলা সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডুর সাফ কথা, গত বছর ১০০ কোটি টাকারও বেশি আমগাছের তৈরি প্লাইউড চিনে রপ্তানি হয়েছে। তাই মালদার আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠেছে বহু প্লাইউডের কারখানা।'

রপ্তানিকারকদের দাবি, আমগাছ থেকে যে প্লাইউড তৈরি হয়, তা পৃথিবীর কোনও গাছ থেকেই তৈরি হয় না। এমন উৎকৃষ্ট মানের প্লাইউড নজর কেড়েছে চিনের। যা থেকে তৈরি হয় নানা ধরনের আসবাবপত্র। আমগাছের কাঠ থেকে তৈরি প্লাইউড টেকসইও বেশি। প্লাইউড ব্যবসায়ী দুলাল সরকার বলেন, 'মালদা সহ রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, বুনিয়াদপুরে এরকম প্রায় ১৫০টি কারখানা আছে। চিনে এই প্লাইউডের অনেক বড় বাজার আছে। শুধু চিনেই নয়, দিল্লি, মুম্বাই হয়ে পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকাতেও। মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে বছরে ১০০ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা হয়।'

যদিও দুলালবাবুর দাবি, 'এই জন্য আমের ফলনের কোনও ক্ষতি হয় না। যে গাছে ফলন কমে গিয়েছে, তা কেটে প্লাইউড তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও একটা গাছ কাটা হলে তিনটা গাছ লাগানো হচ্ছে।'

কিন্তু চিনে মালদার আম গাছের প্লাইউডের চাহিদা কেন? কেনই বা এক্সপোর্ট করার উদ্যোগ ক্রমশ বাড়ছে? এর কারণ, আমগাছ থেকে যে প্লাইউড তৈরি হয়, তা সহজেই যেমন খুশি আকৃতি দেওয়া সম্ভব। আবার শক্তপোক্তও। তাই এই প্লাইউড দিয়ে বিভিন্ন রকমারি আসবাব যেমন বানানো যায়, তেমনই কাজে লাগে নতুন প্রযুক্তির বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতেও। খুব পাতলা মসৃণ প্লাইউড হিসাবে মালয়েশিয়ার প্লাই বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এই প্লাই সেই সব কাজে লাগে না। অন্যদিকে, অন্য গাছ থেকে বিশেষ করে ইউক্যালিপ্টাস থেকে যে প্লাই তৈরি হয় তাও আবার যেমন খুশি আকৃতি দেওয়া যায় না, কারণ সেই প্লাই বাঁকানো মোড়ানো সম্ভব নয়। অথবা আমগাছের প্লাইউড দিয়ে সদৃশ্য আরামদায়ক চেয়ার, সোফা, সব কিছুই করা সম্ভব।

পরিবেশবিদদের দাবি, এরফলে মালদা জেলার প্লাইউড ব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও আখেরে ক্ষতির মুখে পড়ছে মালদার আমশিল্প।

> মালদা সহ রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, বুনিয়াদপুরে এরকম প্রায় ১৫০টি কারখানা আছে। চিনে এই প্লাইউডের অনেক বড় বাজার আছে। শুধু চিনেই নয়, দিল্লি-মুম্বই হয়ে পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকাতেও। মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে বছরে ১০০ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা হয়।
>
> **দুলাল সরকার**, প্লাইউড ব্যবসায়ী

মেয়েদের খেলার আগ্রহ ঠেকাতে বিয়ের হিড়িক

দীপঙ্কর মিত্র

১৬ ডিসেম্বর : মালঞ্চা গ্রামের ১৮ বছরের লক্ষ্মী বর্মন এ' বছর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তি হয়েছে। সদ্য তারুণ্য ছোঁয়া মেয়েটি একজন ভলিবল খেলোয়াড়। বছর খানেক আগে বাবা-মা বিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগে। বেঁকে বসে লক্ষ্মী। জানিয়ে দেয়, ওর জীবনের লক্ষ্য ভালো ভলিবল খেলোয়াড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কোনওভাবেই বিয়ে করবে না।

খবর কানে যায় জেলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে। সংগঠনের সদস্যরা লক্ষ্মীর বাড়িতে পৌঁছে বাবা-মাকে বোঝালে তাঁরা বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হন। সে এখন পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত ভলিবল প্র্যাকটিশ করে। এরকম অনেক লক্ষ্মী রায়গঞ্জ মহকুমায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের মাঠমুখী করতে বিভিন্ন ক্লাব কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে তারা তৈরি করছে ফুটবল ও ভলিবল টিম।

এহেন উদ্যোগে বাবা-মায়েদের একাংশ বেশ আশঙ্কায় আছেন। কারণ, বিয়ে না করে তারা খেলোয়াড় হওয়ার জেদ ধরে বসে। তাই মেয়েদের ১৮ হতে না হতেই তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলের ফুটবল ও ভলিবল টিমগুলিকে টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

রবিবার জেলা ভলি ও বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আন্তঃক্লাব (মহিলা ও পুরুষ) ভলিবল টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে আক্ষেপের সুরে এমনটাই জানান ভলিবলের সংগঠকেরা। বাঘন সন্ধান স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তন্ময় দে-র কথায়, '২০১৭ থেকে আমরা ছেলে ও মেয়েদের ফ্রি ভলিবল কোচিং করাচ্ছি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে কোচিং ক্যাম্পে মেয়েদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। অভিভাবকেরা ১৮ হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।' একই অভিযোগ অরূপ ঘোষেরও। বলেন, 'অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওদের মধ্যে অনেকেই ভালো খেলোয়াড় হওয়ার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে।'

মালঞ্চা হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা বর্মন, নীলা বর্মন ভলিবল খেলত। কিন্তু তাদের বাবা ও মা বিয়ে দিয়ে দেয়। প্রিয়াঙ্কার বাবা রতন বর্মন জানান, 'ভালো ছেলে পেলাম, তাই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। মেয়ে চাকরি করলে পরে বিয়ে দিতাম।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে যায় নীলা বর্মনের। স্কুলের হয়ে ভালো ভলিবল খেলত। বোন লক্ষ্মীও ভালো ভলিবল খেলে। এখন বাড়ি থেকে আর খেলতে দিতে নারাজ। বাবা ধনেশ্বর বর্মন জানান, 'খেলাধুলা করলে যদি চাকরি পেত তাহলে চিন্তা করতাম না। চাকরি তো হচ্ছে না, তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে দিতে হচ্ছে।'

মালঞ্চা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয়কুমার রায় জানান, 'প্রতিবার মেয়েদের ভলিবল টিম তৈরি করতে হয়। কারণ, ১৬ হতে না হতেই তাদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাবা- মা'দের বুঝিয়েও লাভ হচ্ছে না। অথচ তারা ভালো খেলে।'

> খেলাধুলো করলে যদি চাকরি পেত তাহলে চিন্তা করতাম না। চাকরি তো হচ্ছে না, তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে দিতে হচ্ছে।
>
> **ধনেশ্বর বর্মন**, বাবা

আঙুল খোয়ানো পরীক্ষার্থীর চিকিৎসার ব্যবস্থা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জে প্লাইউড মিলে কাজ করার সময় করাতে তিনটি আঙুল কাটা পড়ে শেরগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সঞ্জয় দেবশর্মার (১৬)। গত রবিবার তাকে কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তার অবস্থার কোনও উন্নতি না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে ডান হাতের তিনটি আঙুল বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সঞ্জয়ের। বিষয়টি জানতে পেরেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্যরা তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্যদের উদ্যোগে সোমবার কালিয়াগঞ্জ থেকে রায়গঞ্জে নিয়ে আসা হয় সঞ্জয়কে। রায়গঞ্জে এক চিকিৎসকের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সঞ্জয়ের সঙ্গে ছিলেন মাধ্যমিক কনভেনার বিকাশচন্দ্র দাস, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জয়েন কনভেনার প্রসূনকুমার দত্ত এবং ডিস্ট্রিক্ট মনিটারিং টিমের সদস্য গৌতম দত্ত।

সঞ্জয় জানায়, 'পরিবারের অন্ন জোগাতে মিলে কাজ করতে হয়। কাজ করতে গিয়ে আঙুলগুলো মেশিনে কাটা পড়েছে। পরীক্ষা কীভাবে দেব বুঝতে পারছি না। তাই স্যররা আজ রায়গঞ্জে নিয়ে এসেছেন। আমি পড়াশোনা করতে চাই।'

বিকাশবাবু জানান, 'গতকাল রাতে আমরা সঞ্জয়ের খবর পেয়েছি। সে কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি ছিল। গতকাল আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়েছিলেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ রয়েছে, কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যদি সমস্যায় পড়ে তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করতে হবে। সঞ্জয়কে রায়গঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে। সে যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয় তার চেষ্টা করছি। যদি দেখা যায় ফেব্রুয়ারির মধ্যে ও সুস্থ হয়নি, তবে রাইটারের ব্যবস্থা করা হবে। ওর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।'

উচ্চমাধ্যমিকের জয়েন কনভেনার প্রসূনকুমার দত্ত জানান, 'চিকিৎসক দেখলেন। ওষুধপত্র দিয়েছেন। চারদিন পর আবার দেখবেন তিনি। যদি আঙুল জোড়া লেগে যায় তাহলে অপারেশন করতে হবে না। তা না হলে অপারেশন করবেন।'

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB/BLOCK/EO/15/MATIALI/2024-25.
Last date of online bid submission : 27-12-2024 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Matiali Panchayat Samity

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 4194, Dated- 16-12-2024 NIT NO-11(BDO)/2024-25. Last date of Bid Submission are 30-12-2024 intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block

আজ টিভিতে

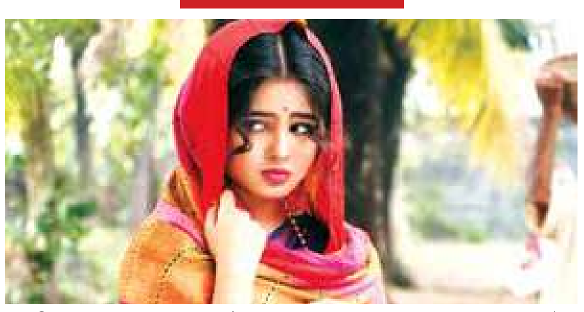

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দেবদাস, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.৩০ ছোট বউ, রাত ১০.৩০ নবাব
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ জীবন যুদ্ধ, ২.০০ চৌধুরি পরিবার, বিকেল ৫.০০ সৎ মা, রাত ৯.৩০ লোফার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.১০ গোত্র, সন্ধে ৭.০০ জামাই ৪২০, রাত ৯.৫০ রংবাজ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ব্যবধান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলেতে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমার ভুবন
জি সিনেমা : দুপুর ১২.১২ কুগল কুট্টাপ্পা, ২.৩৮ গুমনাম, বিকেল ৫.০৯ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৫৫ স্কান্ডা, রাত ১১.১৭ তিস মার খান
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৮ এতরাজ, বিকেল ৪.১৬ আই, সন্ধে ৭.৩০ দ্য রিয়াল টেভর, রাত ১০.১৯ শিবম
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৮ অ্যাঞ্জেল হ্যাজ ফলেন, ২.৩৫ ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস, বিকেল ৪.২৫ জন উইক-চ্যাপ্টার টু, সন্ধে ৬.২০ দ্য ডার্ক নাইট, রাত ৯.০০ ২০১২, ১১.৪১ আনচার্টেড
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.২৫ স্পিড, বিকেল ৩.১৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ৫.৩০ দ্য ওয়েডিং গেস্ট, সন্ধে ৭.০০ সাংহাই নুন, রাত ৮.৪৫ আইস এজ-দ্য কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১১.১০ গডস অফ ইজিপ্ট।

নবাব রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আই বিকেল ৪.১৬ **অ্যান্ড পিকচার্স**

গডস অফ ইজিপ্ট, রাত ১১.১০ **মুভিজ নাউ**

চিতা, আ হান্টার টার্নড প্রে দুপুর ১.৪১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেটে**

প্রচণ্ড ঠান্ডায় রাস্তায় আশ্রয়। সোমবার ইংরেজবাজারে ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

কুমারগঞ্জ সীমান্তে জঙ্গলে আগুনে রহস্য

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতীয় ভূখণ্ডের জঙ্গলে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। এই আগুন কেন এবং কীভাবে সেই আগুন লাগল, তা কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি। তবে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগা জঙ্গলে আগুনের ঘটনায় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ, বিএসএফ ও সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। যদিও লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে আগুন লাগায় কোনও প্রাণহানি হয়নি বা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। শুধুমাত্র প্রায় ২০০ মিটার এলাকাজুড়ে জঙ্গলের কিছু গাছপালা পুড়ে গিয়েছে।

সোমবার দুপুর নাগাদ এই ঘটনায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দাউদপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ এই আগুন দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিভে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দাউদপুরে ভারতীয় ভূখণ্ডে বিভিন্ন গাছপালা নিয়ে একটি জঙ্গলের মতো রয়েছে। সোমবার দুপুরে আগুন লাগে। যা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি প্রথম নজরে আসে সীমান্ত পাহারার কাজে নিয়োজিত বিএসএফের জওয়ানদের। তাঁরা দ্রুত বিষয়টি কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ এবং বালুরঘাট দমকল কেন্দ্রে জানান। আগুনের খবর পেয়ে কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার সহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাশাপাশি বালুরঘাট থেকে প্রথমে দমকলের একটি ছোট ইঞ্জিন এসে পৌঁছায়। কিন্তু আশেপাশে কোথাও পুকুর বা জলাশয় না থাকায় দীর্ঘক্ষণ দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে পারেননি। পরে বালুরঘাট থেকে জলভর্তি দমকলের আরেকটি বড় ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা চালানোর পর সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ প্রায় ২০০ মিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই আগুনকে নেভাতে সক্ষম হয়। বিএসএফ ও পুলিশ এই কাজে দমকলকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে।

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে।' কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসের আশ্বাস, 'কেন আগুন লাগল সে বিষয়টি জানার চেষ্টা হচ্ছে। আগামীতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে ব্লক কৃষি দপ্তরকে বলা হবে। এলাকার মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কর্মসূচি নেওয়া হবে।'

নগ্ন ছবি ভাইরাল হতেই ফাঁসে মৃত্যু কিশোরীর

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : ১৪ বছর বয়সি নাবালিকার নগ্ন ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার পাশাপাশি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মূল অভিযুক্তের দাদা ও মাকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের সোমবার রায়গঞ্জ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজকোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, এক বছর আগে একই গ্রামের বাসিন্দা এক তরুণের সঙ্গে ওই নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্প্রতি ওই কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাকে গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট খাওয়ায় প্রেমিক। এতে প্রচণ্ড রক্তপাত হতে শুরু করে ওই কিশোরীর।

প্রেমিকের মা ও দাদা গ্রেপ্তার

পরিবারের লোকজন তাকে এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যান। এরপর মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা গোটা ঘটনাটি জানতে পারেন। গত ১৭ জুলাই অভিযুক্ত তরুণের বাড়িতে গিয়ে তার অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন কিশোরীর মা-বাবা। সবার সামনে নিজেদের প্রেমের সম্পর্ক নাকচ করে দেয় অভিযুক্ত তরুণ। এখানেই শেষ নয়, এরপর সে তাদের অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয় বলে অভিযোগ।

সেই অপমানে ১৮ জুলাই বাড়ির উঠোনে থাকা পেয়ারা গাছে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই কিশোরী। কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে ওই নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত কিশোরীর বাবা অভিযুক্ত তরুণ সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্তের মা ও দাদাকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

৫ দিন পর গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : দিনপাঁচেক নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পরিত্যক্ত দোকানঘর থেকে উদ্ধার হল এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। সোমবার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, চলতি মাসের ১১ তারিখ থেকে নিখোঁজ থাকলেও হয়তো দিনদুয়েক আগে গলায় ফাঁস দিয়েছেন তিনি। কারণ, দেহে তেমন পচন ধরেনি। যদিও কী কারণে আত্মঘাতী হল ওই গৃহবধূ তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। মৃতার নাম টুসি রায় (৪২)। বাড়ি বালুরঘাট শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কালাচাঁদ কলোনিতে। ওই মহিলা গত বুধবারে বাড়ি থেকে বের হন। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন স্বামী দীপঙ্কর রায়।

খোঁজ মিলল নাবালিকার

কুমারগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : প্রায় দেড়মাস আগে নিরুদ্দেশ হওয়া একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে উদ্ধার করল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। গত ১ নভেম্বর কুমারগঞ্জের একটি গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা। পরিবারের লোকজন কোথাও খুঁজে না পেয়ে কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রায় ৪৫ দিন পর রবিবার রাতে কুমারগঞ্জেরই একটি এলাকা থেকে নাবালিকা ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় পল্টু হালদার নামে এক তরুণকে বুনিয়াদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার জানিয়েছেন, 'উদ্ধার হওয়া ওই নাবালিকা ছাত্রীকে বালুরঘাট সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে। ধৃত তরুণকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হয়েছে।'

মদ বিক্রেতা ধৃত

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : মোটরবাইকে করে মদ ডেলিভারি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক বিক্রেতা। ধৃতের নাম স্বাধীন বর্মন। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব উকিলপাড়ায়। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ২ হাজার টাকার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা রুজু করেছে। স্বাধীন বর্মনকে সোমবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

পুলিশের জালে

বৈষ্ণবনগর, ১৬ ডিসেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে পুলিশ তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম মিরাজুল মিয়াঁ। বাড়ি কালীনগরে। ৯ ডিসেম্বর গৃহবধূ জ্যোৎস্না খাতুন বৈষ্ণবনগর থানায় তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর পুলিশ গ্রেপ্তার করে মিরাজুল মিয়াঁকে।

e-TENDER
E-Tender is hereby invited from the eligible contractors as specified in the details N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2024-25, Dt. 11/12/2024 (Sl No: 01 & 02). For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my client Sri Ashok Agarwal, S/O. Sri Jagdish Prasad Agarwal, resident of Siliguri is interested to purchase three plots (part) of land measuring about 117.7 Decimals or about 70 (seventy) Kathas, comprised in R.S. Khatian Nos. 167/20 and 171, appertaining to R.S. Plot Nos. 474 (35 decimals), 476 (65 Decimals) and 477 (17.7 Decimals), Sheet No. 03 (three), situated at Gate Bazar, P/S. Bhorer Alo, Mouza- Mantadari, District- Jalpaiguri. Any person having any right, title, interest, claim or demand of any nature, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at Tarachand Sadan, 2nd Mile, Sevoke Road, District- Jalpaiguri within 14 (fourteen) days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be completed, without any further reference to such claims and the claims if any, shall be deemed to have been given up or waived.
(CHANDER BHAN)
Advocate, Siliguri,(M)7908618050

UPCOMING
TECHNO INDIA GROUP PUBLIC SCHOOL
GANGARAMPUR
REQUIRES THE FOLLOWING
PRINCIPAL
As per CBSE norms 10-15 years as Principal / Vice-Principal in reputed schools (CBSE perferably)
Office Assistant cum Admission Counselor
Graduate in any discipline preferably in English. Proficiency in MS Office. Should have good communication skill.
TGT/PRT/PPRT TEACHERS
Qualification & Experience :
All Subjects, PG / Graduation, B.Ed. / D.El.ED/ Montessori trained with 3-4 years of experience.
Outstanding subject teachers will be rewarded with dignifiled position & attractive emoluments and perks
Send Your CV
Rabindrapally, (Behind Susparsha Hospital), Gangarampur, Dakshin Dinajpur, Pin-733124 (W.B.)
tigps.gangarampur@gmail.com
9144400108 www.tigps.in

বিক্রয়
শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে ৩ রুমের নতুন ফ্ল্যাট গ্যারাজ সহ বিক্রয় হবে। 9531563023/ 9800862425. (C/114208)

কর্মখালি
নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M : 8240311982. (K)
•
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M : 9647610774. (C/113948)
•
শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য শিক্ষিত কর্মঠ স্থানীয় যুবক চাই। M : 9641618231. (C/113949)
•
শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারের কাজের জন্য মহিলা ও কার ড্রাইভার চাই। থাকতে হবে। (M) 9434019915. (C/113950)
•
মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন- 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/113950)

Tender Notice
Inviting the Tender of Bonafied contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT No 04/GGP/2024-25, Date- 16/12/2024 Ref Memo No- 143/ GGP/2024-25 Date- 13/12/2024. for farthar Details please contact office of the undersigned.
Sd/-
Pradhan, Gourhand GP
Chanchal-II, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচী

পরিচালনগত কারণে, প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে নিম্নলিখিত কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলির থামার সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সূচী নিম্নরূপ :—

ট্রেন নং ও নাম	সংশোধিত সময়সূচী	
	পৌঁ.	ছা.
০৩০২১ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০২২ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৩ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০২৪ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৫ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	২৩.১০ ঘ.	২৩.১৫ ঘ.
০৩০২৬ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৯ হাওড়া-টুন্ডলা জংশন স্পেশাল	১১.১০ ঘ.	১১.১৫ ঘ.
০৩০৩০ টুন্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩১ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩২ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩৩ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩৪ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.৩০ ঘ.	১০.৩৫ ঘ.

অন্যান্য সকল নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগে ওঁরা ছিলেন ঘৃণার পাত্র

এখন নিমন্ত্রণ পান বর্জ্য সংগ্রহকারীরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে চলছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। মহিলাদের উদ্যোগেই এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই প্রকল্প চালাচ্ছেন। তবে মহিলাদের আক্ষেপ, এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য একসময় কোনও বিয়েবাড়িতে তাঁরা নিমন্ত্রণ পেতেন না। তাঁদের সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। জল পর্যন্ত কেউ দিতেন না। যদিও সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই। এখন একদিন ভ্যান না নিয়ে গেলে ফোন আসে। নিমন্ত্রণও পান। গ্রামবাসীরা যে এতদিনে তাঁদের উপযোগিতার কথা বুঝতে পেরেছেন, এতেই আনন্দিত তাঁরা।

কমলাবাড়ি অঞ্চলের ছত্রপুরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে কঠিন বর্জ্য পদার্থের প্রকল্প। ১৩ জন মহিলা সেখানে কাজ করেন। পাঁচটি ব্যাটারিচালিত ভ্যান নিয়ে ১০ জন মহিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান। পচনশীল ও অপচনশীল সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন সেই প্রকল্পে। পচনশীল সামগ্রী দিয়ে সেখানে তাঁরা তৈরি করেন কেঁচো সার। সেই সার বিক্রি করেই হাজার হাজার টাকা আয় করছেন তাঁরা। অন্যদিকে, সেখানে তৈরি হচ্ছে গোবর গ্যাস। সেই গ্যাস পাইপলাইন দিয়ে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এখানেই গড়ে উঠবে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। এরই মধ্যে তার পরিকাঠামোও গড়ে উঠেছে।

প্রকল্পের সুপারভাইজার মাফুজা খাতুনের কথায়, 'আমরা যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন মানুষ ঘৃণার চোখে আমাদের দেখত। বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতাম না। কেউ জল দিত না। কিন্তু এখন একদিন কারও বাড়িতে না গেলেই পরদিন ফোন আসছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে গোষ্ঠীর মহিলারা এসে এখানে ট্রেনিং নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ অবশেষে আমাদের কাজ এবং তার উপকারিতা বুঝতে পারছে। আমরা খুশি।'

কমলাবাড়ি অঞ্চলে ১০৩০টি বাড়ি থেকে প্রতিদিন মহিলারা পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য নিয়ে আসেন। এজন্য প্রতি বাড়ি থেকে তাঁরা মাসে ৫০ টাকা করে নেন। গোষ্ঠীর মহিলাদের দাবি, বর্জ্য সংগ্রহের কর ১০০ টাকা করলেও কেউ আপত্তি করবে না। প্রতি মাসে তাঁরা সাড়ে ছ'হাজার টাকা করে বেতন পান। বেতনের টাকাটা কেঁচো সার বিক্রি করেই আসে।

গোষ্ঠীর সদস্যা করুণা ঘোষ, চম্পা বর্মন, চায়না বর্মন, কৃষ্ণা বর্মনরা কাজ করে খুশি। চম্পা জানান, 'আগে কেউ আমাদের বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ করত না। কিন্তু এখন আমাদের অন্য চোখে দেখে।' চায়নার কথায়, 'এখন সবাই ভালো পরিষেবা পায় বলে একদিন না গেলেই ফোন চলে আসে। ঘৃণার চোখে দেখে না।'

বোগ্রামের বাসিন্দা মাধব দাস জানান, 'গোষ্ঠীর মহিলারা নিয়মিত বাড়িতে এসে বর্জ্য পদার্থ নিয়ে যান। তাঁরা আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখছেন। তাঁদের ঘৃণা করব কেন?' একই বক্তব্য ওই গ্রামের বৃন্দাবন ঘোষেরও।

রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মন জানাচ্ছেন, 'কমলাবাড়ির মহিলারা সত্যিই খুব ভালো কাজ করছেন।'

> আমরা যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন মানুষ ঘৃণার চোখে আমাদের দেখত। বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতাম না। কেউ জল দিত না। কিন্তু এখন একদিন কারও বাড়িতে না গেলেই পরদিন ফোন আসছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে গোষ্ঠীর মহিলারা এসে এখানে ট্রেনিং নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ অবশেষে আমাদের কাজ এবং তার উপকারিতা বুঝতে পারছে। আমরা খুশি।
>
> **মাফুজা খাতুন**, সুপারভাইজার

> আগে কেউ আমাদের বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ করত না। কিন্তু এখন আমাদের অন্য চোখে দেখে।
>
> **চম্পা বর্মন,** গোষ্ঠীর সদস্য

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিশেষ কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** পুরোনো বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **মিথুন :** ব্যবসায় জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ক্রীড়া ও সংগীত জগতের মানুষরা ভালো সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** সাফল্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। **সিংহ :** বিদেশে যাওয়ায় বাধা কাটবে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে আজ বেশ আনন্দে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **তুলা :** সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় মন্দাভাব চলবে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে বেশ জটিলতা থাকবে। **ধনু :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবার সমর্থন পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মকর :** শিক্ষার অগ্রগতি হবে। নতুন চাকরিতে যাওয়ার সুযোগ এলেই হাতছাড়া করবেন না। **কুম্ভ :** জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মীন :** অন্যের পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাতে যাবে না। একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ১ পুহ, সংবৎ ২ পৌষ বদি, ১৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।২৭ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৩।৫। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।৫৩। গরকরণ দিবা ১২।২৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।১৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।৪ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।৫ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১২।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।২৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৩৬ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩২ গতে ৮।১২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৫ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুতিতে ধৃত দোকান মালিক

গোরুর ওষুধে নেশার কারবার

মিঠুন হালদার

মুর্শিদাবাদ, ১৬ ডিসেম্বর : গবাদিপশুর অ্যান্টি ব্যাকটিরিয়াল চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয় ওষুধটি। আর সেটাই বেআইনিভাবে বাজারে বেশি দামে বিক্রি করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদের সুতি থানার পুলিশ। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, সুতি থানার নেতাজি মোড় এলাকা থেকে সুজিত ঘোষ নামে এক ফার্মেসি মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হয়েছে ১১১ টি 'এভেলিন ভেট' ওষুধ।

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথমবার বেআইনিভাবে ওই ওষুধ বিক্রির অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স' আইনে মামলা রুজু করে সোমবার তাঁকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ফার্মেসি মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন ধরনের এক মাদকচক্রের হদিস পেয়েছে পুলিশ, যা এর আগে জানা যায়নি। সুতি থানার এক আধিকারিকের কথায়, 'এভেলিন ভেট ওষুধটি মূলত গোরু-ঘোড়া সহ বিভিন্ন প্রাণীর চিকিৎসার জন্য কাজে লাগানো হয়। ওই ওষুধ চিকিৎসকরা কখনই মানুষের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেন না।'

চিকিৎসকদের বক্তব্য, ওই ওষুধটি মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে একটি ঝিমুনি ভাব তৈরি করে। খোলাবাজারে ওষুধটির দাম ৩০ টাকার আশেপাশে। কিন্তু ওষুধের 'মাদক প্রভাব' থাকার জন্য গত বেশ কয়েক মাস ধরে সুতি এবং আশেপাশের বেশ কিছু এলাকার তরুণরা হেরোইন এবং একটি বিশেষ ধরনের কাফ সিরাপের নেশা ছেড়ে ওই 'এভেলিন ভেট' ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, 'মাদক' হিসেবে ওই ওষুধের চাহিদা সম্প্রতি প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ার কারণে ৩০ টাকা দামের ওষুধ ১৫০-২০০ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে। যার সুযোগ নিয়ে একাধিক ওষুধ বিক্রেতা ওই ওষুধের কালোবাজারি শুরু করেছেন। সম্প্রতি একটি মামলার তদন্তে একটি বাড়িতে যাওয়ার পর সেখানে 'এভেলিন ভেট'-এর বেশ কিছু ফাঁকা বোতল পাওয়া যায়। এরপর তদন্তে জানা যায় এই ওষুধটি বর্তমানে মাদক হিসেবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি ওষুধের শিশি থেকে দু'বার সিরিঞ্জের মাধ্যমে ইনজেকশন নেওয়া যায়। যার প্রভাব হয় দীর্ঘস্থায়ী। অন্যদিকে, অপর একটি ঘটনায় রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুতি থানার ইসলামপুর বাগান এলাকা থেকে দুলাল হোসেন নামে এক তরুণকে ১০৮ বোতল কাশির সিরাপ সহ গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তি ওই সিরাপ বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।

মাদক-কথা

- এভেলিন ভেট ওষুধটি মূলত গোরু-ঘোড়া সহ বিভিন্ন প্রাণীর চিকিৎসার জন্য কাজে লাগানো হয়।
- চিকিৎসকদের বক্তব্য, ওই ওষুধটি মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে একটি ঝিমুনি ভাব তৈরি করে।
- খোলাবাজারে ওষুধটির দাম ৩০ টাকার আশেপাশে। কিন্তু ওষুধের 'মাদক প্রভাব' থাকার জন্য গত বেশ কয়েক মাস ধরে সুতি এবং আশেপাশের বেশ কিছু এলাকার তরুণরা ওই ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করাচ্ছে।
- মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথমবার বেআইনিভাবে ওই ওষুধ বিক্রির অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তার করা হল।

বোল্লায় সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি। সোমবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

তুলাইপাঞ্জির সফল চাষ গাজোলে

উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় তুলাইপাঞ্জির কদর রয়েছে। এবার মোহিনীগঞ্জকে টেক্কা দিতে প্রস্তুত গাজোল। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ২৫ বিঘা জমিতে চাষ হচ্ছে তুলাইপাঞ্জি ধান। এই ধান কেনার জন্য রায়গঞ্জের ব্যবসায়ীরা যোগাযোগ শুরু করেছেন।

গৌতম দাস

গাজোল, ১৬ ডিসেম্বর : তুলাইপাঞ্জি চালের কথা উঠলেই উত্তর দিনাজপুরের মোহিনীগঞ্জের নামই চোখের সামনে ভেসে উঠে। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় তুলাইপাঞ্জির কদর রয়েছে। এবার মোহিনীগঞ্জকে টেক্কা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে গাজোলও। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে গাজোলের ২৫ বিঘা জমিতে চাষ হচ্ছে তুলাইপাঞ্জি ধান। কৃষকদের দাবি, ধানের বীজতলা তৈরি থেকে শুরু করে ধান কাটার মরশুমে তুলাইপাঞ্জি ধানের গন্ধে ম-ম করছে গোটা এলাকা। ইতিমধ্যে রায়গঞ্জের ব্যবসায়ীরা এই ধান কেনার জন্য চাষিদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। তুলাইপাঞ্জির এই সাফল্যে খুশি কৃষি দপ্তর। আগামী বছর আরও অনেক বেশি পরিমাণ জমিতে তুলাইপাঞ্জি চাষ করা হবে বলে জানিয়েছেন ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা।

তুলাইপাঞ্জির জমিতে কৃষক। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষ।

এবার নিজের তিন বিঘা জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ করেছিলেন আলিনগরের কৃষক আমিরুল ইসলাম। তাঁর কথায়, 'ফলন বেশ ভালো হয়েছে। আশা করছি, অন্য ধানের থেকে লাভ কিছুটা বেশি হবে।'

কীভাবে চাষ করলেন? আমিরুলের উত্তর, 'সরকারের তরফে উন্নতমানের বীজ দেওয়া হয়েছিল। ফলে বীজতলা তৈরির সময় থেকেই তুলাইপাঞ্জি চালের মিষ্টি গন্ধ বের হতে শুরু করে। ধান পেকে যাওয়ার পর সেই গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এমনকি কাটার সময়ও তুলাইপাঞ্জি চালের গন্ধে গোটা এলাকা ভরে যায়। বাজার পেতে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। রায়গঞ্জ থেকে ব্যবসায়ীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। আগামী বছর আরও বেশি জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ করব।'

গাজোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মাসেদুল রাকিবের বক্তব্য, 'আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে এবার গাজোলে ২৫ বিঘা জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ করা হয়েছিল। বৈরগাছি -১ পঞ্চায়েতের আলিনগর, করকচ পঞ্চায়েতের বাচাহার এবং পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েতের রায়বাগ গ্রামের ২৫ জন কৃষক এই ধান চাষ করেছেন।'

তিনি আরও জানালেন, 'তুলাইপাঞ্জি চাষের জন্য কৃষি দপ্তরের তরফে কৃষকদের দেওয়া হয়েছিল বীজ, অনুখাদ্য সার এবং কিছু কীটনাশক। তবে এই ধান চাষে মূলত ব্যবহার করা হয় জৈব সার। কৃষকদের তুলাইপাঞ্জি ধান চাষে সফলতা এসেছে। আমরা আশা করছি, এই চালের গুণগতমান খুবই ভালো হবে।'

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : বাইকে চেপে দাদুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণের। এই ঘটনায় করণদিঘির রাঘবপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। রবিবার রাতে গুরুতর জখম ওই তরুণকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসলে শল্য বিভাগে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম অমরজিৎ মাহাতো (১৮)। সে মহারাজাহাট হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। বাড়ি আধিয়ার গ্রামে। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। মৃতের দাদা সরবন মাহাতো বলেন, 'দাদুর বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ ছিল আমাদের পরিবারের। কিন্তু সবাই কাজে ব্যস্ত থাকায় ভাই মোটরবাইক নিয়ে দাদুর বাড়িতে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।' বাবা রামচন্দ্র মাহাতো জানিয়েছেন, তিনি কলকাতায় একটি হোটেলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেন। গতকাল রাতে ছেলের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাস ধরে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। এদিন ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ তিনি বিলাসপুর স্ট্যান্ডে বাস থেকে নামতেই একদল দুষ্কৃতী তাঁকে মারধর করে টাকা, মোবাইল ছিনতাই করে নেয়।

সাইবার প্রতারণায় কৃষক হারালেন ৪৮ হাজার টাকা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : ভবিষ্যতের জন্য তিলে তিলে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন এক কৃষক। কিন্তু সাইবার প্রতারণায় সেই টাকা খুইয়ে সর্বস্বান্ত হলেন কৃষক দেওয়ান টুডু। দিনমজুরি করে জমানো মাত্র ৪৮ হাজার টাকাই ছিল শেষ বয়সের ভরসা।

সর্বস্বান্ত হয়ে দিশেহারা কৃষক এখন কখনও ব্যাংক, কখনও সাইবার ক্রাইম থানার দরজায় ঘুরছেন। গত মাসের শেষের দিকে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এখনও তাঁর খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার হয়নি। সোমবার ফের সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন তিনি। যেখানে ৭ দিন পর আসার কথা বলা হয়েছে তাঁকে।

নভেম্বর মাসে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় আজও দিশেহারা দেওয়ান টুডু। তাঁর কথায়, কয়েক দফায় অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। রামপাড়া চ্যাঁচড়া এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে তাঁর অ্যাকাউন্ট রয়েছে। মোট ছয় দফায় নভেম্বরের ৩ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত সেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উঠেছে। মূলত এইপিএসের মাধ্যমে টাকা তোলা হয়েছে। যেখানে মূলত আধার কার্ডের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত তুলতে পারেন গ্রাহক। এনিয়ে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আধার-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের আঙুলের ছাপ চুরি করেই প্রতারকচক্র এইপিএস-এর মাধ্যমে এই টাকা হাতিয়েছে। তবে এখনও কোনও অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা যায়নি।

দেওয়ান টুডু বলেন, 'আমার জীবনের সমস্ত কষ্টের টাকা ছিল ব্যাংকে। কিছুই বুঝতে পারছি না, টাকাটা কীভাবে ফিরবে?' এক গ্রামবাসীর কথায়, 'কৃষকের সঞ্চয় যারা লুট করে, তাদের দ্রুত শাস্তি দেওয়া উচিত। ব্যাংকের নিরাপত্তা আরও উন্নত করতে হবে।'

অন্যদিকে দাবি উঠেছে, ডিজিটাল অর্থনীতির দিকে দেশ এগোলেও সাইবার নিরাপত্তা জোরদার না হলে দেওয়ান টুডুর মতো সাধারণ মানুষের সঞ্চয় চুরি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। দেওয়ান টুডুর একটাই আর্জি, 'আমার টাকা ফেরত দিন। ওই সামান্য টাকার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।'

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনই সুরক্ষা ব্যবস্থায় ফাঁকফোকর থাকায় গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্যও চুরি হচ্ছে। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষকে আরও সচেতন করতে জোর দেওয়া দরকার বলে দাবি উঠেছে।

খোয়া গেল টাকা ও আসবাব

গভীর রাতে স্কুলে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের

মানিকচক, ১৬ ডিসেম্বর : রবিবার গভীর রাতে নাইটগার্ডকে আটকে রেখে একটি স্কুলে তাণ্ডব চালাল একদল দুষ্কৃতী। স্কুলের অফিসঘরের দরজা ও আলমারি ভেঙে নগদ টাকা সহ বেশকিছু জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। প্রমাণ লোপাট করতে চুরি করে সিসিটিভির হার্ডডিস্কও। সোমবার সাতসকালে এই ঘটনা চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার মানিকচকের জালালপুর এলাকায়। চুরির ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মানিকচক এনবি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক।

মানিকচক জালালপুর এলাকার মানিকচক এনবি হাই মাদ্রাসার ঘটনা। রবিবার ছিল স্কুল ছুটির দিন। রাতে স্কুলের পাহারায় ছিলেন নাইটগার্ড আইনুল হক। রবিবার রাতে স্কুলের বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেন নাইটগার্ড আইনুলবাবু। রাত একটা নাগাদ হঠাৎই একদল দুষ্কৃতী স্কুলের প্রাচীর টপকে স্কুল চত্বরে ঢুকে পড়ে। নাইটগার্ড আইনুল হকের বিবরণ অনুযায়ী, 'দুষ্কৃতীদের মুখ কালো মুখোশ দিয়ে ঢাকা ছিল।' প্রথমেই নাইটগার্ড আইনুলবাবুকে পাকড়াও করে তারা। চিৎকার করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় এবং স্কুলের একটি ক্লাসরুমে তাঁকে বন্ধ করে দেয়। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। মাদ্রাসার অফিসঘরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। আলমারি ভেঙে গচ্ছিত নগদ প্রায় ৪০ হাজার টাকা সহ বেশকিছু আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। এমনকি প্রমাণ লোপাট করতে চুরি করে সিসিটিভির হার্ডডিস্ক।

পরে নাইটগার্ড আইনুলবাবুর চিৎকারে এলাকার মানুষ তাঁকে বন্ধ একটি ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার করে। স্কুল থেকে কী কী খোয়া গেছে সেই বিষয়টি প্রধান শিক্ষক মমিনুল ইসলাম খতিয়ে দেখেন এবং মানিকচক থানায় চুরির ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। প্রধান শিক্ষক মমিনুল ইসলাম বলেন, 'এরকম ঘটনা এই প্রথম। লোকালয়ের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে এরকম চুরির ঘটনায় আমরা অবাক। হার্ডডিস্ক চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় সিসিটিভি ক্যামেরার কোনও ফুটেজ আমরা পাইনি।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শীতসকাল।। রাজগঞ্জের পানিকৌরিতে বর্ষা রায়ের ক্যামেরায়।

গাঁজা পাচারে ধৃত মহিলা

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : নাকা চেকিংয়ে ২২ কেজি গাঁজা সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির চালক ও খালাসিকেও। পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের সোমবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গতকাল রাতে ইংরেজবাজারের বাধাপুকুর এলাকায় নাকা চেকিং চলছিল। সেই সময় একটি গাড়ি আটকে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ২২ কেজি ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। গ্রেপ্তার করা হয় এক মহিলা সহ তিনজনকে। ধৃতদের নাম দীপালি সাহা (৩২), রঞ্জন দাস (৪৮) ও উত্তমকুমার দাস (২৪)। দীপালির বাড়ি নদিয়া জেলার হাঁসখালির কলেজপাড়ায়। রঞ্জন ও উত্তম যথাক্রমে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি এলাকার বাসিন্দা।

রায়গঞ্জে এইমস চেয়ে লোকসভায় সোচ্চার সাংসদ কার্তিক

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জে এইমস তৈরির বিষয়ে লোকসভায় সরব হলেন সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। সোমবার লোকসভার অধিবেশনে দুপুর একটার পর তিনি রায়গঞ্জে নতুন এইমস তৈরির বিষয়টি উত্থাপন করেন। লোকসভায় তিনি বলেন, '২০০৮ সালে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি রায়গঞ্জের সাংসদ থাকাকালীন এইমসের অনুমোদন হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই এইমস নদিয়ার কল্যাণীতে স্থানান্তরিত হয়।' সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর এইমস প্রসঙ্গে তাঁর ভূমিকাও উল্লেখ করেন রায়গঞ্জের জনপ্রতিনিধি। সংসদে নিজের বক্তব্যে তিনি দাবি করেন, 'আমি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার কাছে রায়গঞ্জে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় এইমস তৈরির জন্য অনুরোধ করি। তার উত্তরে তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে দ্বিতীয় কোনও এইমস তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব আসেনি। তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করি।'

প্রসঙ্গত, একমাস আগে গত ১৪ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে রায়গঞ্জে এইমস তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানোর অনুরোধ করেন কার্তিক। যদিও সেই চিঠির কোনও জবাব আজ পর্যন্ত আসেনি বলে সূত্রের খবর। রায়গঞ্জে এইমস স্থাপন হলে কোন কোন এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন সেই বিষয়টিও এদিন লোকসভায় তুলে ধরেন কার্তিক। লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, 'রায়গঞ্জে এইমস তৈরি হলে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ নয়, পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যও উপকৃত হবে।'

অবশ্য বিরোধীরা বিজেপিকে এই ইস্যুতে কটাক্ষ করেছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা বলেন, 'কথায় আছে, বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়। এর আগেও তো অনেকে অনেকবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে রায়গঞ্জে এইমস তৈরির বিষয়ে সরব হয়েছিলেন। তাতে নিট ফল কী হয়েছে সেটা সকলেই জানেন।'

জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের কথায়, 'আমরা তো চাই যে রায়গঞ্জে এইমস তৈরি হয়ে প্রিয়দার স্বপ্ন পূরণ হোক। কিন্তু বিজেপি ও তৃণমূল একসঙ্গে রায়গঞ্জ থেকে এইমসকে সরিয়ে নিয়েছিল। যদি বর্তমান সাংসদ রায়গঞ্জে এইমস করাতে পারেন তাহলে বুঝব যে বিজেপির শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে।'

সোমবার দিল্লি থেকে সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল-এর বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভালো নয়। সেজন্য রায়গঞ্জে এইমস জরুরি। উত্তরপ্রদেশে দুই জায়গায় এইমস হাসপাতাল চালু হয়েছে। বিহারে পাটনার পাশাপাশি দ্বারভাঙ্গায় এইমস নির্মাণের কাজ চলছে। রায়গঞ্জের জন্য এইমস হওয়ার ক্ষেত্রে আগেই কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়েছিল এবং প্রচুর মানুষ এর ফলে উপকৃত হবেন। সেজন্য রায়গঞ্জে এইমসের দাবি জানিয়েছি সংসদে।'

নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত

কালিয়াচক, ১৬ ডিসেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম পরিতোষ মণ্ডল (২৯)। তার বাড়ি কালিয়াচকের রামনগরে।

১২ ডিসেম্বর ইতি মণ্ডল নামে এক গৃহবধূ কালিয়াচক থানায় তাঁর স্বামী সহ পরিবারের লোকের বিরুদ্ধে নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এদিন ভোররাতে পরিতোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী জানান, 'বধূ নির্যাতনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে সোমবার দুপুরে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

আল-আমীন মিশন
খলতপুর, হাওড়া

আবাসিক/ অনাবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই

মিশনের বিভিন্ন শাখার জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, কম্পিউটার (বি.সি.এ./ এম.সি.এ.) ও শারীরশিক্ষা (বি.পি.এড.) বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই। ১০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিন অথবা ই-মেল করুন নীচের ঠিকানায়।

আল-আমীন মিশন
৫৩বিইলিয়ট রোড, কলকাতা ১৬
e-mail: alameen.mission24@gmail.com

টেস্টে গরহাজিরা চিন্তা বাড়াচ্ছে অধিকাংশ স্কুলে

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৬ ডিসেম্বর : মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলিতে ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। যেখানে ফাইনালের প্রস্তুতি তুঙ্গে থাকার, সেখানে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরীক্ষার্থীদের গরহাজির। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছরই এই পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার কথা সেখানে পরীক্ষার্থী তো বাড়ছেই না বরং নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই দিচ্ছে না পরীক্ষা। অধিকাংশ শিক্ষকদের মতে, ছাত্রীদের অনেকেরই নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, অনেক ছাত্র কাজের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যে। আবার সরকারি চাকরির সুযোগ না থাকায় আগ্রহ হারাচ্ছে পড়ুয়ারা।

বিভিন্ন স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, কোথাও ১০ শতাংশ, কোথাও ১৫ শতাংশ, কোথাও বা ২০-২২ শতাংশ পড়ুয়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকছে। জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, শহরের স্কুলগুলিতে উপস্থিতির হার ভালো থাকলেও গ্রামীণ স্কুলের ছবি যথেষ্ট উদ্বেগের। শিক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, ট্যাবের টাকা সহ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার পরেও অনেকে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। পরীক্ষাতেও বসছে না।

শিমুলতলা হাই মাদ্রাসায় ১০৮ জনের নাম নথিভুক্ত থাকলেও পরীক্ষা দিয়েছে ৬৭ জন। উচ্চমাধ্যমিকে ২২৮ জনের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ১৫৩ জন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোজাফফর আহমেদ বলেন, 'অনেক ছাত্রীরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলেদের অনেকে ভিনরাজ্যে কাজে চলে গিয়েছে বলে আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি। অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা যাতে সকলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষায় বসে, সেই চেষ্টা হচ্ছে।'

বৈষ্ণবনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মণিরুল ইসলাম বলেন, 'কেন পরীক্ষা দিতে আসছে না বুঝতে পারছি না। এত জনের পরীক্ষা না দেওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।' কুম্ভিরা হাইস্কুলেও ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পড়ুয়া টেস্ট দিতে আসেনি। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন বলেন, 'বেশকিছু পড়ুয়া পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে থেকেই স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছিল।'

অন্যদিকে চরসুজাপুর হাইস্কুলে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল তালুকদার।

বৈষ্ণবনগর হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় না বসা এক পড়ুয়ার বাবা সমর ঘোষ জানান, 'লেখাপড়া করে কোনও চাকরির আসা নেই বলে ছেলে আর পড়তে চাইছিল না। সে এখন ফেরি করে ভালো আয় করছে।' তিনি আরও জানান, 'ছেলে ট্যাবের টাকা পেয়েছে।'

পারদেওনাপুর হাই মাদ্রাসার মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় না বসা এক পড়ুয়ার মা সাফিনা বিবি বলেন, 'মেয়ের বয়স আঠারো হয়েছিল। সংসারে অভাব থাকায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ওর লেখাপড়ার খুবই ইচ্ছা। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে পড়তে দিলনা মেয়েটাকে।' এদিকে অভিভাবকদের এই ভাবনা চিন্তায় ফেলেছে শিক্ষকদের।

পরিসংখ্যানে শঙ্কা

পারদেওনাপুর হাই মাদ্রাসা

- মাধ্যমিকে নথিভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা (৪৭০) উপস্থিত ছিল (৪৪৩)
- উচ্চমাধ্যমিকে নথিভুক্তের সংখ্যা(৪৯৭) উপস্থিত ছিল (৪৬৪)

অবস্থা জেবিএস হাই মাদ্রাসা

- মাধ্যমিকে নথিভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা (৪১৫) উপস্থিত ছিল (৩৯৫)
- উচ্চমাধ্যমিকে নথিভুক্তের সংখ্যা (৩০৬) উপস্থিত ছিল (২৯৯)

বৈষ্ণবনগর হাইস্কুল

- মাধ্যমিকে নথিভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা (৩৩৩) উপস্থিত ছিল (২৯৫)
- উচ্চমাধ্যমিকে নথিভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা (৪২২) উপস্থিত ছিল (৩৮১)

"লেখাপড়া করে কোনও চাকরির আসা নেই বলে ছেলে আর পড়তে চাইছিল না। সে এখন ফেরি করে ভালো আয় করছে।

সমর ঘোষ, অভিভাবক

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন জয়পুর-এর এক বাসিন্দা

রাজস্থান, জয়পুর - এর একজন বাসিন্দা পুষ্পা দেবী জৈন - কে

19.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 21105 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি আকর্ষণীয় স্কিম রয়েছে, যা আমাদের বড় অঙ্কের খরচ না করিয়েই একজন কোটিপতি করে তোলে। ডিয়ার লটারি সম্পর্কে জানা সবার জন্য উপযুক্ত হবে, কারণ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে খুব সহজেই একজন কোটিপতি হতে পারি। এই রকম একটি চমৎকার সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত প্রশংসা জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শীতের সকালে জ্বালানি মাথায় ঘরের পথে। সোমবার মালদার বাইপাসে। স্বরূপ সাহার ক্যামেরায়।

কালিয়াচকে ধৃত বাবা-ছেলে

বাড়িতেই আগ্নেয়াস্ত্রের ভাণ্ডার

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৬ ডিসেম্বর : বাড়ির ভেতর বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্রের হদিস মিলল কালিয়াচকে। সোমবার ভোররাতে একটি অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ বাবা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম আজিম শেখ (২৯) ও দ্বিতীয়জনের নাম জাক্কার আলি (৪৭), তারা দুজনের সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। তাদের বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর পঞ্চায়েতের ব্রহ্মত্তর গ্রামে। তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একটি একটি ম্যাগাজিন ভর্তি সেভেন এমএম পিস্তল, তিনটি ওয়ান শুটার লোকাল তৈরি পিস্তল, তিনটি সাত এমএম কার্তুজ ও তিনটি আট এমএম কার্তুজ।

সূত্র মারফত কালিয়াচক থানার পুলিশ জানতে পারে, বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করে রেখেছে আজিম শেখ। এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই আজিম শেখ এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বলে

উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র। - সংবাদচিত্র

অভিযোগ। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ পৌঁছায় আজিম শেখের বাড়িতে। তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের ভাণ্ডার উদ্ধার হয়। তারপরেই বাবা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করে ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলার রুজু করা হয়।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, প্রাক্তন প্রধান আরিফ শেখের সঙ্গে আজিম ঘোরাঘুরি করত। সেই সময় থেকেই বিভিন্ন অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে আজিম। বর্তমানে ত্রাসে পরিণত হয়েছে সে। বিভিন্ন রকম বেআইনি কাজকর্ম সহ ব্রাউন সুগারের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত সে। মাঝেমধ্যেই তার কাছে অপরিচিত লোকজন যাতায়াত করে। তার কাছে জানতে চাওয়া হলে সে বলত, ব্যবসার ব্যাপারে বাইরের লোকজন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আসে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক প্রতিবেশী জানান, আজিম অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওর বাবা কতখানি যুক্ত ছিল, জানা নেই।'

মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের বক্তব্য, 'কালিয়াচকে বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্রের হদিস পাওয়া গিয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র সহ বাবা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, এর পেছনে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ বুনিয়াদপুরের ঠিকাদারদের

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৬ ডিসেম্বর : নির্ধারিত সময়ে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারলেন না ঠিকাদাররা। এনিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বংশীহারীর একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে।

জেলা অনগ্রসর উন্নয়ন দপ্তর ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল মেরামত, ইলেকট্রিফিকেশন ও রাস্তার কাজের জন্য গত ২৮ নভেম্বর অনলাইনে টেন্ডার আহ্বান করে। কিন্তু পরদিন থেকে অনলাইনে ওই কাজের জন্য দরপত্র দাখিল করতে পারছেন না ঠিকাদাররা। বিওকিউ লক থাকার জন্যই এমনটা হয়েছে বলে দাবি। এই সমস্যা নিয়ে ওই দপ্তরে যোগাযোগ করেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি ঠিকাদারদের। বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে এক ঠিকাদার সংস্থা।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার দেবৎপল সরকার জানিয়েছেন, 'বিষয়টি আমার নয়। এনিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা বলার বলবে।' জেলা অনগ্রসর দপ্তরের প্রকল্প অধিকর্তা সুজয় সাধুর বক্তব্য, 'অভিযোগ পেয়েছি। টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য এমনটা হয়েছে। জানা মাত্রই টেন্ডারটি বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসন এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।'

দেড় কোটির কাজে টেন্ডার বিতর্ক

প্রশাসনিক কর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, টেন্ডারটি প্রায় দেড় কোটি টাকার। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৪ ডিসেম্বর শনিবার। ১৫ দিন আগে দরপত্র অনলাইনে আপলোড করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। কিন্তু তার পরদিন থেকে ঠিকাদাররা দরপত্র জমা করতে পারেননি। এর আগেও এই স্কুলে কাজ করার জন্য টেন্ডার করেছিল ওই দপ্তর। সেখানে আলাদা আলাদা কাজের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ উল্লেখ ছিল। কোনও কারণে তা বাতিল হয়। দ্বিতীয়বার টেন্ডারে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ না থাকলেও জটিলতা পিছু ছাড়েনি। বিওকিউ লক থাকায় টেন্ডার প্রকাশের পরদিন থেকে সেই লক আর খোলা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন ঠিকাদাররা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাদার টেন্ডারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে বলেই বসলেন, 'নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টেন্ডার পাইয়ে দিতে এমনটা করা হয়েছে। টেন্ডারে স্বচ্ছতা না থাকলে আমরা কাজ করব কী করে?'

নাবালিকা নববধূকে 'খুন', আটক স্বামী

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৬ ডিসেম্বর : দাবিমতো পণের টাকা না মেলায় বিয়ের চার মাসের মাথায় নাবালিকা বধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয় রায়গঞ্জের বিন্দোল পঞ্চায়েতের আগাবহর গ্রামে।

পুলিশ ওই নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠায়। পুলিশ ও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃত নাবালিকা বধূর নাম বৃষ্টি বর্মন (১৩)। মহারাজাহাট হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার আধিয়ার গ্রামের বাসিন্দা বৃষ্টি বর্মনের সঙ্গে একই থানা এলাকার আগাবহর গ্রামের বাসিন্দা শম্ভু ঋষির সঙ্গে পাঁচ মাস আগে ফোনের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঠিক ৪ মাস আগে তারা দুজনেই পালিয়ে বিয়ে করে।

মেয়ের বাবার অমত থাকা সত্ত্বেও কন্যার আবদারের কাছে হার মানতে হয়। বিয়ের এক মাস যেতে না যেতেই শ্বশুরের কাছে দেড় লক্ষ টাকা দামের টোটো কিনে দেওয়ার দাবি করে শম্ভু ঋষি। কিন্তু মেয়ের বাবা জানান, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। জামাইকে এক বছর অপেক্ষা করতে বলেন তিনি। তারপর থেকেই মেয়ের ওপর শুরু হয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। বাপেরবাড়িতেও আসতে দেওয়া

> “
> মেয়ের বিয়ের দেড় মাস পর টোটো কেনার জন্য আমার কাছে দেড় লক্ষ টাকা চায় জামাই। আমি বলেছিলাম, এক বছরের মধ্যে কিনে দিব। কিন্তু তার আগেই মেয়ের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়। মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে জামাই সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন।
>
> **বিনয় বর্মন,** মৃত নাবালিকা বধূর বাবা

হত না ওই মেয়েকে। ফোনেও যোগাযোগ করতে দিত না।

এদিন সকালে গ্রামের বাসিন্দা মারফত মৃত নাবালিকা বধূর বাবা বিনয় বর্মন জানতে পারেন, মেয়েকে শ্বাসরোধ করে মেরে বাড়ির উঠোনে ফেলে রাখা হয়েছে। সেসময় ওই বধূর শ্বশুরবাড়ির সদস্যারা পালালেও অভিযুক্ত স্বামীকে পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলেন বাসিন্দারা। ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়িতে। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে ভাটোল ফাঁড়িতে নিয়ে আসে।

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এই ঘটনায় স্বামীকে আটক করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।'

আস্কাপাড়ায় আজও হয়নি পাকা সেতু

পারাপারে ভরসা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো।

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৬ ডিসেম্বর : বছরভর চলে ঝুঁকির যাতায়াত। সুখা মরশুমে স্থানীয়দের বানানো বাঁশের সেতু দিয়ে চলাচল করা গেলেও, ভরা বর্ষায় চলাচল এক প্রকার অসম্ভব। রতুয়া-২ ব্লকের ছোট আস্কাপাড়ায় মরা মহানন্দা নদীর ওপর আজও পাকা সেতু নির্মিত হয়নি। সেতু নির্মাণের ব্যাপারে প্রশাসনের ও সব রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই নদী পারাপারে ভরসা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। তাই দীর্ঘ বঞ্চনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা।

গ্রামের আরো এক বাসিন্দা মহম্মদ সাজাহান আলি একরাশ ক্ষোভ উগরে জানান, 'মরা মহানন্দা নদীর উপর বাঁশের সাঁকো দিয়ে ছোট আস্কাপাড়ার বাসিন্দারা ছাড়াও আশপাশের বড়ো আস্কাপাড়া, পলাশতলা, লস্করপুর, শ্রীপুর, খেড়িয়া, কাতলামারি প্রভৃতি গ্রামের মানুষ নিত্যপ্রয়োজনে যাতায়ত করে থাকেন। এছাড়াও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরাও এই নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পারাপার হয়। তাই সকলেই চাইছেন ছোট আস্কাপাড়া গ্রামে মরা মহানন্দা নদীর উপর একটি পাকা সেতু নির্মিত হোক।'

ওই গ্রামের আরেক বাসিন্দা মহম্মদ আবদুল বারিকের বক্তব্য, 'সুখা মরসুমে বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়ত করলেও বর্ষাকালে নদী জলে ভরে যায়। তখন বাঁশের সাঁকো ডুবে থাকে জলে। ফলে নদী পারাপারে ভীষণ সমস্যা হয়। ঘুরপথে সময়ও লাগে অনেক। ভোটের সময় প্রচারে এসে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা পাকা সেতু নির্মাণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু ভোট ফুরালে আর কারো দেখা মেলে না।'

শ্রীপুর-১ পঞ্চায়েত প্রধান নাজেরা খাতুনের কাছে এব্যাপারে জানতে চাইলে তার সাফ বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত প্রশাসনের পক্ষে নদীর উপর এত বড়ো সেতু নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তবে বিষয়টি বিডিও মারফত জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে।'

মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বকশি জানান, 'ছোট আস্কাপাড়ায় মরা মহানন্দা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদে প্রস্তাব পাঠানো আছে। অনুমোদন মিললেই খুব শীঘ্রই কাজ চালু হবে।'

মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১

বামনগোলা, ১৬ ডিসেম্বর : বাইক ও স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইকচালকের। মৃত বাইকচালকের নাম বাপন সিংহ (৩৪)। তিনি পাকুয়াহাট সালালপুরের বাসিন্দা। গুরুতর আহত হয়েছেন স্কুটিচালক রঞ্জন টুডু (৩৬)। রবিবার রাতে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের খিড়িপাড়ায় বিএলঅ্যান্ডআরও অফিসের কাছাকাছি এলাকায় বাইক ও স্কুটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুই চালক গুরুতর জখম হন। তাঁদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পরিস্থিতি বিবেচনা করে দু'জনকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। সেখানে বাপনের মৃত্যু হয়।

শীতে কলাইয়ের রুটির চাহিদা বেড়েছে

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৬ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই কলাইয়ের রুটিতে মজেছে হবিবপুরের আইহো বাজার সংলগ্ন এলাকার মানুষজন। বেশ ভিড় করেই বিক্রি হচ্ছে হাতে তৈরি গরম গরম কলাইয়ের রুটি। যেন শীত শুরু হতেই কলাইয়ের রুটি না হলেই নয়। আইহো বাজারে সাতসকালেই দেখা গিয়েছে কলাইয়ের রুটির চাহিদা। রুটির সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে মুখরোচক বেগুনপোড়া, ধনেপাতার চাটনি, কাসুন্দি, পেঁয়াজ-লংকা বাটা। বেশ জম্পেশ করে খাচ্ছেন ভোজনরসিক মানুষজনও।

মাটির কড়াইয়ে কলাইয়ের রুটি তৈরি করতে করতে এক বিক্রেতা চম্পা সিংহ জানালেন, 'সেভাবে লাভ না হলেও এই রুটি বিক্রি করে অভাবের সংসার চালানোর চেষ্টা করছি। প্রায় চার বছর ধরে এই রুটি বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছি। রুটির দাম ১৫ টাকা করে নিলেও সঙ্গে বিভিন্ন চাটনির খরচ রয়েছে। যা আয় হয়, কোনওমতে চলে যায়। তবে কলাইয়ের রুটির প্রতি মানুষজনের চাহিদা দেখে খুব ভালো লাগছে।'

কলাইয়ের রুটি তৈরিতে ব্যস্ত। সোমবার হবিবপুরে। - সংবাদচিত্র

তিরন্দাজিতে জাতীয় পর্যায়ে রুপো জয় মন্দিরার

মন্দিরা রাজবংশী। - পঙ্কজ ঘোষ

গাজোল, ১৬ ডিসেম্বর : সর্বভারতীয় তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় আবার সফল মন্দিরা রাজবংশী। 'অল ইন্ডিয়া পুলিশ মিট'-এ ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভাগে রুপো জয় করেছেন তিনি। ছাত্রীর এই সাফল্যে খুশি মন্দিরার প্রথম কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরী। আগামীদিনে দেশের হয়ে খেলার ইচ্ছে রয়েছে মন্দিরার।

পুরাতন মালদার আদিনা স্টেশন সংলগ্ন পিরগাই গ্রামের বাসিন্দা মন্দিরা রাজবংশী। ছোট থেকেই তিরন্দাজ হওয়ার স্বপ্ন ছিল তার। পরিবারের কাছে গিয়ে মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চেয়ে নিয়ে এসেছিলেন কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরী।

সাফল্য অর্জনের পর মন্দিরা জানাল, '২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত গাজোল বিএস মাঠে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এরপর সুযোগ হয় কলকাতার সাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এবছর প্রতিযোগিতা হয় নয়ডার আইটিবিপি ক্যাম্পে। সেখানে ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভাগে রুপো জয় করেছি।'

কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরীর বক্তব্য, 'গ্রামে ঘুরে ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে এসে প্রশিক্ষণ দিতাম। আমার প্রশিক্ষণ থেকেই উঠে এসেছে প্রচুর প্রতিভা। যার মধ্যে একজন মন্দিরা। সরকারের তরফ থেকে যদি একটু সহযোগিতা পাই, তাহলে মালদা জেলা থেকে অনেক তিরন্দাজ তুলে আনতে পারব।'

প্রয়াত অধ্যক্ষকে শ্রদ্ধা

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : প্রয়াত হলেন বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিন মাস আগে এক বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে তিনি কার্যত শয্যাশায়ী ছিলেন। রবিবার বোলপুরে মারা যান তিনি। সোমবার বালুরঘাট কলেজে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পড়ুয়ারা।

তারাশংকরবাবুর ছাত্র সৌম্যদীপ গোস্বামীর শোক, 'অত্যন্ত মৃদুভাষী শিক্ষক ছিলেন। অ্যাকাউন্টান্সির ছাত্র হওয়ায় তাঁর ক্লাস করেছি। আমাদের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন।'

বালুরঘাট কলেজের বাংলার অধ্যাপক ডঃ রিপন সরকারের কথায়, 'প্রিয় সহকর্মীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কলেজের উন্নতির জন্য তিনি সবসময় ভাবতেন।'

বইমেলায় নেই বাংলাদেশি স্টল

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৬ ডিসেম্বর : দুই বাংলার মাঝের ডামাডোলের আবহেই শুরু হতে চলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা। তবে এবারের বইমেলায় বুনিয়াদপুরে জায়গা পাচ্ছে না বাংলাদেশের প্রকাশনা সংস্থা। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের ২৯ তম বইমেলায় তৃতীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি সভার শেষে এমনটাই জানানো হল।

সোমবার ৮টি উপসমিতির কনভেনার ও সদস্যদের নিয়ে মূল কমিটির সঙ্গে বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে সভাটি হয়। উপস্থিত ছিলেন বইমেলা কমিটির সভাপতি বিপ্লব খাঁ, সম্পাদক জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তনুময় সরকার, বংশীহারী ব্লকের বিডিও সুব্রত বল, বুনিয়াদপুর পুর প্রশাসক কমল সরকার প্রমুখ।

এদিন একে একে ৮টি উপসমিতির কনভেনারদের থেকে কাজের অগ্রগতি ও আগামী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অভ্যর্থনা, লিটল ম্যাগাজিন, প্রচার, স্মরণিকা, অফিস, সেমিনার, স্বেচ্ছাসেবক ও সাংস্কৃতিক উপসমিতির আগামীদিনের কর্মসূচি বিষয়ে জানানো হয়। ইংরেজি নতুন বছরের ৬ থেকে ১২ জানুয়ারি বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠে বসতে চলেছে জেলা বইমেলা।

কমিটির সম্পাদক তনুময় সরকার জানিয়েছেন, 'বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠে ৯০০০ স্কোয়ার ফিট জায়গা জুড়ে ৯০টি স্টল বসতে চলেছে। ২২ বছর পর কলকাতা থেকে ৬০টি পাবলিশার্স আসছে

জেলা বইমেলায়। বাকি স্টলগুলিতে লিটল ম্যাগাজিন বা অন্য বিষয়ক স্টল থাকছে।'

এবারের বইমেলায় সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ নানা বিষয় থাকবে। প্রবেশ অবাধ হলেও বই কেনার অর্থের পরিমাণের হিসাব রাখবে প্রশাসন। এবার বাংলাদেশের কোনও প্রকাশনী সংস্থার স্টল থাকছে না। পরবর্তীতে জেলা বইমেলাকে সার্থক করতে ২৭ ডিসেম্বর মূল কমিটি আটটি উপসমিতিদের নিয়ে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি সভা করবে।

জেলার খেলা

বিশেষ পদক রমণের

কুশমণ্ডি, ১৬ ডিসেম্বর : চালসা টিয়াবন থেকে লাটাগুড়ি ফরেস্টের মহাকাল মন্দির পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার রোড রেসে বিশেষ পদক পেলেন কুশমণ্ডির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রমণ দাস। তিনি ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিটে দৌড় সম্পূর্ণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে ৫.১০ ও ২১ কিলোমিটার দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিশেষ পদক গলায় রমণ দাস।

রাজুর ৩ উইকেট

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে সোমবার যাত্রিক ক্লাব ৫ উইকেটে সিংহ ইন্ডিয়ান্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে সিংহ ৩২ ওভারে ১৪৯ রানে অল আউট হয়। অশোক সরকার ৪৬ ও সুরজিৎ মজুমদার ৪৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাজু দাস ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন প্রিয়ং সিনহা (২৩/৩)। জবাবে যাত্রিক ২৫.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। বিতান সরকার ৫১ ও ঋক গুহ ৩২ রান করেন। সাহেব সিং ৩৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর রাজু দাস।

চ্যাম্পিয়ন কারবনা

ট্রফি নিয়ে উল্লাস রতুয়ার কারবনা কাঞ্চননগর হাই মাদ্রাসা শিক্ষক একাদশের ক্রিকেটারদের। - মুরতুজ আলম

সামসী, ১৬ ডিসেম্বর : রতুয়ার পাকুড়তলা মাঠে মাদ্রাসা অ্যান্ড স্কুল টিচারদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল রতুয়ার কারবনা কাঞ্চননগর হাই মাদ্রাসা শিক্ষক একাদশ। ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে বীরস্থলী হাই স্কুল শিক্ষক একাদশকে হারিয়েছে। টসে হেরে বীরস্থলী ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে। নুর আহমেদ ৪০ রান করেন। জবাবে কারবনা ৯ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা তাজাম্মুল হক ৯০ রান করেন।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শুরু আজ

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : সিএবি-র পরিচালনায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট মঙ্গলবার শুরু হবে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে কোচবিহার এবং নদিয়া।

বামনগোলায় মেলার প্রস্তুতি

বামনগোলা, ১৬ ডিসেম্বর : বইমেলার প্রস্তুতি ঘিরে বইপ্রেমীদের মধ্যে বই উৎসবের মেজাজ যেন তুঙ্গে। নতুন বইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হতেই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে বামনগোলা-হবিবপুরে। আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকুয়াহাটে বইমেলা হবে। শীতের মিঠে রোদ্দুরে পাকুয়াহাট আনন্দ নিকেতন মহাবীর হাইস্কুল ময়দানে বিভিন্ন স্টলে নতুন বইয়ের সম্ভার নিয়ে চলবে এই বইমেলা। ইতিমধ্যেই এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় বইমেলার কমিটির পক্ষে নির্মিত তোরণ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে বইমেলার প্রস্তুতির।

বইয়ের স্টল ছাড়াও থাকবে বিভিন্ন প্রদর্শনীর স্টল। এছাড়াও বইমেলায় প্রতিদিন সংগীতানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান সহ নানা সাংস্কৃতিক বিষয় থাকবে।

বেহাল পথে ভোগান্তি

বুনিয়াদপুর, ১৬ ডিসেম্বর : ৪ বছরেই রাস্তার পরিস্থিতি বেহাল। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় ২০২০ সালেই নতুন করে পাথর এবং পিচের চাদর বিছিয়ে ঝকঝকে করা হয় রাস্তাটি। কিন্তু ৪ বছর পেরোতে না পেরোতেই ফের বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তাটি। ঘটনাটি বুনিয়াদপুর হাটখোলা বাজার থেকে থিঙ্গুরের পরিত্যক্ত তাঁত কারখানা পর্যন্ত পৌনে এক কিলোমিটার রাস্তার। ফলে সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

থিঙ্গুরের বাসিন্দা আশুতোষ কর্মকার বলেন, 'রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। একমাত্র অত্যাধিক ট্র্যাক্টর এবং অতিরিক্ত মাল নিয়ে বড় বড় লরির যাতায়াতের কারণে রাস্তার এই দশা।' অন্যদিকে, বাগদুয়ারের সবজি চাষি বীরেন রায় বলেন, 'এখন প্রতিদিন সকালে ফুলকপি এবং বেগুন ভুটভুটিতে চাপিয়ে বুনিয়াদপুর সবজি মান্ডিতে আনতে হয়। রাস্তার যত্রতত্র গর্ত এবং ভেঙে যাওয়ায় খুব সতর্কে ভুটভুটি নিয়ে চলাচল করতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনা অবধারিত।'

জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'মাত্র পৌনে এক কিলোমিটার বেহাল এই সড়কের ব্যাপারটা আমার অবগত। প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাব পাশ হলেই সড়কটির বেহাল অংশ সংস্কারে হাত দেওয়া হবে।'

শিলান্যাস

করণদিঘি, ১৬ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে সরসর বস্তি পর্যন্ত ৫ হাজার মিটার পিসিসি রাস্তার শিলান্যাস করলেন করণদিঘি বিধানসভা বিধায়ক গৌতম পাল।

পুরসভা সূত্রে খবর, লকডাউনের সময় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই রাস্তা নির্মাণের জন্য পুরসভার তরফে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে বিধায়কের প্রচেষ্টায় রাস্তার জন্য ৭২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৫১ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া বোলদাদিঘি ঘাট নির্মাণের সূচনা করেন বিধায়ক গৌতম পাল।

বিধায়ক বলেন, 'প্রকল্পের জন্য ৪৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৬১২ টাকা বরাদ্দ করে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সোমবার দুপুরে নির্মাণ কাজের সূচনা হয়।' ডালখোলা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ আহম্মেদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান তনয় দে প্রমুখ। অপরদিকে, রসাখোয়া বোলদাদিঘিতে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণা সিংহ, করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা আজম প্রমুখ।

কোর্টে যৌথমঞ্চ

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এবং শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চায় সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। তাই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

আবেদন খারিজ

নিরাপত্তার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আরাবুল ইসলাম এবং বাংলা পক্ষের নেতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

গভীর চুম্বন

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে গভীর চুম্বনে ব্যস্ত প্রেমিক-প্রেমিকা। সম্প্রতি এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়েছে। এই নিয়ে বিতর্কও চলছে।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ামে স্মারকসৌধ থেকে মাটি তুলে এনে ময়দানে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ফোর্ট উইলিয়ামে এলেন না মুক্তিযোদ্ধারা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : শেষমেশ সোমবার ভারতীয় সেনাবাহিনী আয়োজিত কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে একাত্তরের অসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠাল না বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। ১৯৭১ সালের এই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সেখানকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

করোনার কয়েক বছর বাদে সেই থেকে প্রতিবছর বিজয় দিবস পালনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এদেশে এসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিনটি উদযাপন করেন। ৫৩তম বছরে ছন্দপতন ঘটল। ইউনূস সরকারের জেদে সেদেশে যেমন দেশজুড়ে জেলা ও উপজেলা স্তরে বিজয় দিবস পালন বন্ধ রাখা হল, তেমনই ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকলেন সেখানকার অসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা।

বাংলাদেশ অবশ্য ১৬ জনের একটি ছোট প্রতিনিধিদল ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছে। তাতে রয়েছেন সেনাবাহিনীর বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এই দলটি এদিন সকালে ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই দলে থাকা কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি অবশ্য 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি' শব্দগুলি তাঁর ভাষণে ছুঁয়ে গেলেও পুরো বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার্য বলে এড়িয়ে যান।১৯৬২ সালে ভারত-চিন, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক ও ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হওয়া বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানান।

বলেন, 'আমি তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি আমাকে চিন ও পাক যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শোনাতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে শহিদ স্মরণে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন, যব ঘায়েল হুয়ে হ্যায় হিমালয়, খতরেমে পড়ি আজাদি/ জব তক থি শাঁস লড়ে ও, ফির অপনে লাশ বিছাদি।'

এদিন সকাল থেকেই ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইন-সি, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুপুরে সেনাবাহিনীর তরফে কলাকৌশল প্রদর্শন করা হয়। এবারের কলাকৌশল প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শকরাও হাজির ছিলেন।

অভিষেকপন্থীদের চাপা ক্ষোভ, নিন্দা বিরোধীদের

ববির মন্তব্যে রুষ্ট তৃণমূলই

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজ্যের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের নিয়ে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন করে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল তৃণমূল। সোমবার 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে পোস্ট করে। তাতে বলা হয়,'ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

শনিবার এক অনুষ্ঠানে ফিরহাদ বলেন, 'কলকাতায় আমরা ৩৩ শতাংশ। কিন্তু গোটা ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করি না। একদিন আমরাই সংখ্যাগুরুর চেয়েও সংখ্যাগুরু হব।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন। প্রশাসনিক পদে বসে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা বলা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই মন্তব্যে শুধু বিরোধীরা নয়, দলের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, তাঁর কথার অপব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দলকে জানিয়েছেন ফিরহাদ। তিনি জানিয়েছেন, তিনি একজন ভারতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষই থাকবেন। সরল অর্থে তিনি মুসলমানদের সংখ্যাগুরু হওয়ার কথা বলেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, মুসলিমদের আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ হল শিক্ষা। যার জন্যই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও ফারাক বা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। একমাত্র শিক্ষাই এই অন্ধকার দূর করতে পারে। আল্লার আশীর্বাদ থাকলে ও সংখ্যালঘুদের মেহনত থাকলে তাঁরাও সমাজে অগ্রসর হবেন।

দলকে ফিরহাদ যাই বলুন না কেন, তৃণমূল যে বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সোমবার। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরহাদকে তাঁর মন্তব্যের জন্য রীতিমতো সতর্ক করেছেন। বিশেষ করে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য কীভাবে এই ধরনের মন্তব্য করেন, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এরপরই দলের পক্ষে সমাজমাধ্যমে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, তৃণমূল এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে। তৃণমূলের ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'আমরা শান্তি, একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি বরাবরের মতো এখনও দায়বদ্ধ।' শুধু তাই নয়, রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামো বিপদের মুখে পড়ে এমন কোনও মন্তব্যের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

> ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **তৃণমূল কংগ্রেস**

তৃণমূলের এই পোস্ট থেকে স্পষ্ট যে, ফিরহাদের এই মন্তব্যের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। ফিরহাদের সঙ্গে তৃণমূল যে দূরত্ব বাড়াচ্ছে তা স্পষ্ট। বিশেষ করে প্রতিবেশী বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেইসময় ফিরহাদের এই মন্তব্য দলের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করছে তৃণমূল।

বিরোধীরা ইতিমধ্যেই ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূলকে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীরা মনের ভিতরে যে ধারণা পোষণ করেন, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।' এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বানাতে চাই বলে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যে মন্তব্য করেছেন, তারও তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও তীব্র ভাষায় তৃণমূলের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ধরনের নেতাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দল থেকে বের করে দেওয়া উচিত।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কিছুদিন আগে আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতও জন্মহার বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। এখন ফিরহাদ বলছেন। আসলে আরএসএস-এর কথাই বলছেন ফিরহাদ।' সুজন আরও বলেন, 'এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবেও সম্ভব নয়। কারণ, জনগণনা থেকে জানা গিয়েছে, যে হারে হিন্দুদের জন্মহার কমছে, তার থেকে বেশি হারে মুসলিমদের জন্মহার কমছে।'

ফিরহাদের এই বক্তব্য নিয়ে এবং ফিরহাদকে অবিলম্বে পদ থেকে সরানোর দাবিতে এদিন কলকাতা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায় 'বাংলা পক্ষ'। তাদের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভার মেয়রের আসনে একসময় বসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সেই চেয়ারে বসার অধিকার নেই বহিরাগত উর্দু সাম্প্রদায়িক ববি হাকিমের।

আরএসএসের নতুন অস্ত্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে হিন্দুভোট একজোট করতে পথে নেমেছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যে উপর্যুপরি দু'দিন দুই বঙ্গে তাদের সভা সফল হয়েছে বলে দাবি করল আরএসএস। সৌজন্যে তৃণমূলের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আরএসএস এমনটাই মনে করছে। এই ঘটনায় তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে ফের সেটিং-এর অভিযোগ করেছে সিপিএম। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে রবিবার শিলিগুড়ির পর সোমবার রানি রাসমণি রোডে ধিক্কার সভা করল আরএসএস।

এদিন রানি রাসমণিতে ফিরহাদের শরিয়তি আইন কায়েম করা নিয়ে মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছেন কার্তিক মহারাজ থেকে আরএসএসের জিষ্ণু বসুরা। ফিরহাদের মন্তব্যে নিজের রাজ্যে বাঙালিরা ইসলামিক উগ্রবাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে বলে সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের শেষ কথা।' এদিকে সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আসলে বিভাজনের রাজনীতিকে উসকে দিতেই শিলিগুড়ি ও কলকাতার সভার মুখে এই মন্তব্য ফিরহাদের।' যদিও, সিপিএমের দাবি খারিজ করে আরএসএস নেতা শচীন সিংহ বলেন, 'বাংলাদেশে মুসলিমদের হাতে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সভা করছি। ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো মন্ত্রী, হুমায়ুন কবীরের মতো বিধায়করা তাঁকে সমর্থন করছেন। এর প্রতিবাদ তো করতে হবে।' তবে সার সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল-বিজেপিই মূল শক্তি। বাকিরা অপ্রাসঙ্গিক।'

ফের উসকে উঠল 'এক ব্যক্তি এক পদ'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ফিরহাদ হাকিমকে ঘিরে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরের বিতর্ক সোমবার অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী দলের নেতারা এই ব্যাপারে তাঁকে শুধু সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন। প্রকাশ্যে এখনই বিষয়টি না এলেও ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই ক্ষোভের কথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। যদিও এই মুহূর্তে দল নিয়ে কার্যত নীরব অভিষেক।

স্বভাবতই এই নিয়ে সোমবার বিকাল পর্যন্ত তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সাম্প্রতিক অতীতে দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু করা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে উল্লেখযোগ্যভাবে সরব হয়েছিলেন অভিষেক। বিষয়টি নিয়ে দলের প্রবীণদের কাছে সবচেয়ে বেশি বিরাগভাজন হন তিনি। দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু হলে প্রথমেই ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিদের ওপরই কোপ পড়বে, এই আশঙ্কায় তৃণমূলের ভিতরে চরম বিবাদ ও বিতর্ক তৈরি হয়। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে তখনকার মতো দুটি বিষয়ই ধামাচাপা পড়ে যায়।

হঠাৎ করে ফিরহাদ হাকিমের মতো মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য করায় তৃণমূলের অন্দরে অভিষেকপন্থী নেতাদের চাপা ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। দলনেত্রী ওই মন্তব্য নিয়ে সরাসরি ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁর রোষের কথা দলে তাঁর ঘনিষ্ঠদের শেয়ারও করেছেন। দলনেত্রীর এই 'রোষ-বার্তা' ফিরহাদের কাছে পৌঁছেও দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

এদিন তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর ফিরহাদের প্রতি এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যে আসার পর দলে অভিষেকপন্থী নেতা ও লোকজন আরও উৎসাহিত হয়ে গোপনে ফিরহাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মন্তব্য, তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য হয়েও মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত যে মন্তব্য করেছেন তার জন্য শুধু তাঁকে সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে তাঁর ডানা ছাঁটা উচিত। দলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী 'এক ব্যক্তি এক পদ নীতি' এতদিন চালু হলে এই সমস্যা তৈরি হত না। দলের অন্তত ওই প্রস্তাব চালু করা নিয়ে আবার ভাবা উচিত।

দুধ, মাছ ও ডিম উৎপাদনে শীর্ষে বাংলা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলা এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাংস উৎপাদনকারী রাজ্য। কেন্দ্র সরকারের সদ্য প্রকাশিত 'পশুপালন পরিসংখ্যান ২০২৪'-এর তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ মাংস উৎপাদন হয়, তা জাতীয় উৎপাদনের ১২.৬২ শতাংশ। শুধু মাংস নয়, দুধ উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের সর্বোচ্চ বার্ষিক বৃদ্ধির হারে রেকর্ড করেছে। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের হার ৯.৬৭ শতাংশ। যেখানে জাতীয় গড় ৩.৭৮ শতাংশ।

পোলট্রির ডিম উৎপাদনেও বাংলার বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি। যেখানে রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৮.০৭ শতাংশ, সেখানে জাতীয় গড় ৩.১৮ শতাংশ। বাংলার এই সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই অর্জন আমাদের উদ্ভাবনী নীতি এবং কর্মসূচির প্রমাণ। আমাদের কৃষক এবং উৎপাদকের শক্তির পরিচয়।' বাংলা এক্ষেত্রে লোকসভা আসনের নিরিখে দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্রকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাবা-মায়ের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি না থাকলেও সরকারি চাকরি পেতে বাধা নেই সন্তানের। প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর মৃত্যুতেই প্রশ্ন ওঠে ওই দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ হলেও দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান সহানুভূতির কারণে বাবার চাকরি পেতে পারেন কি না। হাইকোর্টে এই মামলার শুনানির শেষে বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার জানিয়ে দিলেন, সংবিধান সন্তানকে যে অধিকার দিয়েছে, বাবার অবৈধ বিয়ের কারণে তা কেড়ে নেওয়া যায় না। সেটা বৈষম্যমূলক। তাই বাবার চাকরি সন্তানের পেতে কোনও বাধা নেই। কোন সূত্রে সন্তানের জন্ম হয়েছে এবং বাবা-মায়ের বিবাহের স্বীকৃতি রয়েছে কি না তা বিবেচনা করা অযৌক্তিক এবং নিন্দনীয় বলে মত আদালতের।

'ভয় পেয়েই চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার'

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ইউনূস সরকার ভয় পেয়েই চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার কলকাতায় এসে এই মন্তব্য করেন তাঁর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর প্রাণহানির আশঙ্কাও করছেন তিনি। ২ জানুয়ারি তাঁর জামিনের জন্য মামলা লড়তে চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন রবীন্দ্র। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এতে তাঁর জীবন গেলেও তিনি পরোয়া করেন না।

চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে আদালতে সওয়াল করায় ইতিমধ্যেই তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকিও। চিন্ময় কৃষ্ণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস।

কল্যাণী এইমসে চিকিৎসার জন্য এসেছেন রবীন্দ্র। এর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে ছিল তাঁর। চিকিৎসা হয়েছিল এইমসে। রুটিন চেকআপ করতেই ফের কলকাতায় এসেছেন তিনি। কীভাবে বিনা অপরাধে চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে জেলে পোরা হয়েছে, সেই বিষয়ে বলেন তিনি।

> **কলকাতায় মন্তব্য আইনজীবী রবীন্দ্রের**

রবীন্দ্র স্পষ্ট বলেন, 'চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু একজন সন্ন্যাসী। উনি কোনও সন্ত্রাসবাদী নন। সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। শুধু হিন্দু নন, সংখ্যালঘু ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধদের কথাও বলছেন তিনি। এজন্যই তাঁকে ভয় পেয়েছে ইউনূস সরকার। মিথ্যা দেশদ্রোহিতার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রবীন্দ্র বলেন, 'বাংলাদেশে এখন দুটি প্রশাসন চলছে।'

তাঁর অভিযোগ, চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে মামলায় সওয়াল করতে দেওয়া হচ্ছে না কোনও আইনজীবীকে। চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। ওকালতনামা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সওয়াল করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, তিনি ঢাকা আদালতের আইনজীবী। চট্টগ্রামের সওয়াল করতে পারবেন না। তিনি যখন চট্টগ্রাম আদালতে যান, তখন এজলাসের ভিতর ৪০ জনকে আইনজীবী বলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে মারধর করা হয়। কিন্তু এতেও দমে যাওয়ার পাত্র নন তিনি। ২ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিনে ফের চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন। তাঁর কথায়, 'আমি মুক্তিযোদ্ধা। জীবনের পরোয়া করি না। মরতে একদিন হবেই।'

রবীন্দ্রের এই বক্তব্য শুনে কলকাতা ইসকনের পক্ষে রাধারমণ দাস তাঁকে ধন্যবাদ জানান। রবীন্দ্রকে অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেন। তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে আবেদন জানান, অবিলম্বে যেন চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে ভারতের প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস বলেন, 'মৌলবাদী দেশে এভাবে অশান্তি শুরু হয়। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সিরিয়া তার উদাহরণ। ভারতে কাসভের মতো জঘন্য অপরাধীকেও আইনি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছিল। এখানেই পার্থক্য।'

বিশিষ্ট আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে মুখ্য উপদেষ্টার মুখোশ পরে বসে আছেন এক ভণ্ড মৌলবাদী। আমার শঙ্কা হচ্ছে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু বেঁচে থাকবেন তো?'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে সোমবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে 'বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা সমিতি'। গেরুয়া বসন পরা সাধুসন্তরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে ওই মিছিলে হাঁটেন। চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুর মুক্তি চান তাঁরা।

সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান আইএসএফের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সোমবার রাস্তায় নামে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে আইএসএফ। এই ঘটনা ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় আইএসএফ কর্মীদের। বেশ কিছু আইএসএফ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইএসএফ-এর রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদা। এদিন রাত দখল কর্মসূচির উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহা সহ অনেকেই এই ইস্যুতে সিবিআই অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। তদন্তের নানা পর্যায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

এই ঘটনায় সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়ি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে এসএফআই। মিছিলে বহু সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। শিয়ালদা কোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানেও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ দেখালে বা অবরুদ্ধ হলে সাধারণ মানুষেরও সমস্যা হবে। এই যুক্তিতে বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলে পুলিশ। পরে শিয়ালদা স্টেশনের পাশে কোর্ট থেকে খানিক দূরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ক্রিসমাসের কেনাকাটা। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

হাসপাতাল থেকেই হাজিরা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : হাইকোর্টে মিলল না স্বস্তি। সিবিআইয়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালত সুজয়কৃষ্ণকে বারবার হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তিনি সশরীরে বা ভার্চুয়ালি কোনওভাবেই হাজিরা দেননি। তাই আদালত মনে করছে, আইনগত দিক থেকে তিনি সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ফলে তাঁর আগাম জামিনের প্রয়োজনীয়তা নেই। কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে হাজির করানোর বা হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তাঁকে হাজির করানো উচিত ছিল। তারপরই সুজয়কৃষ্ণকে নিম্ন আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। ওই সময় সিবিআইয়ের আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা থাকলে তাঁকে হেপাজতে নিতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

> **কালীঘাটের কাকু বিপাকে**

আদালতের নির্দেশের পর ইডির মামলায় ব্যাংকশাল আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন সুজয়কৃষ্ণ। জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। বিচারককে তিনি জানান, তিনি হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক। শুয়ে শুয়ে তাঁর পিঠে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তাঁর শারীরিক সমস্যা রয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তাঁর নানারকম সমস্যা রয়েছে। বিচারক তাঁকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের দিন যে কোনও শর্তে তাঁকে আদালতে আসতেই হবে। ভার্চুয়ালি সুজয়কৃষ্ণ হাজির থাকবেন বলে সম্মতি দেন।

এদিন হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে আদালতে হলফনামা জমা দেওয়া হয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী সুজয়কৃষ্ণের আগাম জামিনের বিরোধিতা করেন। শেষমেশ সুজয়কৃষ্ণের আবেদন খারিজ করেছে জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

পার্থদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় বুধবারের মধ্যে সাক্ষীদের তালিকা তৈরি করার মৌখিক নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত। এই মামলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইডিকে সমস্ত নথি দিতে হবে। অতিরিক্ত চার্জশিটে যাঁদের নাম পরে যুক্ত করা হয়েছে, তাঁদেরও নোটিশ এবং নথি দেওয়ার নির্দেশ দিল ব্যাংকশাল আদালত। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্ট থেকে একে একে অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন করে বিচারপ্রক্রিয়া তড়িঘড়ি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হল।

আদালতে চিকিৎসকরা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ধর্মতলায় ডাক্তারদের ধর্নার অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। আরজি কর কাণ্ডে ৯০ দিনেও সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তাই জামিন পেয়ে গিয়েছেন সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল। তাই সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়েছিল চিকিৎসক সংগঠন। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার, ১ পৌষ ১৪৩১, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৮ সংখ্যা

নিশ্চিত রাজত্বের লক্ষ্যে

বিজেপির একীকরণ রাজনীতির নতুন ট্যাগলাইন 'এক দেশ এক ভোট।' এক দেশ এক ট্যাক্স, এক শিক্ষা ব্যবস্থা, এক র‍্যাশন কার্ডের পর এটা নয়া চমক। এর পিছনে আপাত গ্রহণযোগ্য যুক্তি, নির্বাচনের সময় ও খরচ কমবে। ফলে লাভ হবে অর্থনীতির। এমন স্লোগান কেন্দ্রিক অতি সরলীকরণ বিজেপির ইউএসপি। অধিকাংশ ভারতীয় ভোটারের কাছে গভীর রাজনৈতিক পর্যালোচনার বদলে এমন চমক সহজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

যদিও বিজেপির 'এক দেশ এক দেওয়ানি বিধি'র প্রয়াস সফল হয়নি। এবার এল এই নয়া প্রয়াস। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। বিরোধীদের অভিযোগ, এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা তার মূলে আঘাত হানবে। এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঠিক করতে গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে তৈরি কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনার পর পাশ হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। এখন সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

তা নিয়ে এখন কিছুটা নাটক চলছে। সরকার বিল পেশ করবে বলেও থমকে আছে। শুধু বিল পেশ করলে হবে না, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দুই কক্ষে সেটাকে পাশও করাতে হবে। অঙ্কটা সহজ নয় বুঝে 'ধীরে চলো' নীতি বলে কিছুটা সংশয় তৈরি হচ্ছে। বিলটিতে যে আপত্তি আছে জেডি (ইউ), এলজেপি'র মতো এনডিএ শরিকদেরও।

ভারতীয় সংবিধানে এমন একীকরণের প্রভাব কতটা? বিজেপি রাজত্বের গত দশ বছরে অতি সরলীকরণের নানা প্রক্রিয়ায় চলেছে। তাতে মনে হচ্ছে, সংবিধানের মৌলিক ধ্যানধারণা মুছে ফেলে নয়া ভারতীয়তা বা ইন্ডিয়ানিজমের সংজ্ঞা তৈরির লক্ষ্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত তার অঙ্গ হয়তো। তিনবারের বিজেপি সরকার প্রথাগত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণা থেকে সরে 'শক্তিশালী কেন্দ্র' বা 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মরিয়া।

প্রচার করা হচ্ছে, শক্তিশালী কেন্দ্র ভারতকে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি জোগাবে। রাজ্য সরকারগুলিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা বজায় রেখে তাদের ঐতিহাসিক, ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিচিতি টিকিয়ে রাখবে। এই ধারণা বিজেপির 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' অবস্থানের বিরোধী বটে, কিন্তু 'এক দেশ এক ভোট'-এর পক্ষে জনমত তৈরির পিছনে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করার পরিকল্পনা আছে।

২০২০-র ডিসেম্বরে বিজেপির আইনজীবী সেলের অন্যতম গৌরব ভাটিয়া বিষয়টিকে প্রকাশ্যে আনেন। তারও আগে ২০১৭ সালে বিজেপি সমর্থক অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় ও কিশোর দেশাই একই প্রচার করেছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই নির্বাচনি ব্যয় লাঘবের যুক্তি দেখানো হয়েছিল। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর গত ৫ সেপ্টেম্বর পালটা হিসাব কষে দেখিয়েছেন 'এক দেশ এক ভোট' চালু হলে যেটুকু নির্বাচনি ব্যয় কমবে, দেশীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব সামান্যই। উলটো এতে সরকারের স্থায়িত্ব নষ্টের সম্ভাবনা প্রবল।

এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সংবিধান সংশোধন জরুরি। বিজেপির আইটি সেল প্রচারিত অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জেনেবুঝেই প্রকাশ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঘুঁটি সাজানো হয়েছে। এতে দ্বৈত লাভ। প্রথমত, বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা। দ্বিতীয়ত, বিরোধীরা ভালো কাজে বাধা দেয়, এমন ছুতোয় নির্বাচনি প্রচারে জনতার কাছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আবেদন পৌঁছে দেওয়া। এ যাত্রা উতরে গেলে ভবিষ্যতে রাজত্ব নিশ্চিত করা অনেক সহজ হবে।

এই ধরনের মানসিকতার অধিকারীরা বাইরে প্রভূত শক্তিধর মনে হলেও ভিতরে ভীষণ ভীতু। ২০২১-এর ডিসেম্বরে গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের কর্মশালায় প্রাক্তন মন্ত্রী পি চিদম্বরম বোধহয় তেমন ইশারা করে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঈশ্বরের চেয়েও নির্বাচনকে বেশি ভয় পান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন্তব্য করেছিলেন, 'মোদি সবসময় হারাতঙ্কে ভোগেন।' এসব কথা বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

দুই প্রজন্ম, দুই কিংবদন্তি। বাবা আল্লারাখার সঙ্গে জাকির হুসেন।

আন্তজাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ

জাকির হুসেন তবলার প্রতীক। একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী থাকতেন শ্রোতারা।

অলক রায়চৌধুরী

নব্বইয়ের দশক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের ডিন তখন শিশিরকণা ধরচৌধুরী। তিনি আলি আকবর খাঁ সাহেবের গুরুবোন। সেই জোরেই সম্ভবত এক দুপুরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে উনি নিয়ে এলেন ওস্তাদ জাকির হুসেনকে।

অসিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্লাস করাচ্ছিলাম। সে সব শিকেয় উঠল। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই জীবন্ত কিংবদন্তিকে একবার চোখের দেখা দেখতে চান। বসেছে চায়ের আসর। গরমের দুপুর। কীর্তন আর শ্রীখোলের বিশেষজ্ঞ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী একটু সরব হয়ে বলেন, খালি গল্প হবে? তবলা হবে না?

তাঁকে কেউ বোঝাতে পারছেন না, এটা সৌজন্য সফর। দশ-পনেরো মিনিটের।

জাকির ভাই কিন্তু বললেন, তবলা কই যে বাজাব? মুহূর্তে সব ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে গেল নানা স্কেলের তবলা। বেশ মনে আছে, বড় মুখের তবলা বাঁয়া হাতে তালের সম্রাট নানাবিধ বাজাতে শুরু করলেন।

বাজাচ্ছেন, মুখে বোলের ফুলকি, এও বলছেন, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বাজাব না?

সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, বেলা অর্ণব, গোবিন্দন কুট্টি, বিপ্লব মণ্ডল-- সকলে মিলে ঠায় দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন সরস্বতীর বরপুত্রের সেদিনের কলাকৃতি। এ ধরনের স্মৃতিগুলো সুপ্ত থাকে। তাঁর প্রয়াণে বিনা আয়াসে অশ্রুর মোড়কে বেরিয়ে এল।

চায়ের কোম্পানির বিজ্ঞাপনে প্রথম বাঙালি তাঁকে দেখে। পেছনের অপরূপা তাজও যেন সেই ঝাঁকড়া চুলের কাব্য আর আঙুলের দশ সেকেন্ডের টুকরায় বিবর্ণ। ওস্তাদ আল্লারাখার এই পুত্র কিন্তু প্রথম পরিচয় থেকেই শচীন তেন্ডুলকার। তুলনার বাইরে।

গত পরশু সিউড়ি শহরে ওয়ার্কশপ সেরে গাইয়ে ইন্দ্রনীল দত্তর বাড়ি এসে সত্য মিথ্যা মেশানো নানা খবর পাচ্ছিলাম। ইন্দ্রনীল কালবিলম্ব না করে চোদ্দো মাত্রার একটা কম্পোজিশান শোনাতে শুরু করল জাকির ভাইয়ের। বারোর সঙ্গে দুই যোগ নয়, গোটা চোদ্দো নিয়ে আড়া চৌতালের মতো হয়েও ভিন্ন অবয়ব। বজ্রকঠিন তালে মাখনের টপিং। কী যে পেলব শোনাচ্ছে! বুঝছি পরমাত্মার সঙ্গে আপসের দ্বৈরথে নেমেছেন জাকির। ওঁর একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই এই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী ওঁর নিয়মিত শ্রোতারা।

শুধু দেখনদারির লয়কারি নয়, মনোহর, অতি পেলব চাঁটিতে সমাজ সংসারে শ্রদ্ধার সংস্কারকেই যেন মেলে ধরেছেন জাকির। ঠিক লিখে বা বলে বোঝানো যায় না। তাল যেন এখানে সংসারের মুখ্য পুরুষ। তাঁকে ঘিরে পল্লবিত হচ্ছে বাকি সকলের আকাঙ্ক্ষা। এমন গোটাটাই যে পাওয়া যেত। তাই শুনলাম, এই ফেব্রুয়ারিতেই তিন তিনটে গ্র্যামি পেলেন জাকির। বিচারকরা জানেন, এ মানুষের এক জন্মের সাধনা নয়। পরিবারের সুকর্ম আর সম্মিলিত রেওয়াজের এ এক আশ্চর্য নমুনা। নাম জাকির হুসেন।

তবলার পাশে মনে আসছে ওঁর করা অসাধারণ সব সাউন্ড ট্র্যাকের কথা।

ওয়ান ডলার কিউরি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার, ইন কাস্টডি এবং এমন আরও নানা অ্যালবাম যা ওয়ার্ল্ড মিউজিকের অন্যতম প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তাঁকে। বিশ্বসংগীত নিয়ে নানা কাজ করেছেন। দল তৈরি করেছেন একাধিক। এত সময় কীভাবে বের করতেন পাক্কা সংসারী মানুষটি?

জাকির হুসেন
জন্ম : ৯ মার্চ, ১৯৫১
মৃত্যু : ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

১৯৯১-এর 'বাণপ্রস্থম' ছবির কথাও ভুলি কী করে? লস অ্যাঞ্জেলেসের চলচ্চিত্র উৎসবে স্পেশাল জুরি পুরস্কার পেয়েছিল সে ছবি। প্রতিভার বিচ্ছুরণ বোধহয় একেই বলে। পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড-- সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিয়েই তো ওঁকে বেঁধে রাখা গেল না। সর্বভারতীয় স্তরে কুশলী তবলাবাদকের অভাব কোনওকালেই ছিল না। ঘরানাদার যুগপুরুষ এঁরা। জাকিরের পাবলিক অ্যাপ্রোচ দেখে শেখার মতো। শ্রোতারা ওঁর বাজনা শুনে, বলা শুনে বলভরসা পেতেন। কলকাতায় এসে কোনও অনুষ্ঠানে হৈমন্তী শুক্লাকে দেখলেই মাছ খাওয়ার বায়না ধরতেন।

প্রচুর চ্যারিটি ছিল ওঁর। এ কারণে ইউনেসকো তাঁকে সম্মানও জানিয়েছে। শরীর খারাপ বুঝে শীতের অনুষ্ঠান বাতিল করলেও ফেব্রুয়ারি মাসে একবার আসবেনই দেশে, কথা দিয়েছিলেন সংগঠক এবং বন্ধুমহলে।

ওঁর বাজনা নিয়ে কিছু বলার সাহস নেই। একটা কথা বলতে পারি, বিস্ময়ের অন্ত থাকত না, যখন দেখতাম জ্যাজের আঙিনায় ভিন্ন বোধ আর বোল নিয়ে জাকির ভাই হাজির সেখানে। কীভাবে সম্ভব দুই ভিন্ন শিখরে একই যোগ্যতায় বিরাজ করা? সাধারণ ভাবনায় আসে না। সেখানে কাজ করে গুরুমুখী বিদ্যার মামুলি হিসেব। এসব হিসেব কষতে কষতে পণ্ডিতেরা ক্লান্ত।

এরই মধ্যে পণ্ডিত রবিশংকর, আলি আকবর খান, আমাদের সত্যজিৎ রায়, মাদার টেরেজা, আবুল কালাম, পূর্ণদাস বাউলের মতো জাকির হুসেনও হয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ। এক জীবনে আর কী পাওয়ার বাকি থাকল?

তবলায় সুর বাঁধা থাকে নানা স্কেলের তারার সা এই স্বরে বা নোটে। জাকির হুসেন যখন বাজাতে বসতেন, তখন মনে হত তবলার বোলে সুরেলা সংগীতও শোনা যাচ্ছে যেন। সেই আপন গান সকলের জন্য রেখে, অন্য কোথাও নয়, সুরলোকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। আর কোথায় যাবেন তিনি?

(লেখক সংগীত গবেষক, গায়ক)

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়

১৯৩১

অভিনেতা দিলীপ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিশ্বের দরবারে তবলাকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে জাকির ভাইয়ের হাত রয়েছে। জাকির ভাই আসলে অনুপ্রেরণা। এক দশক আগেও তাঁর সঙ্গে যতটা কাজ করতাম, পরে তা হয়নি। এজন্য খুব আক্ষেপ হচ্ছে।

- এআর রহমান

ভাইরাল/১

হাতির আচরণে অবাক নেটিজেনরা। হাতিটির পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি। খেয়াল করেননি তাঁর পিছনে একটি হাতি দাঁড়িয়ে। হাতিটি পা দিয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলে লোকটির টনক নড়ে। তড়িঘড়ি সরে যান। নিজের পথে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় গজপতি।

ভাইরাল/২

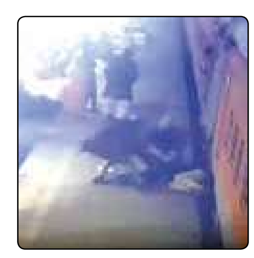

উত্তরপ্রদেশের একটি স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। যাত্রীদের মধ্যে ট্রেনে ওঠা-নামার ব্যস্ততা। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকতেই এক যাত্রী ব্যাগপত্র নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। ট্রেনের চাকার তলায় ঢুকে যাওয়ার ঠিক আগে একজন জিআরপি কর্মী তাঁকে টেনে নেন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমত

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা চাই

কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েতটি সম্পূর্ণরূপে কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল একটি জনপদ। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার। এই পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হাইস্কুল, দুটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি এমএসকে, আটটি প্রাইমারি স্কুল, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি শাখা ডাকঘর, কয়েকটি এসএসকে এবং আইসিডিএস কেন্দ্র সহ প্রচুর স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি ছোট-বড় বাজারও রয়েছে।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সহ জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অনুদান ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এজন্য নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার ছাত্রছাত্রী ও বাসিন্দাদের ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণের জন্য চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখায় যেতে হয়। এর ফলে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখার পক্ষে এত ব্যাপক সংখ্যার গ্রাহককে ব্যাংকিং পরিষেবা দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার কদমতলা বাজারে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

সংবিধান সংবিধান খেলা

লোকসভায় এখন চলছে সংবিধান সংবিধান খেলা। দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা এখন পেছনের সারিতেও নেই, বলা ভালো সবাই ভুল মেরে বসে আছে। ভাবটা এমন, দেশে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা- সব একদম ঠিকঠাক চলছে, কোনও সমস্যা নেই। এমনকি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়েও কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। মণিপুর জ্বলছে জ্বলুক তাতে আমাদের কী!

বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে, যেমন, সংবিধান, জরুরি অবস্থা, বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আম্বানি, আদানি- এই সব নিয়েই সংসদের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দেশের উদ্ভূত আসল সমস্যাগুলো সমাধান করার ব্যাপারে কারও কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। জনসাধারণ কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সেই এলাকার উন্নয়নের জন্য কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে সেটা শুনতে বিশেষ আগ্রহী থাকেন।

ধীরে ধীরে ভারতীয় সংসদ তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন দেশের উন্নয়নের কথা বাদে আর সব বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি একজন দেশের নাগরিক এবং ভোটার হিসেবে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো বলার অধিকার নিশ্চয়ই রাখি।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

চা বাগানে যখন দু'মাসের শীতঘুম

উত্তরবঙ্গের ছোট চা চাষি জানেন না টি বোর্ডের অস্তিত্ব। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি না শিল্প দপ্তরের অধীনে।

শিমূল সরকার

সাহেবরা শাসক হবার আগে ডিসেম্বর মাসটাই অজানা ছিল দেশের আমজনতার কাছে। ডিসেম্বর বছর শেষের উৎসবে ভরা একটা হিমেল মাস। সবাই আনন্দ উপভোগ করেন টানা দু'মাস? ফৌজিদের দু'মাস ছুটি বড় বিষয়। ডিসেম্বর সকলের কাছে উৎসবের নয়। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে? সবুর করুন পাঠক।

তখন হয়তো ঝরু লাকড়ার বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। কে ঝরু? চা বাগানের সাময়িক শ্রমিক। এই ডিসেম্বরে বাগান বন্ধ হয়। সেই ইংরেজ আমলের প্রথা। সর্দারদের মালিকরা পাঠাতেন, শ্রমিক খুঁজে আনতে সিকিম, নেপাল বা সাবেক বিহারে। নানা রকমের পরিচর্যার কাজ পান স্থায়ী শ্রমিক। তাঁদের নাম থাকে বাগানের খাতায়।

ঝরুরা যেন ঝরা পাতা। পেশা পরিচয়ের ঠিক নেই। কখনও চা বাগানে অস্থায়ী, কখনও ছোট চা চাষের জমিতে কাজ। লাভের আশায় বহুজন দশক ধরে খাদ্যশস্য ছেড়ে চা চাষি, যেখানে হাতির আনাগোনা ঘনঘন। মজার কথা, তাঁদের অবস্থা গেছোবাবার! কৃষি দপ্তরের নয়, চা বোর্ডেরও নয়।

উপনিবেশের আমলে টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল, মূলত স্কটল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের জন্য। তা বিবর্তিত। ছোট চা চাষিদের আইনি জটিলতায় নাকি নাম লেখানো দায়। ক্ষুদ্র চা চাষিদের একগাদা সংগঠন জুড়ে একটা গড়লেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। ছোট চাষিদের নথিভুক্ত করতে রাজ্যের অনুমোদন দরকার, সেখানে সীমানা ২০০১ সালে। অথচ ছোট চা চাষিদের চা চাষে ঢল নেমেছে তারপরে। ছোট চা চাষে শ্রমিকদেরও নেই নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

ছোট চা চাষিদের অসুবিধা কম নেই। উৎপাদিত চা পাতার দামের অধিকার দালালদের হাতে। কোনও দরাদরির জায়গা নেই। তেমন, ছোট চা খেতের শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী শ্রমিকদের রক্ষাকবচ অমিল। ১৯৫১ সালের প্ল্যান্টার্স আইন এদের চেনে না। ছোট চা খেতের শ্রমিকদেরও বড় অংশ মহিলা।

প্রতিষ্ঠিত বাগানের মতো এইসব খেতেও চা পাতা তোলা ডিসেম্বরে বন্ধ হয়। চায়ের কারখানা বন্ধ হলে কে নেবে পাতা? পরিচর্যার জন্য খুচখাচ কাজ জোটে। অথবা নদীর বালি তোলা, পাথর বাছাইয়ের কাজ ঠিকাদারদের কাছে। না হলে ঝরুর মতো ভাত বাড়ন্ত! কিছু ভিনরাজ্যে যায় বেশি রোজগারের জন্য। রোজের ফারাকের অর্থনৈতিক কারণটা অবশ্য জানার বাইরে। বাকিরা হয় কাঠবেকার না হলে শীতঘুমে।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-দু'মাস খুচরো চা খেতের অস্থায়ী চা জীবীদের থাকে না নিশ্চিত রোজগারের ঠিকানা। তাই বলে তো পরিবারের পেট বন্ধ থাকবে না। শীত ঠেকাতে জ্বালানিও এক সমস্যা। থাকে না রোগের হামলা বন্ধের হুকুম। ভরসা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প।

মোট কত একর জমিতে ছোট চা চাষ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। চা কৃষি দপ্তরের হাতে নেই। কত জমিতে ধানের বদলে চা বসেছে, তার হিসেব কে দেবে? ফলে কতজন চা চাষে অস্থায়ী শ্রমিক তার হিসাব? আকাশের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় কোথায়?

চা আছে টি বোর্ডের অধীনে। তারা মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করালেও ছোট চা চাষিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে? বহু চা চাষির কাছে অজানা। অধিকাংশ ছোট চা চাষি জানেন না কীভাবে টি বোর্ডের নাগাল পেতে হয়। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি দপ্তর না শিল্প দপ্তরের অধীনে। চা যে শিল্প এই ধারণাও কমজনের আছে। ফলে রাজ্যের র‍্যাশন ছাড়া আর কী অধিকার আছে? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

মোট কথা, ডিসেম্বরের খুশির সময়ে এদের কপালে পড়ে চওড়া ভাঁজ। আবার ফেব্রুয়ারিতে চা চাষ চালু হলে উনুন থেকে দু'বেলা গলগল করে ধোঁয়া বের হয়। চায়ের কাপ হাতে নাকে আসে সেদ্ধ ভাতের সুবাস!

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন উত্তরবঙ্গে)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কোনও কারণ ছাড়া, বিনা উদ্দেশ্যে ৩। সন্তান সম্ভবা মহিলা ৫। যে শিশু মাতৃস্তন্যের ওপর নির্ভরশীল ৬। উৎকট, জঘন্য বা বীভৎস্য ৭। তোষকের খোল তৈরির কাপড় ৯। যে চালাকির ভান করে ১২। ফুলের পরাগ যার মিলনে ফুল থেকে ফল হয় ১৩। মনোমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া।

উপর-নীচ : ১। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ২। হুঁকোর যে অংশে তামাক সাজানো হয় ৩। ঘি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের ভাত ৪। ব্যঞ্জন রান্নার চ্যাপটা হাঁড়ি ৫। পলেস্তারা হতে পারে, পরিধেয় হতে পারে ৭। দাগ বা চিহ্ন ৮। নস্যি রাখার ডিবে ৯। একপ্রকার ধান ১০। ঈশ্বরের দূত ১১। নাশপাতির আকৃতির কাঠের খেলনা।

সমাধান ■ ৪০১৪

পাশাপাশি : ১। পিরিচ ৪। পটল ৫। খোসা ৭। কমলা ৮। তায়দাদ ৯। ঝকমারি ১১। কলাপ ১৩। তিথি ১৪। হলফ ১৫। নলিচা।

উপর-নীচ : ১। পিনাক ২। চপলা ৩। হালখাতা ৬। সাবুদ ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। কফন ১২। পরচা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উপদেষ্টার ভাষণে নেই মুজিব প্রসঙ্গ ■ হাসিনাহীন বাংলাদেশ দেখল অন্য বিজয় দিবস

চাপের মুখে ভোটের বার্তা ইউনূসের

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের বাড়তে থাকা চাপ সামাল দিতে জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচির ইঙ্গিত দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, '২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে।' নির্বাচনের রূপরেখা ঠিক করতে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন ইউনূস। সেই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো ও 'স্বৈরাচারের দোসর' তকমা দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠদের বিচারের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তবে দেশের স্বাধীনতা যাঁর হাত ধরে এসেছিল বাংলাদেশে, সেই মুজিব-উর-রহমানের নাম একবারও উল্লেখ বিজয় দিবসের ভাষণে উল্লেখ করেননি ইউনূস। গোটা ভাষণে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বা ভারতীয় সেনার অবদান নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। ইউনূসের নীরবতার সঙ্গে সংগতি রেখে বিজয় দিবসে ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দিয়েছেন অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা, বিএনপি ও তথাকথিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতারা।

ইউনূস জানান, জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করবে নতুন কমিশন। তার তত্ত্বাবধানে হবে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার। ভোটের আগে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির কথাও জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর কথায়, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।'

আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর থেকে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরব ছিল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি। তাদের সুরে সুর মিলিয়েছে জামাত। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রবিবার দলের এক অনুষ্ঠানে দেওয়া ভার্চুয়াল বক্তৃতায় অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দলের মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্কারের পথে এগোতে হবে।' এদিনও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এরমান সালেহ প্রিন্স বলেন, 'ধারণা নয়, বিএনপি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ চায়। সংস্কারের নামে অযথা সময়ক্ষেপণ দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীদের সুযোগ করে দেবে।'

ক্ষমতায় আসার পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের অংশ ছাত্র নেতারা সংবিধান বাতিল ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আমূল সংস্কারের কথা বলেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ৬টি কমিশনও গঠন করা হয়েছে। সেইসব কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। এদিন আগের অবস্থান থেকেও সরে এসেছেন ইউনূস। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ন্যূনতম সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে অন্তর্বর্তী সরকার। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করতে হয় তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে।'

> ২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**

কমিশনের গঠন কাঠামো সম্পর্কে ইউনূস জানান, অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে যে ৬টি কমিশন গঠন করেছে সেই কমিশনগুলির চেয়ারম্যানদের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য করা হবে। কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন খোদ প্রধান উপদেষ্টা। কমিশন মনে করলে নতুন সদস্য নিয়োগ করতে পারবে। প্রস্তাবিত কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের রাখা হবে কি না সে ব্যাপারে অবশ্য নীরব ছিলেন ইউনূস।

মোদির পোস্ট নিয়েও ভারত বিরোধিতায় শান

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। ঢাকায় ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা সেনাবাহিনী। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার সেই শুরু। ঐতিহাসিক এই দিনটিকে বিজয় দিবস হিসাবে পালন করা হয় বাংলাদেশে। সীমান্তের এপারেও পালিত হয় নানা অনুষ্ঠান। সেই প্রথা এবারও মানা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে থাকা বাংলাদেশে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নজর এড়ায়নি। সোমবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা ভারতের নাম উচ্চারণই করেননি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশের বিজয় দিবসে পথে নামলেন বঙ্গ তনয়ারা। সোমবার ঢাকার রাজপথে।

বাংলাদেশে পালাবদলের রেশ ধরে ২০২৪-এর বিজয় দিবসে শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগ ছায়া ফেলতে পারেনি। সিংহভাগ অনুষ্ঠানে ভিড় জমিয়েছিলেন বিএনপি, জামাত ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতা এবং তাঁদের অনুগামীরা। বক্তাদের মন্তব্যে যেমন উহ্য থেকেছে বঙ্গবন্ধু, আওয়ামি লিগ, মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় সেনার কথা। তেমনই পাকিস্তান, পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকারদের ভূমিকা নিয়েও যথাসম্ভব কম শব্দ খরচ করা হয়েছে। বরং গুরুত্ব পেয়েছে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের সমালোচনা। মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে এক পংক্তিতে বসানোর চেষ্টাও নজর এড়ায়নি। একই সঙ্গে দিনভর তোলা হয়েছে ভারত বিরোধিতার জিগির। মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ্যে সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় সেনার উদ্দেশে যে শুভেচ্ছা বার্তা পোস্ট করেছেন তার বিরুদ্ধেও ঝড় তোলার চেষ্টা চলেছে বাংলাদেশে।

মোদি লিখেছেন, 'আজ বিজয় দিবস। ১৯৭১-এ ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈনিকদের সাহস ও আত্মত্যাগকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সংকল্প আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে। দেশকে গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের বীরত্ব ও অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' এই পোস্টের স্ক্রিনশট নিজের হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল লিখেছেন, 'তীব্র প্রতিবাদ করছি। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিল বাংলাদেশের বিজয়ের দিন। ভারত ছিল এই বিজয়ের মিত্র, এর বেশি কিছু নয়।'

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনত আবদুল্লার বক্তব্য, 'এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মোদি দাবি করেছেন, এটি শুধু ভারতের যুদ্ধ এবং তাদের অর্জন। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই উপেক্ষিত।' যদিও পর্যবেক্ষক মহলের মতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মোদি ভারতীয় সেনা ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই পোস্টকে নিয়ে বাংলাদেশে জলঘোলা করার চেষ্টা যুক্তিহীন।

বিতর্ক উসকে দিয়ে জামাত নেতা হেলাল উদ্দিন বলেন, '১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত পরাজিত হয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিয়ে ভারত আওয়ামি লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানকে দু-টুকরো করেছে।' বিএনপি নেতা রহমাতুল্লার বক্তব্য, 'ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষকে সহযোগিতা করার ভান করেছিল। পুতুল সরকার তৈরি করে বাংলাদেশকে শোষণ করতে চেয়েছিল।'

রবিবার এক বার্তায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সঙ্গী করে স্বাধীনতা বিরোধীদের পরাজিত করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনার সমর্থনে গণহত্যা চালানো যুদ্ধপরাধীদের উত্তরসূরিরা আজ অবৈধ সরকারের ছত্রছায়ায় রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা রাখা বয়োজ্যেষ্ঠদের আক্রমণ করা হচ্ছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকগুলি বিনা বাধায় ধ্বংস করা হচ্ছে।'

ইন্ডিয়া'র যোগ্য মুখ মমতাই, দাবি অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের সবচেয়ে যোগ্য মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার পক্ষে সওয়াল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের সবচেয়ে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেত্রী। এই বিষয়টি নিয়ে জোটের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত।

এর আগে এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার এবং আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব মমতাকে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই দাবিকে সমর্থন জানালেন। তাঁর এই মন্তব্যে জোটের নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সোমবার দিল্লিতে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'কোনও দলকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। তবে তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে।' সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, 'ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।'

অভিষেক স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান কেন অনন্য এবং যোগ্য। মমতা একজন জাতীয় নেত্রী, কয়েকবারের সাংসদ এবং চারবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠা উচিত নয় বলে অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অন্যদিকে ইভিএম নিয়ে ওমর আবদুল্লার পর এবার কংগ্রেসের দিকে কার্যত ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন অভিষেকও। তাঁর মতে, ইভিএমে কারচুপি নিয়ে অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়, বরং ভোট প্রক্রিয়ার আগে

> তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে। ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এবং ভোটগণনার সময় সঠিকভাবে ইভিএম খতিয়ে দেখা উচিত।

তিনি দাবি করেছেন, যদি নিয়ম মেনে ইভিএম পরীক্ষা করা হয়, তাহলে কারচুপির কোনও সুযোগ থাকবে না। অভিষেক আরও বলেন, 'কথায় নয়, বাস্তবিক কাজের মাধ্যমে কারচুপি রোধ করতে হবে। শুধুমাত্র অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়।' তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট, কংগ্রেসের ইভিএম-সংক্রান্ত অভিযোগে যুক্তি ও প্রস্তুতির অভাব রয়েছে বলেই তিনি মনে করেন।

অভিষেক আরও বলেন, 'তারপরও যদি কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে যাঁরা ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের কাছে যদি এমন কিছু তথ্য থাকে, সেটাকে নির্বাচন কমিশনকে গিয়ে দেখানো উচিত।'

তাঁর জীবন তৈরি করে দেন জাকির

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর : যাঁর তালবাদ্যের নানা আঙ্গিক ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের ঐতিহ্যকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে, সেই কিংবদন্তি শিল্পী জাকির হুসেনের তবলা নির্মাতা হরিদাস ভটকর শিল্পীর প্রয়াণের খবরে আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। অকপটে স্বীকার করলেন, 'আমি শুধু ওঁর তবলা বানিয়ে দিয়েছি। জাকির সাহেব আমার জীবন তৈরি করে দিয়েছেন।'

মুম্বইয়ের কাঞ্জুরমার্গে হরিদাস ভটকরের কর্মশালা। অনেক তবলা বানিয়েছেন। মেরামতও করেন। ওস্তাদ সাহেবের পছন্দমাফিক তবলা তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে। বাণিজ্যনগরীর এই কর্মশালায় হরিদাস কথায় কথায় জানালেন,

অকপট তবলা নির্মাতা

তবলা নিছক একটি বাদ্যযন্ত্র নয়। আঙুলের জাদুস্পর্শে তা থেকে উঠে আসা টিউনিং সংগীতকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছে দেয়, জাকির সাহেবের এই চেতনা ছিল। তাই তবলা সম্পর্কে ভারি খুঁতখুঁতে ছিলেন। তিনি মনোযোগ দিতেন তবলার বোলে। হরিদাস বলেই ফেললেন, 'জানেন, আর আগের মতো তবলা হবে না। আমার বিখ্যাত গ্রাহককে হারালাম।' তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ গ্রাহকের সঙ্গে অগাস্টেই হরিদাসের দেখা হয়েছিল।

সেদিন গুরু পূর্ণিমা। জাকির সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় একটি হল

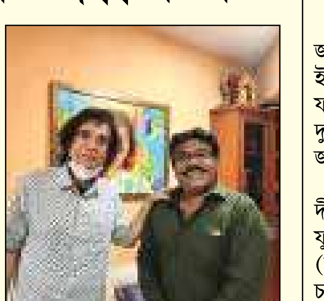

ঘরে। সেখানে প্রচুর ভক্ত। 'পরের দিন নেপিয়ান সি রোড পাড়ার সিমলা হাউস কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দু'য়েক কথাবার্তা হয়েছিল। মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। সে যেন কথার মৌতাত।'

প্রথম জাকিরের বাবা আল্লারাখার জন্য তবলা বানানো শুরু করেন হরিদাস। '১৯৯৮ সাল থেকে জাকিরের জন্য তবলা তৈরি করছি।' এত কথা বললেও হরিদাসের মুখে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। তবলা তৈরি ভটকর বংশের তিন পুরুষের রুজিরুটি। হরিদাসদের পরিবারের আদি বসত পশ্চিম মহারাষ্ট্রের মিরাজে।

জাকির হুসেনের প্রচুর তবলা তৈরি হয়েছে হরিদাসের হাতে। অনেক তবলা আবার হরিদাসের জন্য রেখেও দিয়েছেন জাকির।

নতুন তবলার পাশাপাশি অনেক পুরোনো তবলা মেরামতও করেছেন, হরিদাসের এই কথার মধ্যে যেন নিহিত রয়েছে জীবনদর্শন, 'আমি তো শুধু ওঁর জন্য তবলা তৈরি করেছি। উনি যে আমার জীবন গড়ে দিয়েছেন।'

দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগেই মৃত্যু

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : জাকির হুসেনের প্রাণ কেড়েছে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস (আইপিএফ) নামের দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগের জটিলতা।

আইপিএফ কী: একটি দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসজনিত রোগ। এতে ফুসফুসের ছোট বাতাসের থলিগুলি (অ্যালভিওলাই) এবং তাদের চারপাশের টিস্যু আক্রান্ত হয়। এর ফলে টিস্যুগুলি মোটা ও শক্ত হয়ে যায়, তাতে স্থায়ীভাবে দাগ পড়ে (ফাইব্রোসিস), তাই শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। 'ইডিওপ্যাথিক' শব্দটির অর্থ, কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না।

এটা কি বিরল রোগ: হ্যাঁ। গবেষণা বলছে, প্রতি ১০ হাজার জনের মধ্যে আইপিএফ-এর প্রাদুর্ভাবের হার ০.৩৩ থেকে সর্বোচ্চ ৪.৫১। এই রোগের প্রাদুর্ভাব নির্ভর করে অঞ্চল ও জনসংখ্যার ওপর। দক্ষিণ কোরিয়ায় এই রোগ সবচেয়ে বেশি হয়।

রোগের উপসর্গ : দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাসকষ্ট (যা সময়ের সঙ্গে বাড়ে)।

কেন হয় : ধূমপান, বংশানুক্রমিক কারণ এবং বয়স।

চিকিৎসা : আইপিএফ পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়। তবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের তীব্রতা কমানো যায়।

প্রতিরোধের উপায় : ধূমপান বন্ধ করা, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, ফুসফুসের সংক্রমণে ভোগা রোগীদের থেকে দূরে থাকা এবং প্রয়োজনে বার্ষিক ফ্লু এবং নিউমোকক্কাল টিকা নেওয়া।

আজই 'এক ভোট' বিল পেশের সম্ভাবনা

বিরোধিতার পথে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল সংসদে পেশ করা নিয়ে সংশয় অব্যাহত। সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন'(এক দেশ এক নির্বাচন) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। এই বিলের লক্ষ্য হল লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করা। সূত্রটি জানিয়েছে, বিলে এমন একটি ধারা রয়েছে যেখানে কোনও বিধানসভা ভোট লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একত্রে করা সম্ভব না হলে বিশেষ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। যদিও সংসদে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল পেশ করা নিয়ে সোমবার সরকারের তরফে কোনও বিবৃতি জারি হয়নি।

এদিকে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সংসদভবন প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'যাঁরা বাংলায় আট দফায় ভোট করায়, তাঁরা সারা দেশে একসঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করবে কীভাবে?' অভিষেকের অভিযোগ, এই বিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে। তিনি আরও বলেন, 'ভোটপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে সংবিধান বদলের চেষ্টা করছে বিজেপি। এটি জনগণের কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্র। যত দিন বিরোধী দল থাকবে, আমরা এই বিল পাশ হতে দেব না।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন দলীয় সাংসদদের সঙ্গে আলোচনায় অভিষেক বলেন, কোনওভাবে এক দেশ এক নির্বাচনকে সমর্থন করা যাবে না। সংসদ এবং সংসদের বাইরে ঘাসফুল শিবির এর বিরোধিতা করবে।

অভিষেকের বক্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস এক দেশ এক নির্বাচনের ধারণাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ভোটে বেশ কয়েকজন করে মারা যান। বাংলায় আট দফায় ভোট করানোর কোনও প্রয়োজন হবে না যদি রাজ্য সরকার অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে পারে।'

সরব প্রিয়াংকা : সোমবার সংসদে প্রিয়াংকা সরকারের কাছে আবেদন করেন সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। প্রিয়াংকা বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসা শুধু একটি দেশের সমস্যা নয় বরং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি বড় উদাহরণ।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন চলছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের সরকারকে কড়া অবস্থান নিতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সোমবার প্যালেস্তাইন লেখা এক ঝোলা ব্যাগ আর গলায় সাদা-কালো এক স্কার্ফ পরে সংসদে প্রবেশ করেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। ভাইরাল ছবি দেখে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিৎ পাত্রর কটাক্ষ, 'গান্ধি পরিবার এভাবেই তোষণের ব্যাগ বয়ে নিয়ে চলে। তাই নির্বাচনে তাঁদের ফল এমন হয়।'

'নেহরুর চিঠি ফেরান' রাহুলকে বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কাছে জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক চিঠি-সংগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাল 'প্রাইম মিনিস্টার'স মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি' (পিএমএমএল)। গত ১০ ডিসেম্বর লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে চিঠি দিয়েছেন পিএমএমএল-এর সদস্য রিজওয়ান কাদরি। ২০০৮ সালে তৎকালীন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির অনুরোধে চিঠিগুলি জনসাধারণের থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা হয়েছিল। তার আগে ১৯৭১ সাল থেকে নেহরুর ব্যক্তিগত পত্রাবলি ওই সংগ্রহশালার হেপাজতেই ছিল।

এই ঐতিহাসিক পত্রাবলির সংগ্রহটি ১৯৭১ সালে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড থেকে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে (এনএমএমএল) স্থানান্তরিত করা হয়। ৫১টি বাক্সে সংরক্ষিত নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র রয়েছে। চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এডউইনা মাউন্টব্যাটেন, পদ্মজা নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অরুণা আসফ আলি এবং বাবু জগজীবন রামের মতো বিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।

চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে সেগুলি যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চিঠির আসল প্রতিলিপি না ফেরানো হলেও অন্তত ছাপা প্রতিলিপি কিংবা ডিজিটাল সংস্করণ দিলেও সরকারের আপত্তি নেই। গত সেপ্টেম্বরেও চিঠিগুলি ফেরানোর জন্য সোনিয়াকে আর্জি জানিয়েছিলেন সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ। চিঠিতে রাহুলের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, 'আমরা বুঝতে পারছি নেহরু পরিবারের কাছে এই নথিগুলির ব্যক্তিগত গুরুত্ব রয়েছে। যদিও পিএমএমএল মনে করে, এই ঐতিহাসিক সম্পদ গবেষকদের কাছে আরও সহজলভ্য হওয়া উচিত।'

বাংলায় শপথ ঋতব্রতর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় শপথ নিলেন। দ্বিতীয়বার সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য উল্লেখ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন তিনি। জহর সরকার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর ওই জায়গায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করে তৃণমূল। প্রত্যাশিতভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন ঋতব্রত। সাংসদ হিসেবে জয়ের শংসাপত্র তিনি শুক্রবার পেয়েছেন। উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে এদিন শপথ নিয়েছেন।

সীতারামন বনাম খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে রাজ্যসভায় বিতর্কের প্রথম দিনে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পালটা জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। সীতারামন-খাড়গে দ্বৈরথে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের উচ্চকক্ষ।

সীতারামন দাবি করেন, কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস সংবিধানকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে যে প্রবণতার সূত্রপাত ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে অভিনেতা বলরাজ সাহানি

বলরাজ সাহানির গ্রেপ্তারি

ও গীতিকার মজরু সুলতানপুরীর গ্রেপ্তারির কথা উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। বলেন, '১৯৫১ সালে নেহরু সরকার প্রথমবার সংবিধান সংশোধন করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বাকস্বাধীনতা হরণ। ভারত আজও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু প্রথম অন্তর্বর্তী সরকার ভারতীয়দের বাকস্বাধীনতা খর্ব করার জন্য একটি সংবিধান সংশোধনী এনেছিল।' সীতারামন বলেন, 'দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করলেও তাঁর সরকার ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল।' ১৯৪৯-এ কবি-গীতিকার মজরু সুলতানপুরী এবং অভিনেতা বলরাজ সাহানির গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'মিল শ্রমিকদের সভায় মজরু সুলতানপুরী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তাই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন এবং বলরাজ সাহানির সঙ্গে জেলে যান।'

মোদিকে আশ্বাস শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার জমি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই আশ্বাসই দিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে। সোমবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল। তাতে প্রতিরক্ষা, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে সহযোগিতার বিষয়টি উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ভারতকে

বেছে নিয়েছেন দিশানায়েকে। তাঁর তিনদিনের সফর শুরু হয়েছে রবিবার। আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে মোদিকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে দিশানায়েকে বলেছেন, ভারত সব সময় শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করেছে। তাঁর দেশ ভারতের বিদেশনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের জমি এমনভাবে ব্যবহার করতে দেব না, যাতে তা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।' দিল্লির সঙ্গে কলম্বোর সহযোগিতা বাড়বে। মৎস্যজীবী ইস্যুতে স্থায়ী ও টেঁকসই সমাধান চান তিনি।

বছর দুয়েক আগে আর্থিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। তখন ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সময়ের কথা উঠে এসেছে প্রেসিডেন্টের মুখে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, আগামী দিনে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সংযোগ আরও বাড়বে। চেন্নাই ও জাফনার মধ্যে ফেরি পরিষেবা দু'দেশের পর্যটনকে চাঙ্গা করেছে। বাড়িয়েছে সাংস্কৃতিক বন্ধন।

তারাদের কথা

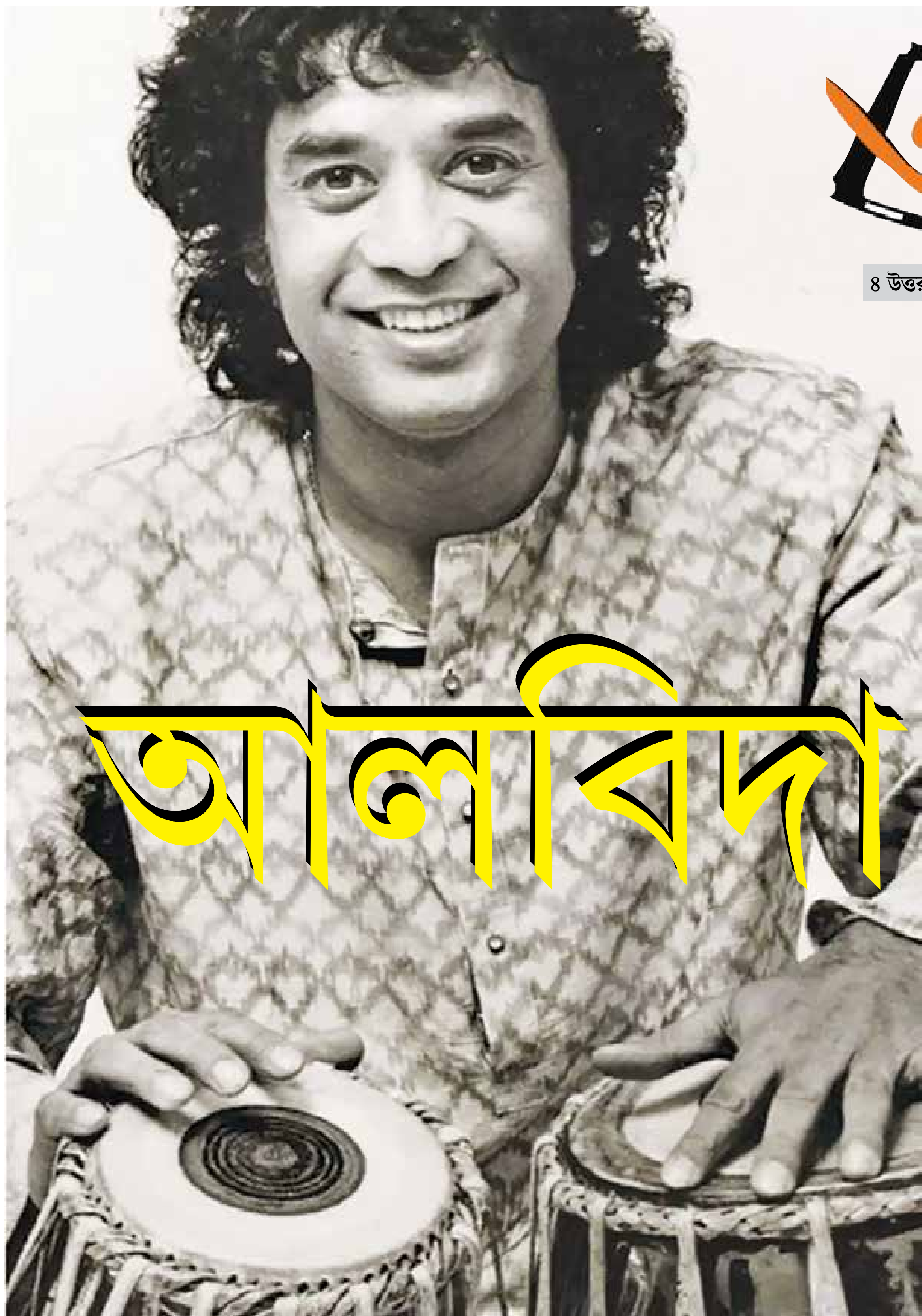

আলবিদা

আনন্দের চোটে মার্কিন মুলুক থেকে নিজের খরচে আগ্রায় জাকির

তাঁকে যে এই প্রস্তাবটা দেওয়া হতে পারে, সম্ভবত কোনও দিনই ভাবতে পারেননি জাকির হুসেন। বিজ্ঞাপনের কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস হয়নি তাঁর। কিন্তু ফোনটা যখন পেলেন, সবটা যেই শুনলেন, অমনি ভেতরের সেই শিশুটা লাফিয়ে উঠল। আর তারপর? এখনো তা ইতিহাস।

ব্রুকবন্ড তাজমহল চা। মনে আছে নিশ্চয়ই। আসলে আমবাঙালির জাকির হুসেনকে চেনার শুরু সেখান থেকেই।

একটা পণ্য কী করে একজন মহাতারকার সঙ্গে একাসনে বসে পড়ে, তার একমাত্র নজির এই ব্রুক বন্ড এবং জাকির হুসেন।

'তবলা বাজাচ্ছেন যেন জাকির হুসেন' লাইনটার তখনো জন্ম হয়নি। তবে 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ' এই লব্জ লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে কয়েক প্রজন্মের ঠোঁট থেকে, লাগাতার। তিনি নিজে বোধহয় এমনটা যে ঘটবে, তার কোনও আন্দাজ পেয়ে থাকতে পারেন। নইলে সান ফ্রান্সিসকো থেকে আগরা কেউ নিজের খরচে চলে আসতে পারেন? জাকির এসেছিলেন। সবেমাত্র তাঁকে বিজ্ঞাপনের কনসেপ্টটা শোনানো হয়েছে, তাতেই জাকির আনন্দে উল্লাসে তাঁর তরঙ্গাকার চুলের ঢল ঝাঁকিয়ে এসে বসে পড়লেন তাজমহলের, থুড়ি তাজমহল চায়ের সামনে।

আসলে শুরুতে জাকির হুসেন প্রথম পছন্দ ছিলেন না কিন্তু। এই বিজ্ঞাপনের জন্য জিনাত আমন বা এমনই কোনও তারকাকে ভাবা হয়েছিল। আলিশা চিনয়ও মুখ দেখিয়েছেন। কিন্তু নব্বই দশকের সেই বিজ্ঞাপনে অনেক মুখের আসা-যাওয়া থাকলেও জাকির হুসেন যেন একেবারে গেঁথে রইলেন মানুষের মনে।

হিন্দুস্তান থমসনের কে সি চক্রবর্তী ছিলেন কপি রাইটার। তিনি আবার তবলার ভক্ত। জাকিরকে আনার প্ল্যানটা তাঁরই। বিদ্যুতের মতো যেই না মাথায় খেলে গেল, অমনি একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখার চেষ্টা। এমন এক তারকাকে তিনি খুঁজছিলেন, যিনি ভারত এবং পাশ্চাত্যকে একসঙ্গে বহন করে চলেছেন। সেদিক থেকে তখন জাকির ছাড়া তারুণ্যের ঝলক আর বিশেষ কারও মধ্যেই নেই।

ব্যাস, শুরু হল শুটিং। নেপথ্যে পৃথিবীর চিরায়ত প্রেম-সৌধকে রেখে একদিকে তালের পর তাল, গতের পর গৎ বাজিয়ে একেবারে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা জাকিরের। অন্যদিকে, নানা চড়াই-উতরাই, নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে থেকে চায়ের আসল ব্লেন্ডটা বের করে আনা। আর যেই না বেরিয়ে এল, অমনি... 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ'।

কিংবদন্তির সেই ঝাঁকড়া চুলের শিশুর মতো উচ্ছ্বাসটা বে-তাল দুনিয়ার বরাবর মনে থেকে যাবে—'আরে হুজুর, ওয়াহ তাজ বলিয়ে'।

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ওস্তাদের প্রয়াণে

তবলা মায়েস্ট্রো জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিভিন্ন মহল। অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আজকের দিনটা খুব কষ্টকর।' কমল হাসান এক্স হ্যান্ডলে জাকির সাহেবের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা খুব ভাগ্যবান ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। গুড বাই ও থ্যাংক ইউ।' করিনা কাপুর তাঁর সোশ্যাল মাধ্যমে জাকির হুসেনের সঙ্গে রণধীর কাপুর হাত মেলাচ্ছেন, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'মায়েস্ট্রো ফরএভার।' অক্ষয়কুমার তাঁর ইন্সটায় লিখেছেন, 'ওস্তাদ জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকাহত। আমাদের দেশের সংগীত জগতের তিনি অমূল্য রতন। ওম শান্তি।' শোক প্রকাশ করেছেন রণবীর সিংও। মান্টো-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে কাজ করেছেন জাকির, নন্দিতা দাশ পরিচালক। নন্দিতা লিখেছেন, 'গভীরভাবে শোকাহত। এই ক্ষতি অপূরণীয়। একটা কাজ করবেন বলে সম্মতি দিয়েছিলেন।'

অন্যদিকে গ্র্যামি জয়ী রিকি কেজ বলেছেন, জাকির হুসেনের মৃত্যুতে সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনি একজন মহান শিল্পী, পাশাপাশি একজন ভালো মানুষও। সংগীত জগতে অমূল্য রতন ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।' সোনু নিগম পোস্ট করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, এটা কী হল?' এআর রহমান লিখেছেন, 'জাকির ভাই আমাদের অনুপ্রেরণা। তিনি তবলা বাদ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অপরিসীম ক্ষতি হল।' গায়ক অনুপ জালোটা লিখেছেন, 'এই খবরে আমি গভীর যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছি। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।'

বিক্রম ঘোষ বলেছেন, 'তালের জগৎ তার সোম হারাল। যে কোনও তালের কেন্দ্রে আছে সোম। জাকির ভাই সেই সোম। ওঁর চলে যাওয়াটা অকল্পনীয়। কত কাজ বাকি ছিল তাঁর।' সরোদিয়া তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বলেছেন, 'জানতাম তাঁর শরীর খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।'

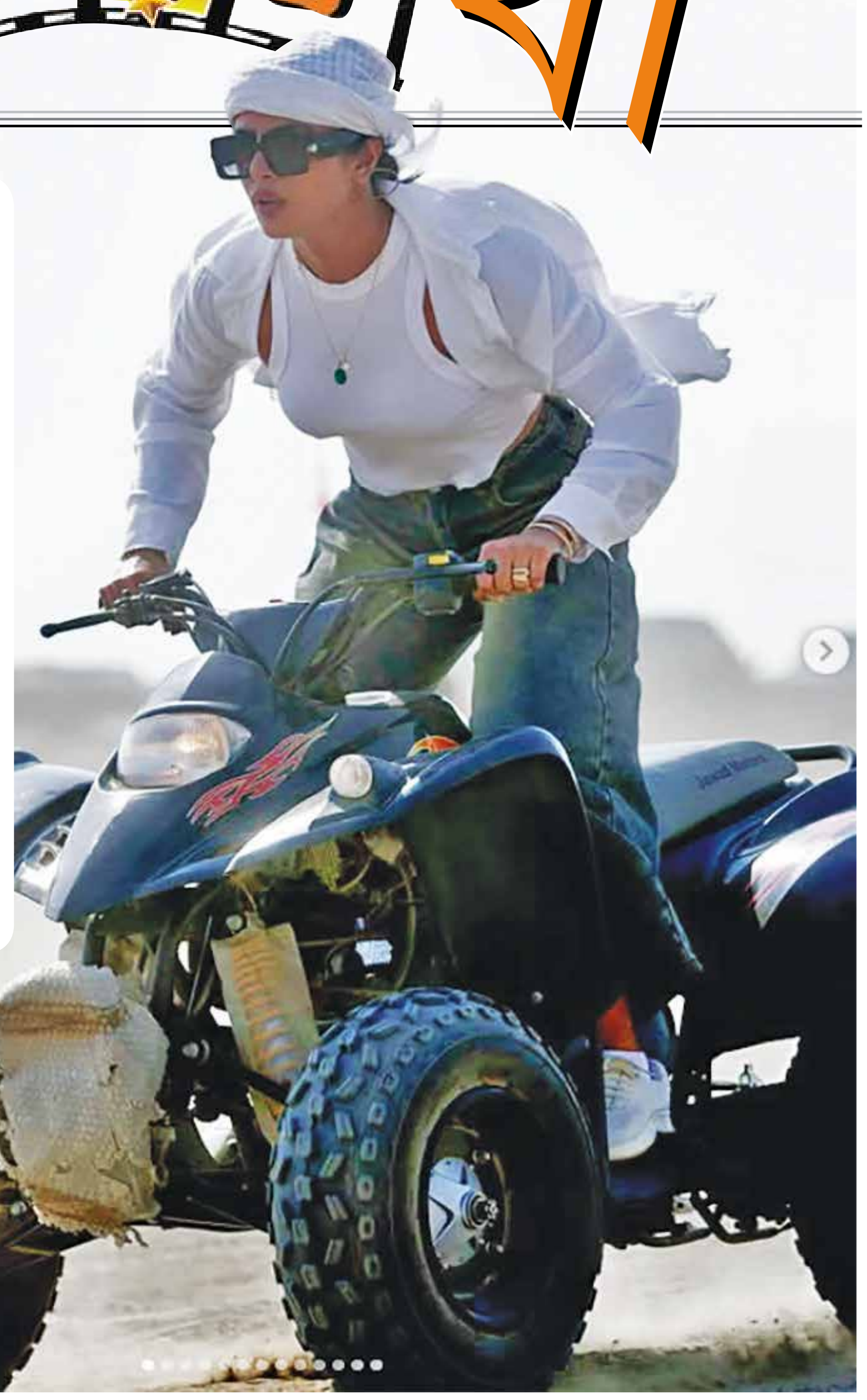

প্রিয়াংকার বড়দিন শুরু

এবছর একটু দেরি হল। আসলে সিটাডেল ২-র শুটিংটা শেষ হল সবে। এবার একেবারে জমিয়ে ছুটি কাটাতে নামছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে ইতিমধ্যে বড়দিনের পার্টিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। সৌদি আরবের রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সবে ফিরেছেন তাঁরা দুজনে। আসার পরই প্রিয়াংকার বন্ধু মর্গ্যান স্টুয়ার্ট ম্যাকগ্র'র বাড়িতে বড়দিনের পার্টিতে দেখা গেল তাঁদের। দুধসাদা পোশাক, লাল হাই হিল জুতো এবং বড় গোল ইয়াররিং-এর ফ্যাশনে প্রিয়াংকা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন। নিকের পরনে ছিল সাদা টি শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো ব্লেজার এবং সাদা জুতো। তাঁর গলার চেনটাও আলাদা করে নজরে পড়েছে।

এই পার্টিতে অবশ্য তাঁদের মেয়ে মালতী ছিল না। তবে এখন বেশ ক'টা দিন নিক আর মালতীকে নিয়ে চুটিয়ে ছুটির মুড উপভোগ করবেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়াংকা। ছুটি কাটিয়ে তবে আবার ছবির কথা হবে। এখন শুধুই আনন্দ।

চরম শীতে গরম খবর

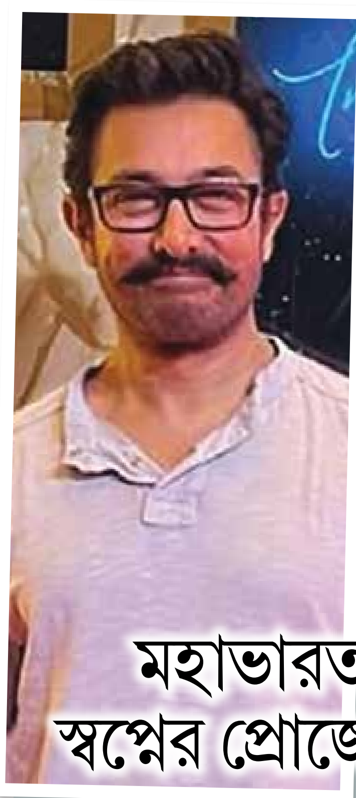

টালিগঞ্জে আবার বিয়ের সানাই। না, এক্ষুনি নয়, বাজবে জানুয়ারি মাসে। তবে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু। পাত্রী যে একেবারে সুপারহিট। পাত্রও তাই। সুতরাং সেলিব্রেশনটা জমিয়ে হবে বইকি। জানেন, তাঁরা কারা? শ্বেতা ভট্টাচার্য এবং রুবেল দাস। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁদের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তাঁদের দুজনের পোশাকে ছিল রংমিলান্তি। রুবেলের পরনে ছিল নীল পাঞ্জাবি। নীল সিল্ক শাড়িতে সেজেছিলেন শ্বেতা। সঙ্গে ছিল মানানসই সোনার গয়না। পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতেই হল সব অনুষ্ঠান। চারিদিক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তবে নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে শ্বেতা আর রুবেল নিজেদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ২০২৫-এ ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে।

মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রোজেক্ট, কিন্তু...

আমির খান এরপর বলেছেন, 'জানি না পর্দায় তাকে আনতে পারব কিনা।' অনেকদিন ধরেই মহাভারত প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন বলে আমির বলে আসছেন, এ বিষয়ে লেখালেখিও চলছে, কিন্তু কাজ এগোয়নি। এখন তিনি আমেরিকায় কিরণ রাও পরিচালিত ও আমির খান প্রযোজিত ছবি লাপাতা লেডিস-এর প্রচার করছেন। সে দেশে এখন ছবির নাম লস্ট লেডিস। এই উপলক্ষে বিবিসি-তে সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি বলেন, 'মহাভারত প্রজেক্ট বেশ ভয়ের। এর আয়তন ভয় ধরিয়ে দেয়। আমি ভয় পাই, যদি এই মহাকাব্যকে ঠিকঠাকভাবে পর্দায় না আনতে পারি! ভারতীয় হিসেবে মহাভারত আমাদের খুব কাছের। আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। তাই আমি একে সঠিকভাবে বানাতে চাই। এই প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব ভারতীয় যেন গর্বিত হয়। আমি পৃথিবীকে দেখাতে চাই ভারতের কী আছে। জানি না পারব কিনা, তবে মহাভারত আমি করতে চাই—দেখা যাক।' লেখক অর্জুন রাজাবলি বলেছেন, ২০১৮ থেকে মহাভারত অবলম্বনে একটা বড় বাজেটের ছবি করার জন্য কাজ করে চলেছেন। সেজন্য তিনি রাকেশ শর্মার বায়োপিকেও কাজ করেননি। গুজব, তাঁর মহাভারত-এর বাজেট ১০০০ কেটি টাকা।

এই সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের কাজ নিয়ে বলেছেন, 'আমি বছরে একটা ছবিতে অভিনয় করতে চাই। আবার বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা করে নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিতে চাই। আশা করছি, আমার পছন্দসই গল্প নিয়ে ছবি করতে পারব।'

উল্লেখ্য, লাল সিং চাড্ডা-র ব্যর্থতার পর আমির অভিনয় থেকে বিরতি নেবার কথা বললেও আবার ফিরে এসেছেন। এখন তিনি সিতারেঁ জমিন পর নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি ও জেনেলিয়া দেশমুখ। ছবির পরিচালক আর এস প্রসন্ন। আপাতত ছবির পোস্ট প্রোডাকশন চলছে, মুক্তি ২০২৫ সালে। মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট, কিন্তু...।

একনজরে সেরা ৫

পাশে বাবা

কত্থক শিল্পী অন্তোনিয়া মিনেকোলার সঙ্গে জাকির হুসেনের প্রথম দেখা উস্তাদ আলি আকবর খানের সৌজন্যে। তখনই প্রেম। কিন্তু এই বিয়েতে প্রবল আপত্তি ছিল মায়ের— জাকিরের বক্তব্য, 'পরিবারে প্রথম ভিন্ন ধর্মে বিয়ে তো... ' কিন্তু বাবা উস্তাদ আল্লা রাখা পাশে দাঁড়ালেন। বিয়ের পর মাকে বলেন, বিয়েটা ওরা সেরে ফেলেছে।

ট্রেলারে খাদান

আগামী বুধবার ১৮ ডিসেম্বর খাদান-এর ট্রেলার আসবে। নিজের এক্স হ্যান্ডলে ছবির নায়ক স্বয়ং দেব এই কথা জানিয়েছেন। ২০ তারিখ ছবির মুক্তি। এত দেরিতে ট্রেলার আসছে বলে অনুরাগীরা উদ্বিগ্ন। তাতে দেব বলেছেন, 'টেকনিক্যাল কারণেই দেরি। ভালোটাই তোমাদের কাছে তুলে দিতে চাই। ততক্ষণ এই মুহূর্তটা বেঁচে থাকুক।'

কপিলকে অ্যাটলি

দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে কপিল পরিচালক অ্যাটলিকে তাঁর গায়ের রং-কে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও স্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা জানতে চান কোথায় অ্যাটলি? অ্যাটলি উল্টে জানান, না। এআর মুরুগাদোসের আমার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়। তিনি আমাকে দেখতে চাননি। বহিরঙ্গ নয়, হৃদয়ই বিচার্য হওয়া উচিত।

মাসুম-এ নিত্যা মেনন

শেখর কাপুরের মাসুম: দ্য নেক্সট জেন-এ জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেত্রী নিত্যা মেনন থাকছেন। থাকবেন মনোজ বাজপেয়ী ও শেখর-কন্যা কাবেরী কাপুর। এছাড়া প্রথম মাসুম-এর নাসিরুদ্দিন শাহ, শবানা আজমিও থাকবেন। এটি ১৯৮৩-এর হিট মাসুম-এর সিক্যুয়েল। শুটিং শুরু হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে। নিত্যা মূলত দক্ষিণে কাজ করলেও মিশন মঙ্গল-এ ছিলেন।

থ্রিলারে আয়ুষ্মান

যশ রাজ ফিল্মসের একটি থ্রিলারে দেখা যাবে আয়ুষ্মান খুরানাকে। পরিচালক সমীর সাকসেনা। ইনি কালা পানি আর মামলা লিগাল হ্যায়-এর মতো সিরিজ বানিয়েছেন। আগামী বছরের মাঝামাঝি শুটিং শুরু হবে। আয়ুষ্মান এখন একটি হরর কমেডির শুটিং করছেন। অভিনেতা আগেও থ্রিলারে অভিনয় করেছেন, তবে এটি আরও রোমহর্ষক বলে দাবি নির্মাতাদের।

রাজের জন্মোৎসবে আলিয়া-নীতুর দ্বন্দ্ব

ভারতীয় সিনেমার শোম্যান রাজ কাপুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তিন দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান করল কাপুর পরিবার। গত সপ্তাহে এই উপলক্ষ্যে পুরো কাপুর পরিবার এক জায়গায় এসেছিল, দেখানো হল রাজ কাপুরের ১০টি উল্লেখযোগ্য ছবি। আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা ছিল রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, নীতু সিংদের। কিন্তু অনুষ্ঠানে একটি ঘটনায় তাল কেটেছে। রণবীর পরেছিলেন কালো গলাবন্ধ কোট, ঠোঁটের ওপর একটি গোঁফ, চুলটিও রাজ কাপুরের স্টাইল নকল করেই কাটা। আলিয়া পরেছিলেন সব্যসাচীর ডিজাইন করা ফ্লোরাল শাড়ি। কিন্তু নেটে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতা কিছুটা হলেও নষ্ট করেছে। দেখা যাচ্ছে, রণবীর আলিয়ার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন মা নীতু সিংয়ের দিকে এগোবার আগে। ওঁরা রেড কার্পেটে হাঁটতে যাচ্ছিলেন। আলিয়াও নীতুর দিকে 'মম' বলে এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁর শাশুড়ি মা তাঁকে না দেখেই এগিয়ে যান। আলিয়া থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এর সঙ্গে অন্য একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

জন্মদিনেই টিজারে সিকান্দার

কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার জন্য লাগাতার বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পেলেও তিনি পুরোদমে সিকান্দার ছবির শুটিং করে যাচ্ছেন। ছবির কাজ শেষ পর্যায়ে এসেছে। তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে সিকান্দার-এর টিজার আসবে, প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এ খবর দিয়েছেন। এছাড়াও ওইদিনই ছবিতে সলমনের ফার্স্ট লুকও বেরোবে। সূত্রের খবর, এই ছবি আগামী বছরের বহু প্রতীক্ষিত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই বছর শেষে টিজার প্রকাশের মাধ্যমে নতুন বছরের জন্য নির্মাতারা ছবির জন্য শোরগোল ফেলতে চাইছেন। আগামী বছর ইদে ছবির মুক্তি, টিজার বেরোনোর পর থেকেই ছবির প্রচারের কাজ শুরু হবে। ছবিতে আছেন রশ্মিকা মানডানা। পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। এই ছবির পরই সলমন শুরু করবেন অ্যাটলি পরিচালিত এ৬। আগামী বছর গ্রীষ্মেই শুটিং শুরু হবে।

ছোট তারা ★

কালিয়াগঞ্জ শহরের স্কুলপাড়া নিবাসী সাত বছরের বিশ্বরূপ সাহা। ইতিমধ্যে বয়সের অনুপাতে অঙ্কনে জেলা ও স্থানীয় স্তরে বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

ছোট খোকা বলে অ-আ... *রায়গঞ্জে তোলা ছবি।* *- দিবাকর সাহা*

বিপাকে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা অনিশ্চিত

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাসে স্নাতক স্তরে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের এবং স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষার শিডিউল রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলতে থাকায় পঠনপাঠন শিকেয়। সিলেবাস শেষ হয়নি।

গত সেপ্টেম্বর মাসে স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হলেও ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। কবে রেজাল্ট হবে, স্ক্রুটিনির দিনক্ষণ বা পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপের সময়ের ব্যাপারে কেউ জানেন না। এদিনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলন চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে আবর্জনায় ভরে আছে। ছুটিতে আছেন উপাচার্য, রেজিস্ট্রার। এমনকি উপপরীক্ষা নিয়ামকও নেই। সোমবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসির পূর্বতন ডিরেক্টর সুব্রত সাহা চিঠি দিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ছাড়া কীভাবে আইকিউএসির ডিরেক্টরকে সরিয়ে দিয়ে নতুন একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুব্রতবাবু। আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত তার কার্যকালের মেয়াদ ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অধ্যাপক কামরুল হাসানের বক্তব্য, 'শিডিউল অনুযায়ী আগামী জানুয়ারি মাসে পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু যে পরিস্থিতি চলছে তাতে পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের রেজাল্ট বের হয়নি, কিন্তু পরীক্ষা চলে এসেছে। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়তো পিছিয়ে যাবে।'

স্নাতকস্তরের চতুর্থ সিমেস্টারের এক ছাত্র বিকি দত্ত বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করলে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা আমাদের নানাভাবে দোষারোপ করতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যা অবস্থা, পরীক্ষা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা সে ব্যাপারে কার, কাদের কাছে প্রতিবাদ করব বুঝতে পারছি না।

> এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে খুবই ভুল করেছি। আমরা আরও পিছিয়ে পড়ব।
>
> তুহিনা পারভিন
> ছাত্রী, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

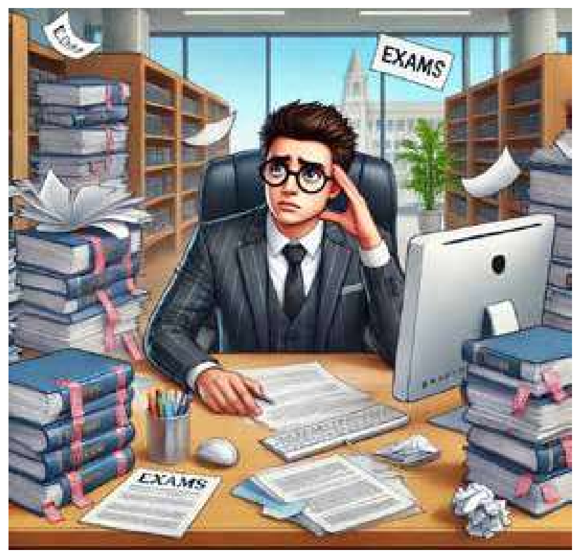

নতুন বছরে নতুন স্কুল

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : অনেক সমস্যা ছিল। তারমধ্যে অন্যতম সমস্যা ছিল নিজস্ব জমি, প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম ক্লাসরুম। অবশেষে সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নীল-সাদা রং-এ স্কুলটি নতুন রূপে সেজে উঠছে।

পুরাতন মালদা শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনে পঠনপাঠন এখন সময়ের অপেক্ষা।

স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা আধিকারিকদের তৎপরতায় জমির সমস্যা মেটানো হয়েছিল। সমগ্র শিক্ষা মিশনের বরাদ্দে নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়। স্কুল ভবনের কাজ প্রায় শেষের দিকে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন বছরের শুরুতেই ওই স্কুল উদ্বোধন হবে বলে মালদা চক্রের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

মহানন্দা কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয় সদরঘাট মোড়ের উপর রাস্তার ধারেই রয়েছে। ফলে পঠনপাঠনে সমস্যায় ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের সমস্যা থাকায় শিক্ষার্থীদেরও সমস্যা হত। কিন্তু এখন পিপি ওয়ান থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের সুবিধার্থে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিষয়ে মালদা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ বলেন, 'ইতিমধ্যে ভবন পরিকাঠামোর কাজ প্রায় শেষের দিকে। নতুন বছরের শুরুতেই নতুন ভবনে পড়াশোনা শুরু হবে।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়নাল আবেদিনের কথায়, 'স্কুলে নতুন ভবনের কাজ চলায় আমরা আপাতত পার্শ্ববর্তী গৌড়চন্দ্র গার্লস বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে গিয়ে পড়াশোনা করাচ্ছি। কিন্তু ডাইনিং, দরজা-জানলা সহ ইলেক্ট্রিকের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।'

হাসপাতালে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, তোপ পুরপ্রধানকে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : পুরসভার বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দাগলেন কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে পুর দপ্তরের বিরুদ্ধে ড্রেনের নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে এমন কড়া মনোভাবকে কেন্দ্র করে এবার সরগরম কালিয়াগঞ্জ।

কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন পাকা ড্রেন থেকে উপচে পড়া আবর্জনা, কালো জল পেরিয়ে তবেই হাসপাতালে আসা -যাওয়া করছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। বেশ কয়েকদিন ধরেই জমা দুর্গন্ধযুক্ত জলকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? অগত্যা ড্রেনের উপচে পড়া নোংরা জল পেরিয়েই জেনারেল হাসপাতালের ভেতর ও বাইরে যাতায়াত করতে হচ্ছে সবাইকে।

বিষয়টি নিয়ে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ জয়দেব রায় জানান, 'কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ড্রেনের জল হাসপাতালের ড্রেনে অনবরত ঢোকাতেই এই বিপত্তি। আমি বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য মুখ্য আধিকারিককে জানিয়েছি।' স্থানীয় পুরপ্রধানকে বিষয়টি জানানো হয়েছে কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'না। তিনি আমার অথরিটি নন।'

> সবাই এই অবর্জনা, কালো জল পেরিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে। অথচ কারও কোনও হেলদোল নেই। হাসপাতালের সামনে এমন ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের হাল ফেরাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।
>
> – শ্যামল বর্মন
> রোগীর পরিজন

দীর্ঘকাল ধরেই কালিয়াগঞ্জে শহরকেন্দ্রিক নিকাশিনালা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তৃণমূল আমলে শহরে বেশ কিছু নতুন নিকাশিনালা তৈরি হলেও তা কতখানি প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক, সেই ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান নাগরিকরা। হাসপাতালের সুপারের তোলা অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা বলেন, 'বর্তমান হাসপাতালের বিল্ডিং ঘেঁষা নতুন ভবন তৈরি হতেই এই বিপত্তি। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা মাটি ফেলে পুরসভার মূল ড্রেনের মুখ আটকে দিয়েছে। ফলে জল চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি এব্যাপারে জানতে চাইলে ঠিকাদার সংস্থা ড্রেন পরিষ্কারের জন্য দুই মাসের সময় চেয়েছিল। একবার আমি পুরসভার তরফে ড্রেন পরিষ্কারের চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু ড্রেনের মাটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা যায়নি।' তাঁর আশ্বাস, 'দেখছি, এখন কী করা যায়।'

ছাদ বাগানে কমলা

তনয়কুমার মিশ্র

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : মালদার মাটি ও আবহাওয়ায় আদৌ কমলালেবু ফলানো সম্ভব কি না, সেই পরীক্ষা করতেই এক বছর আগে নিজের বাড়ির ছাদে কমলালেবুর গাছ লাগিয়েছিলেন। চলতি শীতে নিজের পরীক্ষার ফল উপভোগ করছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিকের শিক্ষক অতনুকুমার ঝা।

মালদা শহরের এই বাসিন্দা বাড়ির ছাদেই গাছ ভর্তি কমলা ফলিয়েছেন। এই বছর সব থেকে বেশি ফলন হয়েছে। কমলা ছাড়া ছাদ বগানে ফলেছে কাঁঠাল, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, লেবু, জামরুল, আপেল ইত্যাদি ফল। অতনুবাবুর বক্তব্য, 'পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু করেছিলাম। মালদার মাটিতেও যে কমলালেবু ফলানো যায় তা প্রমাণ করে দিয়েছি। এটি রোজগারের মাধ্যমও হতে পারে।'

সীমিত জায়গায় অতনুবাবুর সাফল্য। - সংবাদচিত্র

শিক্ষক নিয়োগের দাবি

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : জেলার সমস্ত শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে সোমবার জেলা পরিষদে ডেপুটেশন জমা দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএসকে, এমএসকে টিচার্স এবং এএস সমন্বয় সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি। সংগঠনের সদস্যরা এদিন জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক পূর্বা দোরজি শেরপার হাতে ডেপুটেশন তুলে দেন। সংগঠন নেতৃত্বের দাবি, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত হলেও আজও সমস্ত এসএসকে এবং এমএসকেগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়নি। শিক্ষক নিয়োগ নেই। যারা চাকরিরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন, তাঁরা টার্মিনাল বেনিফিট পাচ্ছেন না। এছাড়াও কম্পোজিট গ্র্যান্ট, পেনশন এবং স্ল্যাব অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির দাবি তোলেন তাঁরা।

১২ মাসের ভাতা দাবি

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : মিড-ডে মিলের কর্মীদের ১০ মাস নয়, ১২ মাসের ভাতা সহ সাত দফা দাবিতে কালিয়াগঞ্জের বিডিওকে স্মারকলিপি দিল সিটু। সোমবার দুপুরে সিটুর কালিয়াগঞ্জ লোকাল কমিটির উদ্যোগে এই স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক প্রশান্ত ঘোষ, জ্যোতিবিকাশ ভদ্র সহ একাধিক দলীয় নেতৃত্ব। প্রশান্তবাবুর বক্তব্য, 'মিড-ডে মিল কর্মীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভাতা দিতে হবে। তাঁদের সরকারি পরিচয়পত্র দিতে হবে। দৈনিক ৬৭ টাকা নয়, কমপক্ষ ৭০০ টাকা করে দিতে হবে। মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের হাজিরা খাতা চালু করতে হবে।'

'শিল্পের সমাধানে' বৈঠক

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : 'শিল্পের সমাধানে' জেলাস্তরের মেলা হতে চলেছে কালিয়াগঞ্জে। ১৬ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কালিয়াগঞ্জ বিডিও অফিস চত্বরে পাঁচদিন চলবে ওই মেলা। রবিবার দুপুরে বিডিও অফিসে প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও প্রশান্ত রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার, পুর চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা সহ জনপ্রতিনিধিরা। ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা আধিকারিকরা।

স্টেশন রোডের যানজটে জেরবার রায়গঞ্জবাসী

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ পাবলিক বাসস্ট্যান্ডের গা ঘেঁষে রয়েছে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন। মাঝে রয়েছে একফালি সড়ক। প্রতিদিন ভোর হলেই সেই সড়ক চলে যায় শাকসবজি, মাছ ও মাংসের বাজারের দখলে। বিকেলে বসে ফাস্ট ফুডের দোকান। বহু ক্রেতা -বিক্রেতা ভিড় জমান এই বাজারে। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যানবাহন চালক থেকে পথচলতি মানুষদের।

রায়গঞ্জের বাসিন্দা পার্থসারথি মিত্র বলেন, 'কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হতেই বাজারটি স্টেশন রোডের দু'পাশে বসতে শুরু করে। প্রায় এক শতাধিক শাকসবজি, ডিম, মাছ ও মাংস ব্যবসায়ী পসরা সাজিয়ে বসেন। ক্রেতারা রাস্তায় দাঁড়িয়েই কেনাকাটা করেন। আটকে পড়েন শহরবাসী।'

যুগল হালদার নামে এক মাছ ব্যবসায়ী জানান, 'আমাদের কারণে রাস্তা আটকে থাকে ঠিকই, কিন্তু কি করব? পুরসভা যদি অন্য জায়গা দেয়, তাহলে সেখানে চলে যাব।'

এই রোডের পাশেই রয়েছে একটি ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার এটি একমাত্র রাস্তা। ট্যাক্সিচালক মিলন সিংহ জানান, 'সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই রাস্তায় এতটাই ভিড় থাকে যে, স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি বের করতে সমস্যায় পড়তে হয়। বাজারটি অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেলে খুব ভালো হয়।'

এমতাবস্থায়, রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'ওই রাস্তায় যারা ব্যবসা করেন প্রত্যেকে তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বাজারটি যদি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পূর্বদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যাতায়াতের সমস্যা হবে না। এই এলাকায় যানজটও হবে না।'

রায়গঞ্জ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনিরুদ্ধ সাহার বক্তব্য, 'ওই এলাকার কিছু তরুণ বাজারটা বসিয়েছে। এতে লোকজনের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। বাজারটি পূর্বদিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেই আর সমস্যা থাকবে না। এনিয়ে পুরসভার সঙ্গে কথা বলব।'

নতুন নর্দমা ১২টি ওয়ার্ডে

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এবার বালুরঘাট পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের একে গোপালন কলোনি পাচ্ছে নতুন নিকাশি ব্যবস্থা। ১৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা বরাদ্দে ওই এলাকায় নর্দমা নির্মাণের কাজ শুরু হল। মোট ১২টি ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে এই কাজ শুরু হচ্ছে। সোমবার এই কাজের সূচনা করেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার বিপুলকান্তি ঘোষ সহ অনান্যরা।

২৫টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বালুরঘাট শহর। এর মধ্যে একে গোপালন কলোনি এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থায় খামতি রয়েছে। সেটা নজরে এসেছে বালুরঘাট পুরসভার। নিকাশি সমস্যা রয়েছে এমন ১২টি ওয়ার্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছিল আগেই। এই ওয়ার্ডগুলির নিকাশিনালা তৈরিতে এক কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। ওয়ার্ক অর্ডার, টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে ধাপে ধাপে কাজ শুরু হয়। এদিন একে গোপালন কলোনিতে নিকাশিনালা নির্মাণ কাজের সূচনা হল বলে জানান পুরপ্রধান।

পড়ে নষ্ট কলের জল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই জলের অভাবে জর্জরিত জেলার বিভিন্ন এলাকা। এর মধ্যেই জলের অপচয়ের ছবি ধরা পড়ল বালুরঘাটে। বালুরঘাট পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কয়েকটি ট্যাপকলে অনবরত জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে এলাকাবাসীরা জল ব্যবহার করলেও বেশিরভাগ সময়ই সেই পানীয় জল নর্দমায় মিশছে। বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী কিংকর দাস বিষয়টি ক্যামেরাবন্দি করে সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বালুরঘাটে। তিনি সেই ভিডিও পোস্ট করে কাউন্সিলার সহ পুরসভার চেয়ারম্যানকে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলারের তরফে ট্যাপকলগুলো জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আওতায় রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গত পুরভোটে বালুরঘাট পুরসভার আওতায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চকভৃগুর একটি বিস্তীর্ণ অংশ। যেখানে ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ড তৈরি করে শহররূপে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু চকভৃগু এলাকায় অনেক জায়গায় জল অপচয়ের ছবি ধরা পড়ছে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ ক্লাবপাড়ার কয়েকটি ট্যাপের বিবকক নেই। যার ফলে কার্যত সারাদিন ধরে পানীয় জল পড়ে ভেসে যাচ্ছে। লোহার পাইপের সঙ্গে কোনওমতে প্লাস্টিকের পাইপ জুড়ে সেখানে জল সরবরাহ হচ্ছে।

পরিবেশপ্রেমী কিংকর দাস জানান, 'কাজে বিবেকানন্দ ক্লাব এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে দুটি ট্যাপ দিয়ে অনবরত জল পড়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় কাউন্সিলার ও পুরসভার চেয়ারম্যানকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছি।'

স্থানীয় কাউন্সিলার পল্লব দাস বলেন, 'কিছু অসচেতন নাগরিক বিবককগুলো ভেঙে ফেলে। ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই এলাকায় গিয়ে বিষয়টি দেখব।

নিখোঁজ নাবালক

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : এক নাবালক নিখোঁজের ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে চকভৃগুর চকচন্দন এলাকায়। বাপি পাহান নামে ১৫ বছর বয়সি ওই নাবালক গত ১২ নভেম্বর দোকানে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ মিলছে না বলে সোমবার বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তার বাবা রঞ্জিত পাহান। পুলিশ নাবালকের খোঁজ শুরু করেছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ	
এ পজিটিভ	৩১
এ নেগেটিভ	৩
বি পজিটিভ	৩৩
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	৮
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	২৬
ও নেগেটিভ	০
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)	
■ রায়গঞ্জ মেডিকেল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
■ বালুরঘাট হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির পুরস্কার

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুরের উদ্যোগে সোমবার পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয় ছন্দম মঞ্চে। ইতিহাস অভীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে জেলার বিভিন্ন ব্লকের প্রায় ২৫০ জন সফল ছাত্রছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি, বাউলশিল্পী তরণী সেন মহন্ত, শিক্ষাবিদ বিপুল মৈত্র সহ অন্যরা। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সোমনাথ সিং জানান, দু'মাস আগে হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে জেলাজুড়ে ইতিহাস অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে ২৫০ জনকে পুরস্কৃত করা হল। মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি সংগঠনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

এদিন সংস্থার সম্পাদক সোমনাথ সিংয়ের লেখা একটি বইও প্রকাশিত হয়। যার নাম 'রায়গঞ্জ আলোক সন্ধানে'। যে বিষয়গুলি এতদিন সাধারণ মানুষের নজরে আসেনি, সেই বিষয়গুলি এই বইয়ে তুলে ধরেছেন সোমনাথবাবু।

সাঁওতালি ভাষার স্কুলে শিক্ষক দাবি

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলগুলিতে শিক্ষার পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করতে হবে, সঠিক সময়ে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বই বিতরণ করতে হবে। এই তিন দফা দাবি সহ গঙ্গারামপুরের পাঁচটি স্কুলে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠনপাঠনের ব্যবস্থার দাবিতে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদার কাছে আবেদন জানাল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। সোমবার বিকেলে সংগঠনের তরফে চেয়ারম্যানকে এই দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এই দাবি মানা না হলে আগামীদিনে বড় আন্দোলনে নামা হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি জানান, 'সাঁওতালি মিডিয়ামে পড়াশোনার মানের উন্নয়ন সহ একাধিক দাবিতে ডিপিএসসির চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দিয়েছি। পাশাপাশি গঙ্গারামপুরের পাঁচটি প্রাথমিক স্কুলে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।'

সকালে খাবার বিক্রি বিকেলে বুকশপ

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : জায়গাটায় সকালে বিক্রি হয় লুচি-পুরি। বেলার পর থেকে ওই জায়গাটা ফাঁকাই পড়ে থাকত। দিন ১০-১৫ হল, ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধ জায়গাটা নিজের হাতে পরিষ্কার করে নানা ধরনের বই আর রকমারি ফুল নিয়ে বিক্রি করতে বসেন। বইয়ের মধ্যে কিছু বই নতুন। কিছু পুরোনো। বাংলা ও ইংরেজি – দুই ভাষার বিভিন্ন রকমের বই মিলবে। প্রকৃত বইপ্রেমী হলেই লাভ কম রেখে তাঁর হাতে বই তুলে দেন। বিকেলে গঙ্গারামপুর শহরের চৌপথি ট্র্যাফিক মোড়ের কাছে শিববাড়ি রোডে গেলে দেখা মিলবে এই দোকানের।

৬৫ বছরের প্রবীণের নাম গৌতম সন্ন্যাসী। দোকান কেনার সামর্থ্য না থাকায় রাস্তাতেই অস্থায়ী দোকান তৈরি করে নিয়েছেন। গৌতম সন্ন্যাসী বলেন, 'আমি সবাইকে পুস্তকমুখী করে তুলতে চাই। আর ফুল বিক্রি করে মানুষকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করি প্রকৃতিকে ভালোবাসতে।'

অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ সরকার বলেন, 'গৌতমবাবু যেভাবে বৃহৎসংখ্যক মানুষকে পুস্তকমুখী করার স্বপ্ন দেখেছেন তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। এই উদ্যোগকে দৃষ্টান্তমূলক জানিয়ে অধ্যাপক বলেন, 'আমি নিজেও প্রথমদিনই তার কাছ থেকে কিছু মূল্যবান বই অল্প মূল্যে সংগ্রহ করলাম।'

ফুল, বইয়ের পসরা গৌতম সন্ন্যাসীর।

> কবিতায় যদি বলা যায়, জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।
>
> সুকুমার সরকার, সাহিত্যিক

বিবেকানন্দ সভাকক্ষের উদ্বোধন

কুমারগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিবেকানন্দ সভাগৃহের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল সোমবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, আটটি পঞ্চায়েতের প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা। আধুনিক সুযোগসুবিধাসম্পন্ন এই হলটি এলাকার প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা। উদ্বোধনের পরেই এদিন ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ সভা, 'বার্ষিক অ্যাকশন প্ল্যান ২৫-'২৬' অনুষ্ঠিত হয়।

বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'এই সভাকক্ষ শুধু প্রশাসনিক নয়, পঞ্চায়েত স্তরের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও সভার জন্যও কাজে আসবে।' পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়ের মতে, 'এটি এলাকায় উন্নয়নের গতি বাড়াতে সহায়ক হবে।'

মডেল বিএসকে গঠন

কুমারগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লক অফিস চত্বরে মডেল বিএসকে (বাংলা সহায়তা কেন্দ্র) তৈরি করা হল। ব্লকের মোট ১২টি বিএসকে কেন্দ্রের মধ্যে এটি আধুনিক সুযোগসুবিধাসম্পন্ন প্রথম মডেল সেন্টার। সোমবার এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে এটি একটি মডেল সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য আরও উন্নত ও দ্রুত পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করবে। জনপ্রতিনিধিদের মতে, মডেল বিএসকের এই উদ্যোগ প্রশাসনিক কার্যক্রমে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ

পতিরাম, ১৬ ডিসেম্বর : কামালপুরে এক ১৬ বছরের এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল পতিরাম থানা। পরিবার নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ বিয়ে শুরুর আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিয়ে বন্ধ করে দেয়।

ওসি সৎকার সাংবো জানান, 'বিয়ের আগে পুলিশ গিয়ে সেখানে পৌঁছে বিয়ে বন্ধ করে। নাবালিকার মায়ের থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে।

নাবালিকাদের বিয়ে রোধে প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ সচেতনতা বাড়াবে এবং এ ধরনের অপরাধ কমাতে সাহায্য করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে মৃত্যু

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। ঘটনাটি ঘটেছে ভূতনির ডাল্লুটোলায়। মৃত তরুণের নাম মনোজ মণ্ডল (১৯)। বাড়ি রতুয়ার বালুপুরে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন মনোজ। ডাল্লুটোলা সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত ফোটোগ্রাফার

সুতি, ১৬ ডিসেম্বর : বিয়েবাড়িতে ফোটোগ্রাফি করতে যাওয়ার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ফরাক্কার এক তরুণের। রবিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের সুতি থানার নিউ বাজিতপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণের নাম মাসুদ আনসারি (৩২)। তাঁর বাড়ি ফরাক্কার অর্জুনপুরে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এদিন সকালে বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে সুতির একটি বেসরকারি লজে ফোটোগ্রাফি করতে যাচ্ছিলেন তিনি। রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। সঙ্গে ছিলেন আরেক বাইক আরোহী। গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে মহেশাইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মাসুদ আনসারির মৃত্যু হয়। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওয়াসিফ আলি।

শীতে মরশুমি ফুলের চারা বিক্রি। সোমবার গাজোলের রাস্তায়। - পঙ্কজ ঘোষ

কুলিকের জমি রক্ষায় ধর্না রেঞ্জ অফিসারের

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বনবিভাগের অধীনে কুলিক রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে মণিপাড়া, ধানগাড়া, আব্দুলঘাটা, খাড়িপাড়ার মতো বেশ কিছু বনবস্তি। এই বনবস্তির উন্নয়নে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে নানা ধরনের কর্মসূচি শুরু করেছে বনবিভাগ। সেই কাজে প্রয়োজন ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন। কিন্তু স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠতেই সেই নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে বন দপ্তর। এরকম পরিস্থিতিতে এবার নতুনভাবে উঠে এল মণিপাড়া বনবস্তির নাম।

মন্দিরের জমি বাদে আরও অতিরিক্ত জমি উদ্ধারে রীতিমতো ধর্না দিয়ে বসে পড়লেন রায়গঞ্জ কুলিকের রেঞ্জ অফিসার মধুমিতা পাত্র। আচমকাই এমন ঘটনায় কিছুটা হলেও হতচকিত হয়ে যান জমি দখল করা বনবস্তির মানুষ।

কী হয়েছিল জানতে চাইলে স্থানীয় বাসিন্দা মঞ্জু মণ্ডল বলেন, 'এখানে কিছুটা জমিতে আমরা দীর্ঘ ৬০/৭০ বছর ধরে ব্যবহার করে আসছি। এই জায়গা বন দপ্তরের হলেও এখানে গোরু বেঁধে রাখি। যাতায়াত করি। কিন্তু গতকাল হঠাৎ রেঞ্জ অফিসার ম্যাডাম এসে এই জায়গা থেকে আমাদের সরে যেতে বলে। আমরা এখন যাব কোথায়?'

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যাম মণ্ডলের দাবি, 'রেঞ্জার ম্যাম এই জায়গা ব্যবহার করতে বারণ করেছেন।

> বন দপ্তরের জমি রক্ষা এবং তার বন্যপ্রাণ রক্ষা আমাদের কর্তব্য। এই কাজ করতে গিয়ে রেঞ্জ অফিসার মধুমিতা পাত্র এই পদক্ষেপ করেছেন। এই অরণ্যের কোনওরকম ক্ষতি আমরা মেনে নেব না।
>
> **ভূপেন বিশ্বকর্মা**
> **বন আধিকারিক, রায়গঞ্জ**

আমরা ব্যবহার করতে চাইলে উনি এখানে বাঁশ গাছের চারা পুতে দিয়েছেন। এই গাছ হলে আমরা বিপদে পড়ব। তখন এটা আর ব্যবহার করতে পারব না।' শ্যামবাবু আরও বলেন, 'বনবিভাগের জমিতে রয়েছে একটি শীতলা, কালী মন্দির। সেই মন্দিরের পাশেই একটি ক্লাবঘর গড়ে ওঠেছে এবং ঘর নিয়েও তীব্র আপত্তি জানান রেঞ্জ অফিসার মধুমিতা পাত্র।'

উদয়ন সংঘের সদস্য রাজা প্রধান, অজয় সরকার, সোম যাদব, রতন মণ্ডল জানান, এই ক্লাবঘরে আপত্তি থাকায় উনি এখানে মাটিতে বসে পড়েন। এবং কোনওরকম পাকা গাঁথনি যাতে না হয়, সেটা দেখতে স্থানীয় বাসিন্দাদেরই দায়িত্ব দেন।

রায়গঞ্জ বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'বন দপ্তরের জমি রক্ষা এবং তার বন্যপ্রাণ রক্ষা আমাদের কর্তব্য। এই কাজ করতে গিয়ে রেঞ্জ অফিসার মধুমিতা পাত্র এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই অরণ্যের কোনওরকম ক্ষতি আমরা মেনে নেব না।' যদিও এমন ঘটনায় বনবস্তির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মনু মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আগে সব কিছু ঠিকঠাক চললেও এই রেঞ্জ অফিসার বন দপ্তরের জমিতে পঞ্চায়েতের জলের প্রকল্প বন্ধ করে রেখেছেন। এবার ক্লাবঘর তৈরিতেও বাধা দিয়ে যেভাবে মাটিতে বসে পড়েছেন, সেটা বনবস্তির উন্নয়নে বাধা তৈরি করছে। আমরা মণিপাড়ার বাসিন্দারা বন আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেব।'

হরিশ্চন্দ্রপুরে শিয়ালের হানায় আহত ১৩

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ ডিসেম্বর : একের পর এক শিয়ালের হামলায় হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তারা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছেন। শিয়ালের হামলায় উদ্বিগ্ন মন্ত্রী তজমুল হোসেন নিজেও। তিনি এই বিষয়ে বন দপ্তর এবং বনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

হরিশ্চন্দ্রপুরের মাটিয়ারিতে দু'দিন আগে একটি শিয়াল আটজনকে কামড়ায়। তারা মাঠে কাজ করছিলেন। আবার কাননপাড়াতে শিয়ালের হানায় পাঁচজন জখম হন। কখনও একা, কখনও দলবেধে শিয়াল প্রায় প্রতিদিনই লোকালয়ে, কখনও মাঠে, কখনও রাস্তায় হামলা চালাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন কারও বাড়ি চড়াও হয়ে ছাগল, হাঁস ও মুরগি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। গরিবদের মাথায় হাত।

শিয়ালের হামলায় জখম মাটিয়ারির বাসিন্দা মুখলেসুর রহমান। বলেন, "মাঠে ধান কাটছিলাম। একটি শিয়াল ছাগলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিলে আমার উপরে চড়াও হয়ে নাকের মাংস খুবলে নেয়।' তার ছেলেকেও শিয়ালে কামড়েছে। আতঙ্কে মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, 'দু'বছর আগেও বিষয়টি আমি বিধানসভায় তুলেছিলাম। তখন বেশ কিছু শিয়াল বন দপ্তরের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফের শিয়ালের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।

বন দপ্তরের ভালুকা রেঞ্জের আধিকারিক দিলীপ দাস বলেন, 'দপ্তরের তরফে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মানুষকেও সতর্ক থাকতে হবে।'

শিলান্যাস

গঙ্গারামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছিল না কোনও বিকল্প রাস্তা। ফলে রাতবিরেতে বিএসএফ ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হত গ্রামবাসীদের। গভীর রাতে বিএসএফ ক্যাম্পে দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হত গ্রামবাসীদের। অবশেষে দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা মাথায় রেখে গঙ্গারামপুর ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গোটাহাড়ে বিকল্প রাস্তার শিলান্যাস করা হল।

গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোটাহাড় মোড় থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার পেভার ব্লক বিছানো রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত প্রায় ২ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দে এই বিকল্প রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সদস্য গৌতম দাস,জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকার প্রমুখ।

হস্টেল দাবি

হবিবপুর, ১৬ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রীয় মূলনিবাসী আদিবাসী মাঝি 'ল' মহল হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের কাছে দাবিপত্র পেশ করল। উপস্থিত ছিলেন মোনাতন হেমরম সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বরা। নেতৃত্বরা জানান, হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বন্ধ থাকা আদিবাসী ছাত্রীদের হস্টেল খোলা, আদিবাসীদের সম্পত্তি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান। প্রসাশনকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। দাবিপূরণ না হলে অবরোধ সহ বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব

প্রথম পাতার পর

আর পাত্তা দেয়। কেউই আসন ছেড়ে বদান্যতায় রাজি নয়। প্রথমে হরিয়ানা, তারপর মহারাষ্ট্রের রেজাল্ট বলতে গেলে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে তাদের। লোকসভা ভোটের অঙ্কে যতটুকু এগিয়েছিল তারা, ততটুকুই পিছিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় তাদের মাতব্বরি মানবে কে? জোটের মুখ হিসেবে যেমন কংগ্রেসের তরফে তুলে আনা হচ্ছিল রাহুলকে, তেমনই সে কাজটা যে নেহাত সহজ হবে না একইসঙ্গে বোঝা যাচ্ছিল সেটাও।

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে একটা আসনও ছাড়েনি অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। তারা লড়েছে একা। পঞ্জাব, দিল্লিতে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। মহা গোলমাল মহারাষ্ট্রের জোটে। সমাজবাদী পার্টি বেরিয়ে এসেছে মহারাষ্ট্র বিকাশ আঘাড়ি থেকে। উদ্ধব কী করবেন বোঝা মুশকিল। শারদ পাওয়ার রাজনৈতিক জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হীনবল, তাঁর ভূমিকা ধৃতরাষ্ট্রের। ভাইপো অজিত শুধু যে খুল্লতাতের শুধু দল ভাঙিয়ে ক্ষমতায় তাই নয়, নিজেকে ওয়াশিং মেশিনে ধোলাই করে ধবধবে হয়ে গিয়েছেন।

রাহুল গান্ধির পদযাত্রার উজ্জীবিত কংগ্রেস এখন স্পষ্টত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই অবস্থায় তাদের রীতিমতো বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন মমতা। তিনি যে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দিতে আদৌ পিছপা নন, এটা খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে বড় পার্টির মাতব্বরিতে ক্ষুব্ধ জোট শরিকরা দাঁড়াচ্ছে মমতার পাশেই। তাঁকে জোটের নেতা মানতে যে আপত্তি নেই, তা জানিয়ে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, উদ্ধবের শিবসেনা। সায় রয়েছে শারদ পাওয়ারের। লালুপ্রসাদও খোলাখুলি মমতার পাশে।

লোকসভা ভোটের পর বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে শরিকদের গুরুত্বই দিতে চায়নি কংগ্রেস, অভিযোগ এমনটাই। তার উপর সংসদে যেভাবে শুধুমাত্র আদানি ইস্যুতে দিনের পর দিন সংসদ অচল করে দেওয়ার লাইন ধরেছে কংগ্রেস তাতেও আপত্তি আছে অন্যদের। তারা নিজেদের আলাদা আলাদা ইস্যু সংসদে তুলতে চায়। তৃণমূল, সপা, আপ তাদের আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে পরিষ্কার। তৃণমূল তো কংগ্রেসের ডাকা মিটিং বয়কট করে চলেছে। বলতে গেলে জোটের মধ্যেই বেশ একঘরে সোনিয়ার দল। একমাত্র সংসদের অধিবেশন চললেই কখনো-সখনো যা কিছু বোঝাপড়া চোখে পড়ে।

এই অবস্থায় কোনদিকে বাঁক নেবে ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ তা কে বলতে পারে। মমতাকে নেত্রী মানতে বড় মাপের ঢোঁক গিলতে হবে কংগ্রেসকে। মমতাকে মেনে জোটে থাকতে হলে নিজেদের দলেই গোলমাল বাধবে। জোট ভাঙলে কংগ্রেসের সঙ্গে ক'টা শরিক থাকবে তাও বলা মুশকিল। দক্ষিণে ডিএমকে, মহারাষ্ট্রে এমভিএ, বিহারে মহাগঠবন্ধন, ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনরা ছাড়া সেই অর্থে রাজ্য স্তরের কংগ্রেস জোটে আছেই বা কোথায়! যেখানে যেখানে তারা বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে সেসব জায়গায় মুখ লুকোতে হচ্ছে তাদের। আর জোটের কথা মাথাচাড়া দেয় তো কেবল ভোটের আগে। সারা বছর তা নিয়ে শরিকদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

এ অবস্থায় কংগ্রেসের ওপর ভরসা বিশেষ না থাকারই কথা। ইন্ডিয়া জোটকে জোরদার করতে যদি নেতা বদল করতে হয়, তবে মমতার দাবি বেশ শক্তপোক্ত। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর সাফল্যের হার অন্যদের থেকে অনেকটাই বেশি। একেবারে হালের উপনির্বাচনের রেজাল্ট সে দাবিকে জোরালো করেছে আরও। আবার কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোটের মধ্যে জোট হতে চলেছে কি না, সেদিকেও নজর রাখতে হবে আমাদের।

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে মৃত চার

দুর্ঘটনায় শেষ গোটা পরিবার

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : দুই সন্তানকে নিয়ে নিকটাত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন শিক্ষক দম্পতি। বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে পড়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের চার সদস্যের। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকায়। গাড়িতে দুই শিশু ও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণে ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম সঞ্জিত রায় (৪২), বিপাশা রায় সরকার (৪১), ইশশ্রী রায় (৫) ও ইভান রায় (২)। ওই দম্পতির দুজনেই শিক্ষকতা করতেন। মৃতদের বাড়ি কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কাউয়ারডেরা এলাকায়। সঞ্জিত তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি এলাকার বসপাড়া কুঠিবাড়ি আপার প্রাইমারি স্কুলের টিআইসি পদে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বিপাশা পার্শ্ববর্তী দ্বারিকামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা ওইদিন নিজেদের গাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সঞ্জিত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পুকুরে পড়ে যায়। ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলে মিলে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। দুই শিশু সহ চারজনেরই মৃত্যু হয়। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। পুকুরের গভীরতা অনেক বেশি ছিল। গাড়িটি অনেক নীচে পড়েছিল। সম্ভবত দ্রুতগতিতে চলার কারণে এরকমটা হতে পারে বলে আমাদের অনুমান। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র তিন মাস আগে গাড়িটি কিনেছিলেন সঞ্জিত। রবিবার রাতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পরিবারের সঙ্গে ফিরছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা আর হল না! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। গাড়িটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত সঞ্জিতের ভাই শুভম রায় বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় দাদা-বৌদি তুফানগঞ্জের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তারপর রাতে ফোনে দুর্ঘটনার খবর পাই। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যাই আমরা। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়।'

রবিবার রাত তখন সাড়ে ১১টা। কালজানি কুড়ারপাড় এলাকার বাসিন্দা দীপক সরকার সবেমাত্র খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে যাবেন। এমন সময় তাঁর খুড়তুতো বোন রিয়ার চিৎকারে ছুটে যান তাঁদের বাড়িতে। গিয়ে জানতে পারেন রিয়া তাদের পুকুরে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখেন একটি গাড়ি জলে পড়েছে। এরপর তিনি আর কিছু না ভেবে সোজা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময় রাস্তা দিয়ে বাইকে করে কালজানি বাজার এলাকায় বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন অপর দুই তরুণ আবু সোয়েল ও আলতাফ হোসেন। তাঁরাও পুকুরের মাঝে গাড়ির একটি আলো জ্বলতে দেখে বুঝতে পারেন পুকুরে নিশ্চয়ই কোনও গাড়ি পড়েছে। এরপরে তাঁরাও পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের চিৎকারে আরও কিছু লোকজন জড়ো হন। এরপর সকলে মিলে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। বাঁশ ও দড়ি দিয়ে গাড়িটি কিছুটা পাড়ে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে যে সব শেষ। গাড়ির একটি জানলার কাচ ভাঙতেই প্রথমে একটি শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার হয়। একটু পরে শিশুপুত্র এবং তাদের বাবা-মায়ের দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা।

শীতের রাতে অধিকাংশ দুর্ঘটনা কুয়াশার কারণে ঘটে থাকে। তাই কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাটি হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওইদিন রাতে তেমন কুয়াশা ছিল না। তাছাড়া রাস্তাটি হেরিটেজ রোড হওয়ায় যথেষ্ট চওড়া। সেখানে কোনও মোড়ও ছিল না। তবে রাস্তাটির একাধিক জায়গায় ভাঙা ছিল। ঘটনাস্থলের কাছেই একটি কালভার্ট ছিল। পুকুরটির গভীরতা বেশি ছিল। হেরিটেজ রোড নির্মাণের সময় পুকুরপাড়ে বোল্ডার দিয়ে গার্ডওয়াল দেওয়া হয়। তবে তা রাস্তা থেকে অনেকটা নীচুতে হওয়ায় তার ওপর দিয়েই গাড়িটি পুকুরে পড়ে যায়।

> **মর্মান্তিক পরিণতি**
>
> - নিজেদের গাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল পরিবারটি
> - সঞ্জিত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন
> - বাড়ি ফেরার পথে আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পুকুরে পড়ে যায়
> - দুই শিশু সহ চারজনেরই মৃত্যু হয়।

উরসে মাতল হরিশ্চন্দ্রপুর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ ডিসেম্বর : দেড়শো বছরের প্রাচীন পির হজরত বালা সৈয়দ রহমতুল্লাহ আলাইহের স্মরণে উরসে মাতল হরিশ্চন্দ্রপুর। এক সময় হরিশ্চন্দ্রপুরের ছোট তরফের মিশ্র জমিদার এস্টেট থেকে নিয়মিত ইসলামপুর গ্রামের পির হজরত বালা সৈয়দ রহমতুল্লাহ আলাইহের মাজারে সিন্নি দেওয়া হত। নিয়মিত এই সিন্নির খোঁজ নিতেন ছোট তরফের জমিদার রায়মোহন মিশ্র। দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে পুরুষানুক্রমে এই পরম্পরা চলেছিল। জমিদারি চলে যাওয়ার পরও পির সাহেবের নিয়মিত খরচ ও মাজারের জন্য জমি বরাদ্দ করে দেন জমিদাররা। সেই জমির খরচ থেকেই চলত পিরবাবার মাজারের খরচ। তৎকালীন মিশ্র জমিদারদের বিশ্বাস ছিল, পির হজরত বালা সৈয়দ অত্যন্ত জাগ্রত। তাঁকে স্মরণ করে মিশ্র জমিদারের পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এই পিরবাবাকে স্মরণ করে গত ৭৮ বছর ধরে তাঁর মাজারকে কেন্দ্র করে চলে উরস উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে চলে মেলা, কাওয়ালি গান, সঙ্গে চলে ১৫ দিনের কাঠের মেলা।

বেহাল হাইড্রেন

পুরাতন মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : পুরাতন মালদা শহরের ১৫ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি গৌড় ভবন সংলগ্ন এলাকায় হাইড্রেনের স্ল্যাব ভেঙে পড়েছে। ফলে ওই এলাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মাঝেমধ্যে গবাদিপশু হাইড্রেনের ওই ভাঙা স্ল্যাবের ভেতর পড়ে আটকে যায় বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই হাইড্রেনটি বেহাল দশায় থাকলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

স্থানীয় বিনয় বিশ্বাস বলেন, 'মাঝেমধ্যেই গোরু ও বিভিন্ন গবাদিপশু পড়ে গিয়ে জখম হচ্ছে। বেশ কয়েক মাস আগে একটি ষাঁড় পড়ে জখম হয়েছিল। মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের ব্যস্ততম রাস্তায় ওই হাইড্রেনটি ঢেকে রাখা দরকার।'

স্টেশনের উন্নতি

গঙ্গারামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর স্টেশনের উন্নতির জন্য স্টেশন সুপারের কাছে সাত দফা দাবি পেশ করল গঙ্গারামপুর স্টেশনের স্টেশন কনসালটেটিভ কমিটি বা এসসিসি কমিটি। চলতি বছরের ২৪ নভেম্বর গঙ্গারামপুর স্টেশনে এসসিসি কমিটির প্রথম মিটিংয়ের পরে এই প্রথম দাবিপত্র পেশ করেছে কমিটি।

'স্ট্রেচার কোথায়'

প্রথম পাতার পর

জন্য আবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু স্ট্রেচার মেলেনি। মেডিকেলের নিরাপত্তারক্ষীরা বলছেন স্ট্রেচারে তালা মারা রয়েছে, চাবি জরুরি বিভাগে। অবশেষে পুলিশ ক্যাম্পের আধিকারিক একটি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করেন।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেডিকেলের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এমন ঘটনা হওয়া উচিত নয়। মেডিকেলে পর্যাপ্ত স্ট্রেচার রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শোভানগরে ঋতুচক্র ও সাফাই নিয়ে কর্মশালা

তনয়কুমার মিশ্র

শোভানগর হাইস্কুলে কর্মশালা শুরুর আগে প্রদীপ প্রজ্বলন। - সংবাদচিত্র

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : ইউনিসেফ ও সর্বশিক্ষা মিশনের যৌথ উদ্যোগে স্কুলগুলিকে সবুজ বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তুলতে সোমবার শোভানগর হাইস্কুলে একদিনের কর্মশালা হয়ে গেল। মূলত স্কুল সাফাই ও ছাত্রীদের ঋতুচক্র স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থাপনার উপর এই প্রশিক্ষণ। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বাছাই করা ৬৫টি স্কুল এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগদান করে। প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মশালার উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন বাসন্তী বর্মন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল ও বাণীব্রত দাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক স্বামী তাপহরানন্দ মহারাজ, ইউনিসেফের জেলা কনসালটেন্ট অ্যান্ড্রিউ গোর্কিন, ইউনেসকোর রাজ্য কনসালটেন্ট ডঃ দেবলীনা ঘোষ প্রমুখ।

গ্রিন স্কুল হিসাবে শোভানগর হাইস্কুল ইতিমধ্যেই জেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই স্কুল একাধিক পুরস্কারও পেয়েছে। এদিন কর্মশালায় অংশ নেওয়া ৬৫টি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত হলে স্কুলের তরফে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ইউনেসকোর তরফে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুল সাফাই ও ঋতুচক্র স্বাস্থ্যবিধির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেন ইউনিসেফের অ্যান্ড্রিউ গোর্কিন ও ডঃ দেবলীনা ঘোষ।

জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্মৃতি সুব্বা জানাচ্ছেন, 'স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির উন্নতির জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা ও সক্ষমতা বাড়াতে বাছাই করা ৬৫টি স্কুলের জন্য এই প্রশিক্ষণ।' জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন বাসন্তী বর্মনের বক্তব্য, 'শোভানগর হাইস্কুল গ্রিন স্কুল হিসাবে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। জেলার একটি স্কুল যে কতটা উন্নত, তা এখানে না আসলে বুঝতে পারতাম না। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখানকার পরিকাঠামো দেখে নিজেদের স্কুলে কাজে লাগাতে পারলে জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন হবে।'

মাধ্যমিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাসের কথায়, 'স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির উন্নতির জন্য শোভানগর হাইস্কুল কৌশলগত পরিকল্পনা ও সক্ষমতার দিক থেকে অনেক এগিয়ে। গ্রিন স্কুল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই স্কুল দেখে আমি অভিভূত। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিলে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাটাই পালটে যাবে।'

ভূতনিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি বাড়ি

মানিকচক, ১৬ ডিসেম্বর : বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল মানিকচকের ভূতনি। রবিবার গভীর রাতে ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের বামাচরণটোলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় তিনটি বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নগদ টাকা সহ আসবাবপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আগুন নেভাতে স্থানীয়রা হাত লাগালেও কোনও কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হলেও আগুনের মূল উৎস সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুরের বামাচরনটোলায় বাবলু ঘোষের বাড়ি। রবিবার রাতে পাশের গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠানে সপরিবারে যোগ দিতে যান বাবলু। রাত আটটা নাগাদ হঠাৎই তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়িতে কেউ না থাকায় খুব কম সময়ের ব্যবধানে আগুনের লেলিহান শিখা পুরো বাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলে। ধীরে ধীরে আগুন পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলির দিকে ছড়িয়ে যায়। প্রতিবেশীরা নিজেদের উদ্যোগে আগুন নেভাতে সচেষ্ট হলেও ততক্ষণে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

খবর পেয়ে সোমবার মানিকচক ব্লক প্রশাসন, ভূতনি থানার পুলিশ আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শন করেন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রানি মণ্ডল। নিজস্ব উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি সমস্তরকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাসও দেন তিনি।

কুশপুতুল দাহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের জামিন, রাজ্য ও কেন্দ্রের অভয়ার মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে ঢিলেমি, সিবিআই তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতার প্রতিবাদে সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ভবানীপুর এলাকায় যুব সংগঠন ডিওআইএফআইয়ের নেতৃত্বে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ করা হয়। কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ দেখান সিপিএমের যুব সংগঠনের নেতারা।

আক্রান্তের পাশে

রতুয়া, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মহারাজপুর পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি নইমুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আজ ব্লক এবং পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা হিসেবে দশ হাজার টাকা এবং কিছু ত্রাণসামগ্রী তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

হৃদয়ের কাছাকাছি

প্রথম পাতার পর

নয়, গোটা বিশ্বে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচারে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই অনন্য, অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পীদের একজন। আমরা মনে হয়, তিনিই একমাত্র তবলাবাদক যিনি গোটা পৃথিবী গ্রহটি পরিভ্রমণ করেছেন এবং তবলা সহ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে সবচেয়ে উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিভা সহ ব্যক্তিগত ক্যারিশমাও অতুলনীয়, ঈর্ষণীয়ও বটে।

সংগীতের উৎকর্ষের পাশাপাশি, জাকির ভাইয়ের চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিকটি হল, তিনি সহসঙ্গী শিল্পী ও বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত হৃদয়ের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন। যার কাছে অকপটে মনের কপাট আলগা করা যেত। মন খুলে কথা বলতে ভালো লাগত।

তিনি শুধু একজন বাদকই নন, ছিলেন অসাধারণ শ্রোতাও। তিনি নিজে যেমন সমস্ত শিল্পীকে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনই তাঁর সিনিয়ার সংগীতজ্ঞদের প্রতি ছিল অতুলনীয় অসীম শ্রদ্ধা। তিনি যে কোনও সময় এবং যখনই প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে তাঁদের যন্ত্র বহন করতে তৈরি থাকতেন। এমন ছবি আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ সর্বদিক পরিপূর্ণ সংগীতজ্ঞ, মানবিক, ভদ্র-নম্র-বিনয়ী মানুষ। এখন আমি তাঁকে অন্তহীন মিস করব। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক। তিনি স্বর্গেও শাস্ত্রীয় সংগীতের আমেজে ভরিয়ে রাখবেন।

(প্রখ্যাত সরোদিয়া এই লেখা লিখেছেন তাঁর ফেসবুক পোস্টে)

প্রয়াত জাকির

প্রথম পাতার পর

নিজেকে কখনও মহিমামণ্ডিত করতে চাননি জাকির। ব্যক্তিগত সব সাফল্যের কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন সহশিল্পী ও সংগীতের দেবীকে। তিনি বলতেন, 'আমি সংগীতের মধ্যে বড় হয়েছি। বাবার সঙ্গে কত কিংবদন্তি শিল্পীর বাজনা শুনেছি। তাঁদের কাছ থেকেই যতটুকু যা শিখেছি।' নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলতেন, 'এটা নিছক সংগীতের প্রতি আকর্ষণ, আমার প্রতি নয়। আমি সংগীতের একজন উপাসক মাত্র। সংগীতকে উপস্থাপন করা ছাড়া আমার আর কোনও ভূমিকা নেই।'

কলকাতায় ঠিক এই সময়ে এক অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল জাকিরের। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাতিল হয় সেই অনুষ্ঠান। কলকাতা কেন, আর কোনও মঞ্চেই তাঁকে আর দেখা যাবে না।

অফস্টাম্প-হারাকিরি বিরাটের

ম্যাচ বাঁচাতে বৃষ্টিই ভরসা ভারতের

এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।

–সঞ্জয় মঞ্জরেকার

আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।

–অ্যালান বর্ডার

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫ ভারত-৫১/৪

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল শুধরে দিতে মিনিট পাঁচেক যথেষ্ট। বিরাট কোহলির অফস্টাম্প সমস্যা নিয়ে একদা বলেছিলেন সুনীল গাভাসকার। এরপর বেশ কয়েকমাস কেটে গিয়েছে। তবে কোহলি কিংবদন্তি পূর্বসূরির ক্লাসে গিয়েছেন, এমন কোনও খবর নেই। ইগো নাকি অন্য কিছু? উত্তর জানা নেই। উলটে দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক মাঝেমধ্যেই উত্তাপ ছড়িয়েছে।

গাভাসকারের প্রস্তাবকে যেখানে পাত্তা দেননি, সেখানে ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার ক্লাস নেবেন কিং কোহলির? গৌতম গম্ভীরের পক্ষেই বা কতটা উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব? অফস্টাম্পের বাইরের লাইনে বারবার খোঁচা মেরে বিরাটের আউটের পর এই রকম হাজারো প্রশ্ন উঠছে।

প্রাক্তনদের অনেকের মতে, বিরাটের মূল সমস্যা ইগোর। তাই ভুলগুলি শুধরোতে পারছে না কারওর সাহায্য নিয়ে। চেতেশ্বর পূজারার কথায়, কোহলির সমস্যা মানসিক। কোন বলটা খেলব আর কোন বলটা ছাড়ব, দোটানায় উইকেট খোয়াচ্ছেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনে জোশ হ্যাজেলউডের ফাঁদে ঠিক সেভাবেই পা দিলেন। সপ্তম স্টাম্প লাইনের বল খেলতে গিয়ে খোঁচা। অফস্টাম্প লাইনের ভুলভুলাইয়াতে আরও একবার পথভ্রষ্ট বিরাট (১৬ বলে ৩)।

শুধু বিরাট নন, বাকিদের হালও তথৈবচ। কখনও উইকেট উপহার দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল (৪), কখনও শুভমান গিল (১)। নিজের ব্রিসবেন কাহিনিতে নয়া অধ্যায় সংযোজনের সুযোগ এদিন মাঠে ফেলে আসেন ঋষভ পন্থও (৯)। নিট ফল, বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ৫১/৪। ক্রিজে লোকেশ রাহুলের (৩৩) সঙ্গে রোহিত শর্মা।

২০২১ সালে প্রথম ইনিংসে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দিয়েছিল পূজারা-শার্দূল ঠাকুরের লড়াই। রোহিত-রাহুল কী পারবেন আগামীকাল সেই রকম কিছু করে দেখাতে? কাজটা কঠিন। এখনও ৩৯৪ রান পিছিয়ে।

ফলোঅন বাঁচাতেই দরকার আরও ১৯৫। জয় দূরের কথা, এখান থেকে ভারতকে বাঁচাতে পারে বৃষ্টি। প্রথম তিনদিনে ১৩৪.১ ওভার খেলা হয়েছে। নষ্ট তার চেয়ে বেশি ১৩৫.৫ ওভার। আগামী দুইদিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারতীয় সমর্থকদের প্রার্থনাও বোধহয় সেটাই। হয়তো গোটা দলেরও।

শুরুটা প্রথম ওভারে মিচেল স্টার্কের শিকার হয়ে যশস্বীর (৪) ফেরা দিয়ে। প্রথম বল কানায় লেগে স্লিপ কর্ডনের মধ্যে দিয়ে সীমানা পার। পরের বলে শট খেলার ছটফটানিতে ফ্লিক করতে গিয়ে সোজা ফরোয়ার্ড শর্টলেগে দাঁড়িয়ে থাকা মিচেল মার্শের হাতে।

পারথে ১৬১ করার পথে স্টার্ককে স্লেজিং করে যশস্বী বলেছিলেন, 'বল আস্তে আসছে।' পরের তিন ইনিংসে স্টার্ক দেখিয়ে দিচ্ছেন জবাব কাকে বলে। শুভমানও একই পথের পথিক। লোকেশ উলটো প্রান্ত থেকে দেখাচ্ছে গাব্বার বাউন্সি পিচে নতুন বল কীভাবে সামলাতে হয়, তখন ধৈর্যচ্যুতিতে উইকেট উপহার শুভমানের। সবে ক্রিজে এসেছেন। মাত্র তৃতীয় বল। স্টার্কের অনেকটা বাইরের বল তাড়া করে ফেরেন শুভমান (১)। গালিতে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ নেন মার্শ।

ভারত ৬/২। তৃতীয় ওভারেই ক্রিজে কোহলি। যা এড়াতে চাইছিল থিংকট্যাংক। চলতি টেস্টে অজি টপ অর্ডারও বড় রান পায়নি। কিন্তু বলের পালিশ তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথের জন্য মঞ্চ বেঁধে দেন নাথান ম্যাকসুইনি (৪৯ বলে ৯ রান), উসমান খোয়াজা (৫৪ বলে ২১), মার্নাস লাবুশেনরা (৫৫ বলে ১২)।

সমস্যা বাড়িয়ে হাজির থেকে থেকে বৃষ্টি। ৭-৮ বারের বেশি খেলা বন্ধ হয়। এদিন খেলা হয় মাত্র ৩৩.১ ওভার। তার মধ্যেই হারের আতঙ্ক ভারতীয় শিবিরে। ব্রিসবেনে পা দেওয়ার পর নেটে অফস্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ার দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন বিরাট। যদিও ম্যাচ পরিস্থিতিতে উলটপুরাণ। ফের খোঁচা, উইকেটকিপারের হাতে সহজ ক্যাচ।

বিরাট-শিকারের পর উচ্ছ্বাসও ছিল দেখার মতো। কেন্দ্রবিন্দুতে স্টার্ক! আগের বলেই লোকেশের শট আটকে তিন রান বাঁচান। ফলে লোকেশের বদলে স্ট্রাইকে আসেন বিরাট। স্টার্কের যে প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ হ্যাজেলউডের বিরাট-বধে! ঋষভ পন্থ (৯) তুলনায় ভালো বলের শিকার।

এর আগে ৪০৫/৭ স্কোর থেকে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ৪৪৫-এ। অ্যালেক্স ক্যারি করেন ৭০। জসপ্রীত বুমরাহর ঝোলায় ৭৬ রানে হাফডজন উইকেট। সিরাজ দুইটি, নীতীশ, আকাশ দীপ একটা করে উইকেট নিলেও বুমরাহর যোগ্য পার্টনার হয়ে উঠতে ব্যর্থ। ব্যাটিং ব্যর্থতার সঙ্গে যা গম্ভীর-মরনি মর্কেলদের কপালে ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

জোশ হ্যাজেলউডের সপ্তম স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

ব্যাটিং কোচ কী করছে, প্রশ্ন মঞ্জরেকার

বিরাট নিজেও হতাশ হবে, দাবি সানির

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : একটা করে ম্যাচ যাচ্ছে। বদলাচ্ছে মঞ্চ। যদিও আউটের ধরনে পরিবর্তন নেই। অ্যাডিলেডের পর আজ ব্রিসবেন। আবারও অফস্টাম্প লাইনের গোলকধাঁধায় আটকে বিরাট কোহলি। ভারতীয় রান মেশিনের যে ভুলের পুনরাবৃত্তিতে দিনভর সরগরম ক্রিকেটমহল। একই সঙ্গে সমালোচনার মুখে বিরাটও।

সুনীল গাভাসকার যেমন এদিনের শট নির্বাচন নিয়ে বিরাটকে কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন। বলেছেন, 'যদি চতুর্থ স্টাম্পে বল হত, বুঝতাম। কিন্তু ওটা অনেক বাইরে ছিল। সাত-আট নম্বর স্টাম্পে। খেলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ও নিজেও হতাশ হবে। ওর আউটের পরই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়। কিছুটা ধৈর্য দেখালে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে ফিরত।'

যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। গাভাসকারের যুক্তি, ক্রিজে নেমে একজন ব্যাটারের উচিত ধৈর্য দেখানো। থিতু হওয়ার পরই শট খেলার প্রশ্ন। যে ধৈর্যটুকু দেখাতে ব্যর্থ দুজনে। যশস্বীর উদ্দেশে গাভাসকার বলেছেন, 'মোটেই ঠিক শট নয়। ৪৪৫ রান তাড়া করছ। ক্রিজে থিতু হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হাফভলিও ছিল না। সেটাই ফ্লিক করতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসে। প্যাট কামিন্সও দারুণ জায়গায় ফিল্ডার রেখেছিল। দারুণ নেতৃত্ব।'

শুভমানকে নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'ইনিংসের শুরুতে ওটা বিপজ্জনক শট। ক্রিজে নেমে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় দিতে হয়। পিচ কীরকম আচরণ করছে আন্দাজ পাওয়ার পর এরকম শট খেলা উচিত। শটগুলিকে পকেটে পুরে রেখে আগে অন্তত ৩০-৪০টা বল খেলতে হবে।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার টপ অর্ডারের ক্রমাগত যে ভুলের জন্য আঙুল তুলছেন ব্যাটিং কোচ, টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেও। প্রাক্তনের মতে, এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।

বিরাটের টানা ব্যর্থতা নিয়ে অবাক অ্যালান বর্ডারও। অজি কিংবদন্তি বলেছেন, 'আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।' মাইকেল ভনের গলাতেও একই সুর। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, চলতি সিরিজে যেসব বলে আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত।

বাসিত আলি প্রশ্ন তুলছেন, রোহিত শর্মা-গৌতম গম্ভীরের জুটির রসায়ন নিয়ে। দাবি, শ্রীলঙ্কায় ওডিআই সিরিজ, বাংলাদেশ সিরিজের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দ্বৈরথে ভারতের ফলাফলে যার প্রতিফলন পরিষ্কার। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে রোহিতের যে বন্ডিং ছিল, তা নেই গম্ভীরের সঙ্গে। তিন টেস্টে তিন স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্তে অবাক বাসিত বলেন, 'তিন ম্যাচে আলাদা তিনজন স্পিনার! অজি দলে তিনজন বাঁ-হাতি ব্যাটার। দুই অফস্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মধ্যে একজনকে খেলানো উচিত ছিল। সেখানে রবীন্দ্র জাদেজা!'

গুগলে দেখে নিন, পালটা সাংবাদিককে

ব্যর্থ সিরাজদের পাশে বুমরাহ

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ৭৬ রান দিয়ে হাফডজন শিকার।

চলতি সিরিজে দুই দলের মধ্যে সর্বাধিক ১৮ উইকেট পকেটে। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর আগুনে বোলিংয়ের পরও হারের ভ্রূকুটি ভারতীয় শিবিরে। ম্যাচ বাঁচাতে বাকি দুইদিন অ্যাসিড টেস্ট রোহিত শর্মা ব্রিগেডের সামনে। প্রবল সমালোচনার মুখে দলের ব্যাটিং, বাকি বোলারদের ব্যর্থতা।

মাঠের বাইরেও জসপ্রীত বুমরাহকে দেখা গেল ব্যর্থ সতীর্থদের উদ্দেশে ধেয়ে আসা বাউন্সার সামলাতে। যুক্তি, দল 'পালাবদলের' মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন মুখ, যাঁদের প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। ধৈর্য রাখতে হবে।

সাংবাদিককে বাউন্সার

আকর্ষণীয় প্রশ্ন (আপনি ব্যাটার নন। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাটিং ভরাডুবি নিয়ে প্রশ্ন করা কতটা যুক্তিসংগত হবে আপনাকে)। তবে আপনি আমার ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। গুগলে দেখে নিন, টেস্টে এক ওভারে সর্বাধিক রান কার। (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২২ বার্মিংহাম টেস্টে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে সর্বাধিক ৩৫ রান নেন বুমরাহ)।'

পালাবদলের পর্ব

পরস্পরের দিকে আঙুল তোলার পক্ষপাতী নই আমরা। সেই মানসিকতাও নেই দলের কারও। বর্তমানে দল পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন খেলোয়াড় দলে এসেছে। আর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের জন্য সহজ মঞ্চ নয়। এখানকার ভিন্নধর্মী পরিবেশ, পিচ, আবহাওয়ায় আলাদা চ্যালেঞ্জ।

বোলিং ব্যর্থতা

বোলিংয়েও অনেকে নতুন। সিনিয়ার হিসেবে ওদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। তবে খেলতে খেলতেই ওরা শিখবে। কেউ অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না, সমস্ত স্কিল নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেরাই ঠিক রাস্তা খুঁজে নেবে। তাছাড়া স্কোরবোর্ডে বেশি রান না থাকাও বোলারদের চাপ বাড়াচ্ছে।

মহম্মদ সিরাজ

পারথের পর গত অ্যাডিলেড টেস্ট, দারুণ মেজাজেই ছিল। ভালো বোলিং করেছে। বেশ কিছু উইকেট নিয়েছে। এই ম্যাচে হালকা চোটের পরও যেভাবে বল করছে, কৃতিত্ব দেব ওকে। সমস্যা নিয়েও মাঠে থাকছে বল করার জন্য। এই লড়াকু মানসিকতার জন্য ওকে দলের সবাই ভালোবাসে। আর আমি আলাদা কিছু করছি না। যেদিন আমি উইকেট পাব না, সেদিন বাকিরা সামলাবে। এটাই টিমগেম।

অজি চ্যালেঞ্জ

পারথের উইকেট একরকম ছিল। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে টেস্ট। উইকেট, বল অন্যরকম আচরণ করে। ব্রিসবেনের অন্যরকম পরিস্থিতি। ভারতে এরকম উইকেটে খেলি না। অস্ট্রেলিয়া সফর মানেই তাই চ্যালেঞ্জ। যার উত্তর খোঁজা উপভোগ করি। পৃথক পৃথক পরিস্থিতি, পরিবেশ, পরীক্ষার মুখে সমাধান সূত্র বের করার অনুভূতিই আলাদা। কে কী বলে, তা না ভেবে নিজের ওপর ফোকাস রাখি। যেভাবে বল করছি, আমি খুশি। আরও বেশি করে অবদান রাখতে চাই।

হেড ফ্যাক্টর

কোকাবুরা বল একটু পুরোনো হয়ে গেলে ব্যাটিং তুলনামূলক সহজ। বিশেষ করে যখন উইকেট থেকে সাহায্য মেলে না। তখন ব্যাটারদের রান আটকানোর রাস্তা খুঁজে নিতে হয়। ঠিকঠাক ফিল্ডিং সাজানোও গুরুত্বপূর্ণ। বল যখন নড়াচড়া কম করে, তখন কিছুটা রক্ষণাত্মক হতেই হয়। ব্যাটারদেরও কৃতিত্ব দিতে হয় অনেক সময়। ঋষভ পন্থের মধ্যেও একই (হেডের মতো) ক্ষমতা রয়েছে।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

দলকে সাহসী হওয়ার নির্দেশ কোচ অস্কারের

নতুন পজিশনে খেলতে পারেন আনোয়ার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : টানা হারে বিপর্যস্ত ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। কিন্তু প্রথম একাদশ সাজানো যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে আত্মবিশ্বাস আদৌ কাজে লাগবে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে দলকে আরও সাহসী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ।

বেড়ে চলা চোট-আঘাতে নতুন ছক ভাবতে হচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁকে।

মাঝমাঠের তিন নির্ভরযোগ্য ফুটবলারকে ছাড়াই মঙ্গলবার পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে নামতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। হেক্টর ইউস্তেকে ঝুঁকি নিয়েই মাঠে নামানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চোট নিয়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে মাঠে নামানোর মতো দুঃসাহস হয়তো লাল-হলুদ থিংকট্যাংক দেখাবে না। যদিও কাদের পাওয়া যাবে, আর কাদের পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে ধোঁয়াশাই রেখে দিলেন অস্কার। তবে প্রথম একাদশ সাজানো নিয়ে তিনি যে চাপে আছেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেই দেন, 'আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সামনে দুইটি পথ। হয় দলে বদল আনার ভাবনা ভেবে রাতের ঘুম নষ্ট করা, নয়তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। সাহসী ফুটবল খেলা।' দ্বিতীয়টি যে বেশি প্রয়োজন তাও স্পষ্ট করে দেন ব্রুজোঁ।

পাঞ্জাব এবার বেশ ভালো ফুটবল খেলছে। জামশেদপুর এফসি-র কাছে হারের আগে পর্যন্ত লিগ শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও বেঙ্গালুরু এফসি-র ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল। লাল-হলুদ কোচও স্বীকার করে নেন, 'পাঞ্জাব সব বিভাগেই শক্তিশালী। ওরা প্রমাণ করেছে আইএসএলের সেরা দলগুলিকে হারানোর ক্ষমতা ওদের মধ্যে আছে।' তবে ইস্টবেঙ্গল এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে এই ম্যাচটাই দলের আসল পরীক্ষা বলে মনে করছেন অস্কার।

এদিন অনুশীলন দেখে যা ইঙ্গিত মিলল তাতে রক্ষণে দুই বিদেশিকে রেখেই দল সাজাতে পারেন লাল-হলুদ কোচ। মাঠে ফিরেছেন নীশু কুমার। ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে অল্প সময় নেমে ভালোই খেলেছেন। তাঁকেও তৈরি রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির পজিশনে বদল আসতে পারে। তাঁকে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে খেলাতে পারেন অস্কার। এই ম্যাচে মাঝমাঠে সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে শ্যামল বেসরা একপ্রকার নিশ্চিত। দিয়ামান্তাকোস না নামলে আক্রমণে ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে কে জুটি বাঁধবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল সমস্যায় থাকলেও তাদের সমীহই করছেন পাঞ্জাব কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপ্রিস। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল কোচের মানসিকতাই দলের আসল শক্তি।' চোটের কারণে পাঞ্জাব এই ম্যাচে পাবে না আক্রমণভাগের ফুটবলার ফিলিপ মিজলজ্যাককে।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম **পাঞ্জাব এফসি**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

ম্যাজিকের মতো জয় : অ্যামোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ ডিসেম্বর : দুই মিনিটও নয়। ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ঝড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ইউনাইটেডের। তাও কি না একেবারে অন্তিম লগ্নে। অথচ ৮৮ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রথম গোলের আগে একবারও মনে হয়নি ম্যাচটা তারা জিততে পারে। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের পর্তুগিজ কোচ রুবেন অ্যামোরিমও মানছেন, 'এই জয় অবিশ্বাস্য।' উলটোদিকে ঘরের মাঠে এমনভাবে ডার্বি হেরে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

ইংল্যান্ডে প্রথম ডার্বি জয়টা নিশ্চিতভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অ্যামোরিমের কাছে। এতিহাদ স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই জয় আমাদের প্রয়োজন ছিল। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন জমানার মতো শেষ মুহূর্তে ম্যাচে ফিরেছি। ম্যাজিকের মতো। দিনটা আমাদের ছিল।' তবে এদিন দলের অন্যতম দুই সেরা ফুটবলার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও আলেহান্দ্রো গারনাচোকে খেলাননি অ্যামোরিম। সেই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, 'শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কিছু নয়। ফুটবলাররা অনুশীলনে কেমন পারফর্ম করছে, আমার দলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।' যদিও অ্যামোরিমের বিশ্বাস, র‍্যাশফোর্ডের যা প্রতিভা তা কাজে লাগালে ঠিকই দলে জায়গা পাবেন।

ব্যর্থতার দায় নিচ্ছেন হতাশ পেপ

ম্যাঞ্চেস্টারের লাল অংশ যখন আলোর বন্যায় ভাসছে, তখন নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটি শিবিরে আঁধার। দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। কোচ গুয়ার্দিওলারও। ম্যাচের পর তাঁকে বলতে শোনা যায়, '১১টা ম্যাচের মধ্যে ৮টা হার। কোনও কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। কোনও অজুহাত দিয়েই এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।' দলের ব্যর্থতার দায়ও নিজের কাঁধে নিয়ে পেপ বলেছেন, 'সমাধান আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। যেটা আমি পারছি না।'

সাহসী মহিলা : শাস্ত্রী

বাঁদর বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী ঈশা

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল স্বীকার করে জসপ্রীত বুমরাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ঈশা গুহ। ব্রিসবেন টেস্টে ধারাভাষ্যের ফাঁকে বুমরাহকে 'এমভিপি' বলেছিলেন গতকাল। পরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্রাইমেট' বলে বসেন। প্রাইমেট অর্থাৎ বাঁদর শ্রেণির প্রাণী। শোরগোল পড়ে যায়।

অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।

ঈশা গুহ

ইংল্যান্ডের মহিলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঈশা ভুল স্বীকার করে এদিন বলেছেন, 'গতকাল কমেন্ট্রির সময় একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। যে শব্দটা নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। যে ভুলের জন্য ভুল স্বীকার করছি আমি। অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।'

ঈশা পরিবারের সঙ্গে কলকাতার যোগ রয়েছে। বাবা কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্থায়ী হন। সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন। ঈশা আরও বলেছেন, 'বরাবরই সাম্যের ওপর জোর দিয়েছি। ক্রিকেটার হিসেবে ওকে সম্মানও করি। মূলত ওর সাফল্য, প্রাপ্তির দিকটাই তুলে ধরার চেষ্টা করতে চেয়েছি। তা করতে গিয়েই ভুল শব্দ প্রয়োগ। পূর্বপুরুষ সূত্রে আমিও দক্ষিণ এশীয়। সবাই বুঝবেন, কাউকে ছোট করার জন্য আমি এটা বলিনি। আশা করি এর কোনও প্রভাব পড়বে না চলতি টেস্টে। ভুলটা মেনে নিয়ে আমিও সামনের দিকে তাকাতে চাই।'

ঈশার ভুল স্বীকারকে স্বাগত জানিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। 'সাহসী মহিলা' আখ্যা দিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'সম্প্রচারের সময় এভাবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া- সাহসী মহিলা। ও নিজেই যখন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ভুল মেনে নিয়েছে, তখন এখানেই বিতর্কে ইতি পড়া উচিত। মানুষ মাত্রই ভুল করে। উত্তেজনার বশে ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। মাইক্রোফোন হাতে থাকলে এরকম ঘটে। চলুন বিতর্ক পিছনে এগোনো যাক।'

ফলোঅন করানোর ভাবনা শুরু স্টার্কদের

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : বৃষ্টিভেজা গাব্বা। বরুণদেবতার কল্যাণে সোমবার সারাদিনে খেলা হল মাত্র ৩৩.১ ওভার। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ থামল সাত-আটবার। তারমধ্যেই ১৭ ওভার বোলিং করার ফাঁকে টিম ইন্ডিয়ার বহুচর্চিত ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারা আরও একবার প্রকাশ্যে এনে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক (২৫/২), প্যাট কামিন্সরা (৭/১)। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চমদিনেও ভালোরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ব্রিসবেনে। যার জন্যই প্রথম ইনিংসে ভারতের বাকি ছয় উইকেট তুলে নিয়ে রোহিত শর্মার ব্রিগেডকে ফলোঅন করানোর ভাবনাও অজি শিবিরে শুরু হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় বলেই যশস্বী জয়সওয়ালকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস মিচেল স্টার্কের।

পারথের দ্বিতীয় ইনিংস বাদ দিলে চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এদিনও স্টার্ক, কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের সামনে টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের বেসিকটাই ভুলে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থরা। নিটফল, অজিদের ৪৪৫-এর জবাবে তৃতীয়দিনের শেষে ৫১/৪ স্কোরে ধুঁকছে ভারত। চলতি সিরিজে চার ইনিংসে তৃতীয়বার যশস্বীকে আউট করার উচ্ছ্বাস নিয়ে স্টার্ক বলেছেন, 'আমাদের হাতে ওদের চেয়ে বেশি তাস রয়েছে। আগামীকালের সকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমরা যদি বলটা সঠিক জায়গায় রেখে শুরুতে বেশকিছু উইকেট তুলে নিতে পারি তাহলে ফলোঅনের ভাবনা ভাবা যেতেই পারে। যখন আপনি বোর্ডে ৪৫০ রান তুলে ফেলবেন এবং বিপক্ষের ৫০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় তখন বেশকিছু বিকল্প এমনিতেই তৈরি হয়। এখন দেখা যাক, মঙ্গলবার প্রথম সেশন কেমন কাটে।'

অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে কামিন্স এখনও পর্যন্ত ছয়বার বিপক্ষ শিবিরকে ফলোঅন করানোর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ২০২২-'২৩ সালে বোলারদের বিশ্রাম দিতে একবারই তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই টেস্ট ড্র হয়। অজি অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের গলায়ও ফলোঅন করানোর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বলেছেন, 'আমাদের আগে বাকি ছয় উইকেট তুলতে হবে। আমরা জানি ম্যাচ জিততে বিপক্ষের ২০ উইকেট দরকার। যা মাথায় রেখেই আমরা পরিকল্পনা করব। বৃষ্টির বিষয়টিও আমাদের মাথায় রয়েছে। আগামীকাল সকালের সেশনের উপর ফলোঅন করানোর বিষয়টি নির্ভর করছে।'

২০০১ সালে ইডেন গার্ডেন্সে অজিদের বিরুদ্ধে ফলোঅন করতে নেমে ভিভিএস লক্ষ্মণ-রাহুল দ্রাবিড়ের মহাকাব্যিক ব্যাটিংয়ে ভর করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয় ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে অমর হয়ে রয়েছে। চলতি টেস্টেও যদি ভারতকে ফলোঅনের মুখে পড়তে হয়, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্তমান টিম ইন্ডিয়ার কেউ লক্ষ্মণ-দ্রাবিড় হয়ে উঠতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

‘আঠারোতে আঠারো’ গাড়িতে বাড়িতে গুকেশ

চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।

-ডোম্মারাজু গুকেশ

নরওয়ে দাবায় মুখোমুখি হবেন কার্লসেনের

চেন্নাই, ১৬ ডিসেম্বর : ডোম্মারাজু গুকেশ সোমবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে নামার পরই তাঁকে ঘিরে ধরলেন হাজারখানেক সমর্থক। চলল গুকেশের নামে জয়ধ্বনি। সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি। বাড়ি ফিরতে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের জন্য তৈরি ছিল বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি। যা সাজানো গুকেশের ছবি দিয়ে। সঙ্গে ট্যাগলাইন ‘আঠারোতে আঠারো’। ইঙ্গিত ১৮ বছরে গুকেশের ১৮তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিকে। ভক্তদের উন্মাদনা দেখে গুকেশ বলেছেন, ‘চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।’

পরে গুকেশের স্কুল ভিলাম্মাল নেক্সাসের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে।

এদিনই গুকেশের এক অজানা কাহিনী তুলে ধরলেন তাঁর বাবা-মা। বাবা রজনীকান্ত ও মা পদ্মকুমারী দুইজনেই ডাক্তার। রজনীকান্তের মন্তব্য, ‘আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম। একবার যখন ও দাবা ভালোবেসে ফেলল, তখন আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ও দাবা খেলতে লাগল আর আমরা ওকে সবরকম সাহায্য করতে লাগলাম।’ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় গুকেশ বারবার বলেছেন তিনি দাবা খেলতে ভালোবাসেন, ফলাফল নিয়ে বেশি ভাবেন না। একই কথা বললেন রজনীকান্তও, ‘নিয়মিত খেলেই ও শিখেছে। বেশিরভাগ বাচ্চারা একটা প্রতিযোগিতার পর বিশ্রাম নেয়। কিন্তু গুকেশ বিশ্রাম ছাড়াই টানা তিন-চারটে প্রতিযোগিতায় খেলত। তারপরও থামতে চাইত না।’

বিশ্ব জয় করে বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরছেন বছর আঠারোর ডোম্মারাজু গুকেশ। চেন্নাইয়ে সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

> আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম।
>
> **রজনীকান্ত** (গুকেশের বাবা)

অন্যদিকে, সোমবারই নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতার তরফে ঘোষণা করা হল ২০২৫ সালের আসরে অংশ নেবেন গুকেশ। সেখানে ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে নামতে দেখা যাবে চেন্নাইয়ের তরুণকে। আগামী বছরের ২৬ মে-৬ জুন পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। ২০২৩ সালে নরওয়ে দাবায় গুকেশ তৃতীয় হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, গুকেশের জেতা অর্থ পুরস্কার ও ট্যাক্স নিয়ে মজার আলোচনা শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গুকেশ সবমিলিয়ে প্রায় ১১ কোটিরও বেশি টাকা জিতেছেন। তার মধ্যে ট্যাক্স হিসেবে তাঁকে দিতে হবে প্রায় ৪.৭ কোটি টাকা। যা নিয়ে এক নেটিজেন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘ভারতীয় আয়কর দপ্তরকে অভিনন্দন দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ৫ কোটি পুরস্কার জেতার জন্য।’

সুযোগ নষ্ট করে হার বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ১৬ ডিসেম্বর : ম্যাচে ৮০ শতাংশ সময় বলের দখল ছিল বার্সেলোনার ফুটবলারদের পায়ে। গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছে ২০টি। তারপরও লা লিগায় ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে ফিরতে হল বার্সেলোনাকে। রবিবার লেগানেসের বিরুদ্ধে ০-১ গোলে তাদের হেরে ফিরতে হল। ৪ মিনিটে সের্জিও গঞ্জালেসের লেগানেস এগিয়ে যায়। এর ৬ মিনিট পরই গোলশোধের সুযোগ পেয়েছিল বার্সা। রাফিনহার ক্রস থেকে রবার্ট লেওয়ানডস্কির শট ভালো সেভ করেন লেগানেসের গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ। ৩৩ মিনিটে রাফিনহার শট মিত্রোভিচের হাত থেকে বেরিয়েও ক্রসবারে লাগে। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে লামিনে ইয়ামালে বাইরে মেরে একটি সুযোগ নষ্ট করেন। এই হারের পরও ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট বার্সা শীর্ষস্থান ধরে রাখল। এক ম্যাচ কম খেলে রিয়াল মাদ্রিদ ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে।

বাঁদর বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী ঈশা

-খবর এগারোর পাতায়

মহমেডানে চূড়ান্ত মেহরাজ

আপাতত সহকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আন্দ্রেই চেরনিশভের ওপর চাপ বাড়াল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু ফিরছেন সাদা-কালোয়। সহকারী কোচ হিসাবে নিয়ে আসা হচ্ছে তাঁকে।

‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ আগেই জানিয়ে ছিল মেহরাজউদ্দিনকে ফেরাচ্ছে মহমেডান। তাঁকে প্রথমে হেড কোচ হওয়ার প্রস্তাবই দেওয়া হয়। আসলে চেরনিশভের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছে না ম্যানেজমেন্ট। এদিকে তাঁকে ছাঁটাই করলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে। কাজেই আপাতত মেহরাজকে সহকারীর দায়িত্ব দিয়ে রুশ কোচের ওপর যে চাপ বাড়ানো হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। সূত্রের খবর, রবিবার রাতেই মেহরাজের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তিনি সন্তোষ ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীর দলের দায়িত্বে আছেন। টুর্নামেন্ট শেষ হলেই যোগ দেবেন মহমেডানে। এই দলের অধিকাংশ ফুটবলারের সঙ্গেও মেহরাজের সুসম্পর্ক রয়েছে। ফলে তিনি ফিরলে দলের সাজঘরেও তার প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়।

দাপুটে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার। দাপটের সঙ্গে তেলেঙ্গানাকে ৩-০ গোলে হারাল সঞ্জয় সেনের দল। প্রথম গোল ৩৯ মিনিটে। বিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুল কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে দেন রবি হাঁসদা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডানপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে গোল নরহরি শ্রেষ্ঠার। ৫৬ মিনিটে রবিলালের থ্রু ধরে ঠান্ডা মাথায় ব্যবধান বাড়ান তিনিই। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রক্ষণকে অবশ্য কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়।

সম্ভবত দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : মোহনবাগানের সুখী পরিবারে আশঙ্কার কালো মেঘ গ্রেগ স্টুয়ার্টকে ঘিরে।

পরপর চার ম্যাচে জয় এবং টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত। যেন এক স্বপ্নের দৌড়ে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ইতিমধ্যেই ১১ ম্যাচ খেলে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। কিন্তু এসবের মধ্যেই কাঁটার মতো খচখচ করছে দলের এক নম্বর গেম মেকার স্টুয়ার্টের চোট। মাঝে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে ৮৪ মিনিটে মাঠে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পর ফের তাঁর সমস্যা শুরু হয়। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে তাঁকে স্কোয়াডেই রাখেননি মোলিনা। এই পরিস্থিতিতে স্টুয়ার্টকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। তিনি নাকি দেশে ফিরতে চাইছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এদিন অনুশীলনে এলেও সূত্রের খবর, সপ্তাহ দুয়েক লাগবে তাঁর ফিট হতে। অর্থাৎ এফসি গোয়া এবং পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে নেই তিনি। সবুজ-মেরুনের সুখী পরিবারে যে স্টুয়ার্ট কাঁটাই এখন সবথেকে বেশি বিঁধছে, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই।

এদিকে, মোহনবাগানের কাছে হারের পর সহকারীদের নিয়ে সরে গেলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ মাইকেল স্ত্রারে। তাঁর জায়গায় আপাতত মোহনবাগানে কিবু ভিকুনার সহকারী হিসাবে কাজ করে যাওয়া কেরালার রিজার্ভ দলের কোচ টমাস চর্জকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন মুম্বই সিটি এফসি কোচ দেস বাকিংহামের নাম শোনা যাচ্ছে পরবর্তী কোচ হিসাবে।

PUBLIC NOTICE

NATIONAL CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION

Under the Consumer Protection Act, 2019

Telephone No. : 011-24608801-04
Fax No. : 011-24651505
Email : ncdrc[at]nic(dot)in
Website : www.ncdrc.nic.in

Upbhokta Nyay Bhawan
'F' – Block,
General Pool Office Complex,
INA, NEW DELHI - 110023

Revision Petition No. 2452/2023

(Against an order dated 30th June, 2023 in Appeal Number A/40/2021 of the State Commission West Bengal)

NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED ...Petitioner/ Appellant

Versus

ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER ...Opposite Parties/ Respondent(s)

MLA AUTO INDIA (P) LIMITED.,
OPPOSITE POWER HOUSE GODOWN,
SEVOKE ROAD, SILIGURI, P.O. & P.S. – BHAKTINAGAR,
SILIGURI, WEST BENGAL – 734001 (R-2)

NOTICE

WHEREAS NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED., Vs. ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER., has filed a Revision Petition No. 2452 of 2023 against the order dated 30.06.2023 in Appeal No. 40 of 2021 of the State Commission, West Bengal. The abovementioned Revision Petition is pending before the National Commission, New Delhi, wherein you have been arrayed as Respondent.

Whereas this Commission has ordered vide order dated 21.10.2024 to effect service upon you by this Publication returnable on 14.01.2025.

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that you are hereby directed to appear before this Commission in person or through your counsel / authorised representative on 14.01.2025 at 10:30 a.m.; failing which the Petition will be disposed of ex-parte on merits.

Dated **08th of November, 2024**

Sd/-
SECTION OFFICER